হিজরী সনের ইতিকথা

সুনির্মল কুমার দেব.মীন

www.pathagar.com

ভিতরী সত্তর প্রতিকথা

…মাংশু কুমার দেব, …

বন্যা প্রকাশনী, জল্লারপার, সিলেট।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশ করলেন ঃ
অধ্যাপিকা সুনীতি দেব
বন্যা প্রকাশনী,
জল্লারপার, সিলেট।

প্রচ্ছদ ঃ
এঁকেছেন—মাসুক হেলাল
ব্লক করলেন—ইউনিক প্রসেস।
কভার ছাপলেন—রহমান প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা মুহররম, ১৪০০ হিজরী।
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।
২২শে নবেম্বর, ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ছাপলেন ঃ
মনোরম মুদ্রায়ণ,
২৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা—১।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের।

বেঁধেছেন ঃ
শাহীন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ঢাকা।

মূল্য ঃ পনেরো টাকা মাত্র।

Hijree Soner Etikotha.
By Sunirmal Kumar Deb, Min,
Jallarpar, Sylhet, Bangladesh.

Price : Taka Fifteen only.

www.pathagar.com

পরম পূজনীয়া

মা-কে

www.pathagar.com

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

১। মুজতবা প্রসঙ্গ।

২। দ্য হিজরী এরা।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকী

প্রায় এক যুগের সাধনা আর পরিশ্রমের পর "হিজরী সনের ইতিকথা" সুশীল পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় বাস্তবিকই গর্ব ও আনন্দ বোধ করছি। গর্বিত বোধ করছি বইটি প্রকাশিত হলো বলে, আর আনন্দ বোধ করছি পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিনেই হিজরী সনের ইতিকথা সবার হাতে তুলে দিতে পারলাম বলে।

"কুলুলীন্ নাসে হুসনা"—লোকদেরে ভালো ও সুন্দর কথা শোনাও। এই চেতনায়ই গ্রন্থটিকে ঐতিহ্য এবং আদর্শের ঐশ্বর্যসহ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিচার ও যাচাই করে সাজানোর চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি ইতিহাসকে তথ্য-নির্ভর করে সহজ ও সরল ভাবে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন অধ্যায়কে পর্যায়ক্রমে আলোচনাকালে হিজরী, হিজরত ও তৎকালীন ইতিহাসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যানুগ মূল্য-বোধের কল্যাণী চেতনাই হিজরী সনের ইতিকথার সমীচীনতাকে নিঃসন্দেহে নিরপেক্ষ অথচ সঠিক করেছে।

হিজরী সনের ইতিকথা রচনাকালে বিষয়মুখীন তথ্যানুসন্ধান-টুকুকেই বড় করে তুলে ধরেছি। কেননা কিংবদন্তী কিংবা নিছক কাহিনী সর্বস্য গুজবকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃতমাত্র করা সম্ভব হলেও ইতিহাস ইতিহাস-ই থেকে যায়। প্রসঙ্গত বার্ণার্ড শো-এর "ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, আমরা ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই নিই-না বা লাভ করি না" উক্তিটিই স্মর্তব্য। ঐতিহ্য ও চেতনার নিরিখে এই গ্রন্থ রচনার সময় ইতিহাসানুগ সত্যতার সমীচীনতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হিজরতের প্রেক্ষিত ও হিজরীসন গণনারীতির অনস্বীকার্যতাটুকুকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের এক বিপুলায়তন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের আত্যন্তিকতা বিচারকালে সাংস্কৃতিক, সামাজিক অর্থ ও রাজনৈতিক জীবন ও মূল্যবোধকে সমকালীন মানদণ্ডেই দেখাতে হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও সমাজবিদদের মূল্যবান আলোচনা, মন্তব্য ও বক্তব্যকে

www.pathagar.com

তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেই হিজরী সনের স্বমহিমতাটুকুকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি পাঠক সাধারণের অতঃপর গ্রন্থখানার মৌলিকতার প্রশ্নে দ্বিধা থাকছে না।

পঞ্চদশ হিজরীর পবিত্র মুহূর্তে এহেন দীনতম উপচার বিদগ্ধ-পাঠকদের হাতে তুলে দিতে গিয়ে ইকবালের কথাতেই বলতে হচ্ছে ঃ

"তোমার বর্তমান মাথা তোলে অতীতের ভিতর দিয়ে,
তোমার ভবিষ্যৎ জন্ম নেয় বর্তমান থেকে,
ইতিহাস করবে তোমায় আত্মসচেতন,
কর্মে বীর্যবান, গবেষণায় নিপুণ।"

গ্রন্থটির মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে দেবার আগে পরমশ্রদ্ধেয় জনাব মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ, এম, এম (কলি), বি, এ (সম্মান), এম, এ (ঢাকা), প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বি, এস, ই, এস ; অধ্যক্ষ ; মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এবং রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, মহোদয় পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আমাকে ঋণী করেছেন। আমি তাঁর এহেন হৃদ্যতা আর মননশীলতার জন্য কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির তথ্যনির্ভরতা, বিষয়বস্তুর যাথার্থ আর তাৎপর্য অনুধাবনে সুমন পাঠক-সমাজ ক্ষমাসুন্দর চোখেই সব কিছু বিচার করবেন, এই আশাই করছি।

হিজরীসনের ইতিকথা প্রকাশে আর্থিক সাহায্য লাভে আমি যাঁদের কাছে সহানুভূতি লাভে ধন্য হয়েছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাননীয় জেলা প্রশাসক ও চেয়ারম্যান, সিলেট জেলা পরিষদ, মাননীয় সচিব ও মাননীয় প্রশাসক, জেলা পরিষদ, সিলেট।

শিক্ষাদরদী ও সমাজসেবী জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হামিদ (কদমতলী, সিলেট), জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী (শাখা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সিলেট), ৪৭/এ, হাউজিং এস্টেট সিলেটের জনাব আফতাব চৌধুরী, অধ্যাপক সিদ্দিক আলী এবং বন্ধু পরিতোষ দত্ত চৌধুরী, গৌতমের অর্থানুকূল্যসহ সহমর্মিতা আমাকে অভিভূত করেছে। এ ছাড়াও অগ্রিম বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রকাশনা-ব্যয় সংকুলানে ছাতক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে রউফ, মুজিবুর, কওসার, শওকত ও রণধীর প্রমুখের সার্থকতা প্রশংসাই।

www.pathagar.com

গ্রন্থটি ছাপার ব্যাপারে আমার অনুজপ্রতিম প্রাক্তন ছাত্র নবেন্দু চৌধুরীকেই কৃতিত্বের দাবীদার বলে মনে করছি। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশের দুরন্ত সাহস করার জন্য আমি মনোরম মুদ্রায়ণের স্বত্বাধিকারী মানিকবাবুকে জানাচ্ছি আমার স্বনিষ্ঠ অভিনন্দন। নবেন্দু মনোরম মুদ্রায়ণের আন্তরিকতাকে মূলধন করে মাত্র এক সপ্তাহকালের মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাকে অবাক করে দিয়েছে। সময়ের টানা-পোড়ণে মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য অত্যন্ত বিনীত ভাবেই আমি নিজেকে অভিযুক্ত করে আপনাদের অনুকম্পা প্রার্থনা করছি। মফস্বলের সাহিত্যকর্মীদের এছাড়া আর কি-ই বা হবে! তা ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তারা হচ্ছেন ভীষ্মদেব চৌধুরী, আবদুল আজীজ, সেলু বাসিত, মনোজ সেন ও কানু চক্রবর্তী, তাদের সাথে আমার সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাহুল্য, উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট।

প্রচ্ছদ অংকন ও পরিকল্পনার জন্যে অনুজপ্রতিম মাসুককে ধন্যবাদ। বাঁধাইয়ের জন্য সুবাদ ওসমান ভাইয়ের। মনোরম প্রেসের সবাইকে জানাচ্ছি অশেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

গ্রন্থটি সমাদৃত হলেই, পরিশ্রম সার্থক হবে, এ-ই আশা।

সোমবার,
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

বিনীত
গ্রন্থকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যাপক সুনির্মল কুমার দেব-মীন রচিত "হিজরী সনের ইতি-কথা" বইখানার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হিজরতকালকে স্মরণীয় রাখার জন্য যে হিজরী সনের সৃষ্টি ও গণনা শুরু হইয়াছিল ইহা কোন শিক্ষিত মুসলমানেরই অজানা নয়। তবে ইহা কখন, কিভাবে ও কাহার দ্বারা প্রবর্তিত হইল, সেই সকল তথ্যের খবর কয়জন-ই বা রাখেন।

"হিজরী সনের ইতিকথা" বইখানিতে অধ্যাপক মহাশয় যে সকল মূল্যবান তথ্যের অবতারণা ও তাহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিষয়টির প্রতি আন্তরিক আগ্রহ এবং সর্বোপরি তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। বিশ্বের একটি বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর অনুশীলিত অথচ বিস্মৃত প্রায় বিষয়ের আদিকথা তথা উদ্ভব সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন ও গবেষণায় লিপ্ত হইয়া অধ্যাপক দেব-মীন নিজের উন্নত মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণ আশুরা, ঈদ-ই-মিলাদ-উন-নবী, শবে-কদর, শবেবরাত, সিয়াম ও দুই ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষেই ব্যাপকভাবে চান্দ্রমাসের নির্ধারিত তারিখগুলি জানিয়া লইতে তৎপর হন। কোন কোন মহলে বিবাহ-শাদীর জন্য চান্দ্র মাসের তারিখ গণনা করার রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়াও বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর জন্ম দিন উপলক্ষে প্রত্যেক চান্দ্রমাসের একাদশতম দিবসে কেহ কেহ "এগারো শরীফ" উদযাপন করিয়া থাকেন।

প্রসঙ্গত অন্যান্য সম্প্রদায়, যেমন, হিন্দু ও বৌদ্ধগণ প্রধানত অমা-বস্যা ও পূর্ণিমার হিসাবে যথাক্রমে বঙ্গাব্দ ও বুদ্ধাব্দের (সৌরবর্ষ) মাসসমূহের নাম পরিচিহ্নিত করিয়া থাকেন। যেমন, বৈশাখী

www.pathagar.com

পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা ইত্যাদি। স্বভাবতঃ হিজরী সনের সমঝোতায় চান্দ্র মাসের নামোচ্চারণের অবকাশ উহাতে নাই। অথচ, এই উপমহাদেশে আরবদের আগমন ও ধর্মপ্রচার এবং অধিকন্তু মোঘল আমলে অন্যবিধ প্রশাসনিক প্রয়োজনে হিজরী সন গণনা এতদ্ অঞ্চলে দীর্ঘসূত্রী আবেদন সহযোগে সূচিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা কুত্রাপি কায়েম না হওয়ায় কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচ্য সন তারিখ ব্যাপক ভিত্তিক না হওয়ায় ইহার প্রচলন ও প্রসার মুসলমানগণের ধর্মীয় বিশেষ দিনগুলির উদযাপনের তাগিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ফলে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ইহার ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব যতটুকু অনুভূত হইবার কথা, ততটুকু হইতে পারে নাই।

এ কথা সত্য যে, হিজরী সনের উদ্ভব ও প্রচলনের সহিত বিশ্ব ইতিহাসের এক মহত্তম অধ্যায়ের নিবিড় যোগ-সূত্র রহিয়াছে। ইহা একদা যে-জনপদে সূচিত হয়, সেইখানেই সীমিত হইয়া থাকে নাই। বরং ধর্মাদর্শের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ, একটি ধর্মমতের আশ্রয়ে পরিচিত নূতন জাতির আচার আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজয় অভিযান ইত্যাদি প্রাথমিক ইতিহাস ও দূর-দূরান্তে সম্প্রসারিত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়াছে। এজন্যেই, এই প্রেক্ষিতে হিজরী সন হইতেছে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন-ইতিহাসের দিক-দর্শন।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বৃহৎ বৃহৎ ইসলামের ইতিহাস ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থসহ খুলাফায়ে রাশেদীনের চরিত কথা রচিত হওয়া সত্ত্বেও, সেইসব গ্রন্থাদিতে হিজরীসন প্রসঙ্গে অত্যন্ত অল্পই আলোচিত হইয়াছে। দেশী ও বিদেশী ভাষায় রচিত এই ধরণের নানান আকার ও প্রকারের গ্রন্থাদিতে হিজরী সন সম্পর্কিত সর্বৈব সীমিত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা বাস্তবিকই আমাদের বিস্মিত না করিয়া পারে না। অথচ হিজরী সনের উদ্ভব, বিকাশ ও ঐতিহাসিক পটভূমির অনিবার্যতা ও অপরিহার্যতা কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নাই। বৈদেশিক গবেষকগণের এতদ্বিষয়ক গবেষণা অনেক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই অলীক ও উদ্ভট বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে "হিজরী সনের ইতিকথা" গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে অধ্যাপক মহাশয় সনিষ্ঠ গবেষণালব্ধ দুর্লভ উদ্ধৃতি-সমূহ সংযোজিত করিয়া সপ্রসঙ্গ বিশদ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। ঐ সমুদয় উদ্ধৃতি-মন্তব্য-বক্তব্য পাঠে বিদগ্ধ পাঠক সাধারণ এহেন উক্তির যাথার্থ ও যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করিতে পারিবেন বলিয়াই বিশ্বাস করি। গ্রন্থের শেষে "এক নজরে হিজরী সনের ঘটনাবলী" শীর্ষক যে অধ্যায়টি যোগ করা হইয়াছে, তাহা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববহ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে।

মহানবী (সাঃ)-এর জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা-কালীন সময়ের অন্তর্ভেদী জীবনীটি এই গ্রন্থে কি প্রাণবন্ত করিয়াই না বর্ণিত হইয়াছে, দেখুন ঃ

"...মক্কাত্যাগী একটি ছোট কাফেলা এসে কোবা-পল্লীতে পৌঁছালো। মক্কা ছাড়ার পূর্ব্বে সুগভীর মমতায় প্রিয় জন্মভূমিকে লক্ষ্য করে হযরত (সাঃ) বললেন ঃ "মক্কা আমার প্রিয় জন্মভূমি, মক্কা। আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না। বাধ্য হইয়া তাই তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। বিদায়।"

আহা, এই বিষাদ-ঘন অথচ ঐশী-মিশন পরিচালনার নব পর্য্যায় সূচিত হইবার আনন্দময় মুহূর্তটিই তো ছিল হিজরী সনের বুনিয়াদ। এই হিজরত তথা দেশত্যাগ ছিল একটি মহাবিজয়েররই শুভ সূচনা। নতুন করিয়া দিন-মাস-বর্ষ গণনার ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর উপলক্ষ আর কি হইতে পারে।

এমনই এক যুগপৎ আনন্দ বিষাদের স্মারক হিজরী সনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হইয়া অধ্যাপক সুনির্মল কুমার দেব, স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম শক্তির সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার করিলেন, অত্যন্ত সম্প্রীতির সহিত আমি এই স্বীকারোক্তি দিতেছি। বস্তুতঃ আমাদের মাতৃভাষাতেই শুধু নয় চলমান বিশ্বের অন্যকোন ভাষায়ও এই বিষয়টির উপর এই রকম গবেষণার ফসল স্বরূপ কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, আমার জানা নাই।

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে আমি অধ্যাপক মহাশয়কে একটি বিশেষ সংশোধনীর প্রস্তাব দিলে তিনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণপূর্বক আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। সংশোধনীটি ছিল মহানবী (সাঃ)-এর নামের শেষে যে দরূদ বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক বাক্যটি পাঠ করিতে হয়, তাহা সচরাচর বাংলা ভাষায় "দঃ" সাংকেতিক বা সংক্ষেপ চিহ্ন দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। "দঃ" দরূদ শব্দেরই অপভ্রংশ এবং দরূদ বলিলে যে কোন দরূদ বুঝায়। অপর পক্ষে মহানবী (সাঃ)-এর নামের সহিত উচ্চারণ-যোগ্য নির্দিষ্ট দরূদটি হইতেছে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" কাজেই যে কোন দরূদ হইতে পারে এই রকম সাংকেতিক ব্যবহার না করিয়া সুনির্দিষ্ট দরূদটির সাংকেতিক চিহ্ন "সাঃ" ব্যবহার করা সুসঙ্গত ও উত্তম এবং সর্বত্র উত্তমটিই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

"হিজরী সনের ইতিকথা" গ্রন্থে কয়েকটি আরবীয় হিজরী চান্দ্র মাসের প্রচলিত নাম যেমন রবিউল আউয়াল, রবিউস্ সানী, জমাদি-উল আউয়াল, জমাদি উস্ সানী লেখা হইয়া থাকে এবং প্রচলিতও এইভাবে। ইহা ভ্রমাত্মক। এইগুলির শুদ্ধ এবং যথার্থ আরবী নাম হইতেছে ঃ ১। রবিউল আউয়াল, ২। রবিউল আখির, ৩। জুমাদাল উলা, ৪। জুমাদাল উখ্‌রা। মুদ্রণের পূর্বে এইগুলি সংশোধনের জন্য আমি অধ্যাপক মহাশয়কে অনুরোধ জানাইয়াছি। অবশ্য বিভিন্ন উদ্ধৃতির বানান হুবহু উল্লেখ করিতে গিয়া অধ্যাপক দেব-মানের আলোচ্য বানান শুদ্ধির প্রশ্নে নিরপেক্ষ না থাকিয়া উপায় নাই। তবে বানানগুলির সুষম প্রচলনের ব্যাপারে গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বনে তিনি যত্নবান, ইহা বলার অপেক্ষা করে না।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থের লেখক যে বিষয়টি লইয়া গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং এই কাজে দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী প্রত্যাসন্ন, নতুন শতাব্দীতে আমাদের জীবন কালের উত্তরণ-লগ্নে গ্রন্থ-প্রকাশের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে লেখকের বিদগ্ধ চিন্তা-ভাবনা ও খালেস এরাদার পরিচায়ক। নানা কারণেই মানব জাতির ইতিহাসে এবং জাগতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে প্রত্যাসন্ন

www.pathagar.com

সময়-কালটির উপর বিশ্বের মনীষীগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই সময়ে হিজরী সনের বিস্তারিত তথ্যপরিচিতি আমাদের সচেতন পাঠকবর্গের বহু অনুসন্ধিৎসার সঠিক উত্তর যোগাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। গবেষণা-সমৃদ্ধ এই তথ্যবহুল চমৎকার, সুখপাঠ্য ও অনন্য গ্রন্থটি জ্ঞানপিসাসু গবেষকগণের বিশেষ উপকারে আসিবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ
১৫/৫/৭৯
অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা
এবং
রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচী

এক	হিজরী সন বিচিন্তা	১৭
দুই	প্রেক্ষিত ঃ প্রাচীন আরবীয় সন	২৪
তিন	হিজরী সনের উৎস ও উৎপত্তি-কথা	২৯
চার	বিচিত চিন্তায় হিজরী সন	৩৯
পাঁচ	হিজরী সনের ইতিকথা	৪৫
ছয়	হিজরাব্দের মাসের ক্রমবিবর্তন	৫৬
সাত	হিজরী সালের মলমাস প্রসঙ্গ	৭২
আট	মুহাম্মাদীয় সালের দিনের পরিচিতি	৮০
নয়	আরবীয় সনে মুহর্‌রম মাসের তাৎপর্য	৮৬
দশ	বাংলাদেশে হিজরী সনের প্রচলন	৯৫
এগারো	এক নজরে হিজরী সনের ঘটনাবলী	১০৪
বারো	পরিশিষ্ট ঃ	১০৬
অ ঃ	বাংলা গ্রন্থ-পঞ্জী	১০৬
আ ঃ	বাংলা পত্র-পত্রিকা	১০৮
ই ঃ	ইংরেজী গ্রন্থ-পঞ্জী	১০৯

www.pathagar.com

প্রক ঃ হিজরী সন বিচিন্তা

ব্যষ্টি আর সমষ্টির প্রয়োজনে সময়ের ব্যবহার যে অবধারিত ও অনস্বীকার্য ছিল, তা আজ আর বলার অপেক্ষা করে না। সময়, কালের একটি পরিমাপক হিসেবে মানুষের কাছে কালেকালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে আমরা সময়কে মহাকালের গর্ভ থেকে এনে যেভাবে ব্যবহার করছি, তা কিন্তু চট্-জলদি করে সম্ভব হয়নি। তাতে পৌঁছাতে অনেক দিনের সাধনায় নানানভাবে, নানান আকারে ও প্রকারে নানাবিধ সমস্যা এড়িয়ে-ভিঙ্গিয়ে তবে একটা পদ্ধতিতে আসতে পারা গেছে। মানুষকে বিচিত্রতর ধারা ও প্রথায় নানা কারণে নানান রকমে সময়কে ব্যবহারের রীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত হতে হয়েছে প্রয়োজনের চাপে।

কালকে একটি নিয়মের ছকে ফেলে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বেঁধে শতাব্দী, যুগ, বর্ষ-সন-সাল রূপে ব্যবহারের কাহিনীর পর্যায়ক্রমেই বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক সময় পরিমাপক একটি রীতি সবাই মেনে নিতে পারছি। কালচক্রের অমোঘ নিয়মে সাড়ম্বরে অথবা সানুষ্ঠানে কিংবা নিভৃতে, অগোচরে বর্তমানে পালিত হচ্ছে বর্ষ বরণের নিয়ম বা রীতি। পুরাতন বছরের শেষ আর নতুন বছরের শুরুর ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে মানুষ মানুষের জন্যেই কামনা করে অনেক কিছু, জীবন জীবনের জন্যে খুঁজে শান্তি, পেতে চায় শাশ্বত হৃদ্যতা, কল্যাণী চেতনা আর দ্যোতনায় বিশ্বকে চায় আনন্দে ভরে দিতে।

বর্ষ গণনার এই রীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে নানান দেশের ইতিহাসভিত্তিক নানান কাহিনী। ইতিহাস এই বষ গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে অনাগত কালের বংশধরদের কাছে ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যে আবার ইতিহাসই রচনা করে চলে সবার অজান্তে ও নীরবে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিশেষ ঘটনাবলী একটি বিশেষ কালিক ভাবনায় জাতি, দেশ ও সমাজের মৌলিক জীবনাদর্শের স্বকীয়তার দ্যোতক হিসেবে নির্দিষ্ট কালিক পরিমাপে সীমিত। এহেন রীতিতেই আমরা বর্ষ-সন-সাল গণনা পদ্ধতিতে পাই সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র ও সাবন মানে গণনাকে কালের পরিমাপক হিসেবে। এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে,

www.pathagar.com

কালাতীত চেতনা, ভাবনা, দ্যোতনা, ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যে লালিত কালচক্রের ঘটনাপঞ্জিই দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কাল-পাত্রের হয়ে অব্দ, বর্ষ, সন, সাল হিসেবে সঠিক কাল গণনায় প্রবর্তিত, প্রচলিত ও গণিত হতে এক অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা মহাকালের গর্ভজাত এই মহাসত্যটুকুকে অনায়াসে ভাবতে পারি মনন ও সৃজনশীলতা দিয়ে। কেননা ঃ

> "ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণে ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি, মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক—সেই ঐক্য যতটা মাত্রায় আমি ঠিকমতো অনুভব করিব, ততটা মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ।"
>
> —সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৯।

হিজরী সন বা হিজরী সাল কিংবা হিজরাব্দ অথবা মুহাম্মাদীয় সন বা ইসলামী সন কিংবা আরবী বা আরবীয় সন হচ্ছে একম একটি ইতিহাস-আশ্রিত ঘটনা প্রধান বর্ষ গণনারীতি, যাকে ভিত্তি করে পৃথিবীর একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিজেদের ইতিহাসকে নবতর চেতনায় বিচার ও যাচাই করতে পেরেছে। বিষয়মুখীন তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে হিজরী সনের পটভূমি হিসেবে মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় গমনের ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখেই হিজরী সনের পরিচিতি সহজে বুঝে নিতে বেগ পেতে হয় না। কিংবদন্তী বা জল্পনা অথবা নিছক মনগড়া কাহিনী যে "হিজরী সনের ইতিকথা" গ্রন্থে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তা বলাই বাহুল্যমাত্র ঃ

> "আমাদের লেখকগণই এই সকল কিংবদন্তী ও গল্প-গুজব নকল করিয়া তফছিরের কেতাবগুলিকে ভরিয়া দিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল গল্পের মূল মূর্খ ও অজ্ঞ মরু-প্রান্তরবাসী ইহুদীগণের নিকট হইতে গৃহীত। অথচ, তাঁহারা যাহা নকল করিতেছেন, তাহার সত্যাসত্য তাঁহারা পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই।"
>
> —মোকাদ্দমা, এবনে খল্লেদুন।

www.pathagar.com

"লা তাছুব্বদ দাহরা"-কালকে অভিশাপ দিয়োনা। (হাদিস)
"মহাকালো জগৎ সংহার কারক"—মহাকাল জগৎকে সংহার করে। (মহানির্বানতন্ত্র, ৪/৩০) বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাবলীকে স্মারক হিসেবে মেনে নিয়ে, কিংবা ঐতিহ্যে পরিণত করতে অথবা সর্বজন-বিদিত কোন ঐতিহ্যানুগ ঘটনাকে আমাদের নৈমিত্তিক প্রয়োজনের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখার প্রবণতা সৃষ্টির প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনা বা ঘটনাবলীর পটভূমিকায় গড়ে উঠে একটি সূক্ষ্মমানবতাবাদী চেতনা এবং এ ধরনের মূল্যবোধ মানুষেরই কল্যাণের পথকে প্রশস্ত ও সুন্দর করে তোলার সহায়ক শক্তি হিসেবে যুগানুগ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পৃথিবীময় মানবতাবাদী এই সহৃদয় হৃদ্যতা থেকেই জাত হয়েছে ইতিহাস। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানুষ মানুষের কল্যাণ সাধনায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তা, কথা, কাজ ও বুদ্ধিকে দিয়েছে গুরুত্ব। আদর্শভিত্তিক প্রাণ-ময়তা ইতিহাসের পটভূমিতেই রচনা করেছে ঐতিহ্যানুগ ইতিহাস।

ইতিহাস দু'ভাগে বিভক্ত বলেই আমরা সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস ও রাজকীয় ঘটনাবলীর ইতিহাসকে জেনে নিতে পারি। রাজ্য, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি ঐতিহ্যানুগ শ্রদ্ধা থেকেই জন্ম নিয়েছে যে মূল্যবোধ, তা-ই আমাদেরে উজ্জীবিত করেছে ঐতিহাসিক তথ্যময় ও আদর্শগত ঘটিনাবলীর মাধ্যমে বর্তমানকে যাচাই, বাছাই ও বিচার করে সুন্দরতর কল্যাণ প্রয়াস গ্রহণে যত্নবান হতে।

হিজরী সালের উৎস ও উৎপত্তির ইতিহাসেও অনুরূপভাবে ইতিহাস-নির্ভর উপাদান অনায়াসলভ্য। তবে প্রামাণ্য তথ্যাবলীর আধিক্য না থাকায় কিছুটা বিভ্রান্তি প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করেছে বলে স্বভাবতই মৌলিকতার প্রশ্নে কিছুটা সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ থেকে যাওয়াটা অসম্ভব ছিল না বলেই মনে হতে পারে।

মূলতঃ, হিজরী সনের ইতিহাস-ভিত্তিক আলোচনার অভাবই আমাদের সন্দিগ্ধ ও সংশয়ায়িত করেছে। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঘটনাবলীর নিরিখেই বিশদভাবে আলোচনার অবতারণায়ই তাই হিজরী সনের ইতিকথা আশাকরি হিজরীসন, হিজরীসাল, হিজরাব্দ বা ইসলামী সন বা সাল সম্পর্কে

www.pathagar.com

সুধী ও বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে জিজ্ঞাসা ও অনন্যতার কৌলীন্যে।

ইসলামের ইতিহাস এবং ধর্মীয় চেতনা থেকে জাত যে শ্রদ্ধা আর মমত্ববোধ আমাদের যে মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে, ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ আমাদের কালিক ভাবনায় তার-ই ফলশ্রুতি হচ্ছে হিজরী সনের প্রচলন, প্রবর্তন, গণনা ও পদ্ধতির সুষম পালন, ব্যবহার, প্রচার ও প্রসার।

হিজরী সনের একটি বিরাট ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। আদর্শ, ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যগত কারণেই ইতিহাসের এই প্রেক্ষিত যথার্থই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। একটি সংগত ঘটনার ইতিহাস আশ্রিত উপাদানটুকুই হচ্ছে হিজরী সনের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে নবী করিমের (সঃ) যুক্তিনির্ভর দূরদর্শিতার ফলে ইসলামের জয় গানে মুখরিত হয়েছে ইয়াসরীব-মদীনা-তুন-নবী। অন্ধ, অজ্ঞ, অদূরদর্শী, পক্ষপাতদুষ্ট ও পৌত্তলিক আরবীয়দের কাছে মহানবী (সাঃ) ছিলেন একটি জিজ্ঞাসা—একটি ব্যতিক্রম—একজন অনন্য ও স্বমহিম দিশারী। তবুও পৌত্তলিকদের ইসলাম বিরোধী মনন ও মানসিকতা, বিদ্বেষ আর হিংসাময় জাতিগত পীড়ন আর অত্যাচারে যখন মক্কাবাসীদের কাছে তৌহিদবাদীরা অসহ্য লাগলো, শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপত্তা যখন সংশয়পূর্ণ হয়ে উঠলো, তখনই সাম্য ও মৈত্রীর পরম বন্ধু হযরত (সাঃ)-কে কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় চলে যেতে হলো। মক্কা থেকে মদীনায় গোপনে চলে যাওয়াটাই হলো ইসলামের ইতিহাস "হিজরত"। এই হিজরতকেই আমরা পাই হিজরী সন বা হিজরাব্দের পটভূমি হিসেবে।

হযরত (সাঃ)-এর হিজরতের সময় আরবে কোন সন প্রচলিত ছিল না। ছিল না বিজ্ঞানসম্মত কোন গণনারীতি। আঞ্চলিক কার্যাবলীকে স্মারক হিসেবে রেখে অঞ্চল বিশেষে নানান আকার ও প্রকারের গণনা-পদ্ধতি বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল মাত্র। ফলে আঞ্চলিক ঘটনা বা দল-মত-গোত্র প্রধান কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম বা মৃত্যু-পরবর্তী বর্ষ বা সন-সাল গণনা ও প্রচলনের কিছুটা বিক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

তথ্য পাওয়া গেলেও সেগুলো যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত ছিল কিংবা গৃহিত বা রহিত ছিল এমন কোন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়াও সুকঠিন। কারণ পারস্পরিক বিরোধিতা আর কলহ-প্রধান ঘটনা তৎকালীন আরবে কাল গণনার ইতিহাসে স্বার্থান্ধতার কালিক ভাবনায় ছিল দুষ্ট, অপরিশীলিত, ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক।

হযরত (সাঃ)-এর মদীনা অবস্থানকালে নজরানের খ্রীষ্টানদের সাথে তাঁর যে সন্ধি-পত্র লিপিবদ্ধ হয়, রসূলুল্লাহর নির্দেশক্রমেই সেই সন্ধিপত্রে হিজরতের পঞ্চম দিন হিসেবে নির্দিষ্ট দিন ও তারিখ চিহ্নিত হয়েছে বলে আরবী ঐতিহাসিক তাবারী মন্তব্য করেছেন। তাবারীর মতে, মদীনায় উপস্থিত হবার সাথে সাথেই হযরত (সাঃ) সেই দিন থেকে নতুন সন গণনার নির্দেশ জারি করেন। তখন ছিল রবিউল আউয়াল মাস। সুষম ও প্রথাগত যথার্থ সন গণনা তখন থেকেই শুরু না হলেও, সে দিন তার বীজ উপ্ত হয়েছিল, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

জাতির জীবন ও মানসের উন্নতির জন্য আলো জ্বেলে মুক্তির পথে মানুষকে নিয়ে আসতেই শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য ও সুন্দরের মহিমা প্রচারে সামাজিক নির্যাতন, কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছেন; তবু ত্যাগ, সংযম আর অবিচল নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি মানুষকে মুক্তির জন্যে তৌহিদ বাদে উদ্বুদ্ধ করে শান্তির ধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এহেন ঘটনাবলীর অনিবার্যতায়ই তাঁকে মক্কা ছেড়ে মদীনার চলে গিয়ে দ্বীন ইসলামের মহিমা প্রচারে যত্নবান হতে হতে হয়েছিল। মক্কা ছেড়ে মদীনায় এই চলে যাওয়া—এই হিজরতকে—এই হিজরতের কালকে স্মরণীয় করে রাখার ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা-বোধেই প্রচলিত হয়েছে হিজরী সন বা ইসলামী সন অথবা হিজরাব্দ কিংবা হিজরী সাল।

হিজরী সনের ইতিহাসানুগ প্রেক্ষিত বা পটভূমি এইটুকু হলেও এখানেই তার শেষ নয়। বরং খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফার গঠনশীল ঐক্যমত আর সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতাও এ ব্যাপারে স্মর্তব্য। গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তকেই আমরা দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে মেনে আসছি, যদিও আনুষংগিক ঐতিহাসিক উপাদানের

www.pathagar.com

পরিচিতি খুব একটা নেই, বরং সর্বৈবসীমিত এবং কিংবদন্তীমূলক প্রচারণা-দোষে বিভ্রান্তিকর।

হযরত (সাঃ)-এর হিজরতের সময়ের মাসটি ছিল রবিউল আউয়াল। দিনটা ছিল সোমবার, মাসের দিন সংখ্যা ছিল ১২। খ্রীষ্টাব্দ ছিল ৬২২ এবং দিন-মাস ছিল সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর। কোন আরবীয় সনের উল্লেখ না থাকলেও ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে জেনে ও বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, হিজরী সনের আগেও হিজরী সনের মাসগুলো আরবে প্রচলিত ছিল।

ইতিহাসবিদ তাবারীর উল্লেখ ছাড়া অর্থাৎ সন্ধিপত্রে প্রণীত হিজরতের পঞ্চম দিন ও হিজরতের দিন থেকে নতুন সন গণনার নির্দেশ ও ইব্নে হিশাম, ইবনে সাদ, ইব্নে ইসহাক প্রমুখ প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তাদের বক্তব্য ছাড়া আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য, লিখন, মুদ্রা, ফরমান ইত্যাদির মাধ্যমে হিজরী সনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস শুধু হিজরতের দিন ও তারিখ সম্পর্কে আমাদের বলে দিচ্ছে ঃ

হিজরতের কাল ঃ
সোমবার
১২ই রবিউল আউয়াল,
মোতাবেক
২৪শে সেপ্টেম্বর,
৬২২ খ্রীষ্টাব্দ।

অবশ্য এই তারিখ নির্ণয়ে মতান্তর রয়েছে। তবে তথ্যবহুল বিধায় এই তারিখই হিজরতের কালের সহায়ক ও সমীচীন বলে মেনে নিতে হয়।

হিজরী সন সম্পর্কে এরপর ইতিহাস নীরব। দীর্ঘ ১৭/১৮ বছর পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস হিজরী সন সম্বন্ধে চুপ। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের ৪র্থ বছরের ১০ই জমাদিউল আউয়াল তারিখ বোবা অতীত আবার মুখর হয়ে উঠলো। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিজরী সন প্রবর্তন ও প্রচলনের সিদ্ধান্ত ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন ঘটালো। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ), তৃতীয়

www.pathagar.com

খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর বাস্তবানুগ, ঐতিহ্যময়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে সুষম, আদর্শগত ও সামাজিক কর্ম ও আদর্শভিত্তিতে দেওয়া প্রস্তাবগুলোরও চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পর যথাবিধি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হিজরীসন প্রবর্তনের পূর্বে আরবে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত সনগুলো ছিল সৌরাব্দ বা সৌরবর্ষ। সৌর মানে গণিত সে-সব সন বা সালের মাসগুলো। কোন কোন বর্ষ ১২ মাসে, কোন সন ১০ মাসে; কোন সাল আবার মলমাসসহ ১৩ মাসেও গণনা করা হতো। আরবে প্রচলিত এই সৌরসনগুলোকে তখন আরবী ভাষায় 'শামছি' বলা হতো। এই সৌরমানে গণিত সনের আদলে সৌরমানের মাসগুলোকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সম্পূরক মাস হিসেবে ব্যবহারের জন্য চান্দ্রমানে পরিবর্তিত করা হয়। চান্দ্রমানে গণিত চান্দ্রবর্ষকে আরবীতে 'কমরী' বলা হতো। হিজরী হচ্ছে এই পদ্ধতিতে রূপান্তরিত একটি কমরীসন বা চান্দ্রবর্ষ। অবশ্য বর্তমানে শামছি এবং কমরী এই উভয় ধরনের হিজরী সনই প্রচলিত ও গণিত হচ্ছে।

"হিজরী সনের ইতিকথা" বিচারে তাই, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য তথ্যাদি নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং হয়েছে। সমকালীন নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ একটি স্বত্বাকে মানবতাবাদী চেতনায় ইতিহাস ও তথ্যাবলীর ভীড় থেকে সযত্নে বেছে-বেছেই হিজরী সনের ইতিকথার পটভূমিসহ ইতিহাস-নির্ভর আলোচনাই করা হয়েছে। সুধী ও সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে সম্ভবতঃ হিজরী সালের জন্মকথা বিষয়ক এহেন সযত্ন-প্রয়াস, অন্ততঃ কিছুটা উপকারে আসবে।

হিজরী কমরী ছাড়াও পৃথক দুটো হিজরী শামছি সনের উল্লেখও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। এই শামছি দুটোর একটি ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ইরানে প্রচলিত এবং অন্যটি প্রচলিত রয়েছে আহমদী জামাতের মধ্যে মক্কায়। প্রথমটির প্রচলন দেখা যায় ইরানে প্রচলিত এখবার-ই-দাখেল পত্রিকায়। ১৫৮৭৫ সংখ্যক এই পত্রিকার প্রকাশকাল হিসেবে পাই ঃ

www.pathagar.com

১৩৫৮,
২০ খুর্দাদ,
এক শুম্বা।

এক শুম্বা বলতে আমরা পারসিক সন গণনা অনুসারে পাই "রোববার"কে, যেমন করে পাই ২০ লে খুর্দাদ বলতে পারসিক মাস তালিকার তৃতীয় সংখ্যক মাস খুর্দাদকে, অর্থাৎ পারসিক খুর্দাদ মাসের ২০ তারিখকে। তাহলে মেনে নিতে হয় যে, ইরানে সৌরমানে যে হিজরী সন গণিত হচ্ছে, তাতে পারসিক সন নওরোজের মাস ও দিনের নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এবার, আহমদী জামাতর হিজরী শামছি সম্পর্কে উল্লেখ্য বক্তব্যটি হলো ঃ "অনেকে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সৌর হিসাবে গণনা করে একটি শামসী সনের প্রবর্তন করার চেষ্টা চালিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা সম্প্রদায় প্রধানের নির্দেশে ১৯৩৯ সালে চালু করা করা হয়।"

—দীপাবলী, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পৃঃ ২৯।

ইসমাইলিয়াদের শামছির চেয়ে আহমদী জামাতের হিজরীর সাথে হিজরী কমরীর নানান ব্যতিক্রম সত্ত্বেও অন্ততঃ মাসের নামের সাথে বেশ কিছু মিলও লক্ষণীয়। যেমন, হিজরতের ১৭/১৮ বছর পর প্রবর্তিত হয়েছে হিজরী কমরী সন, হিজরী শামছি সনের শুরু সুদীর্ঘ ১৩১৮/৯১৯ বছর পর। হিজরী কমরীর প্রবর্তক হিসেবে আমরা পাই দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) বিন্ আল-খত্তাবকে, অথচ, হিজরী শামছি সনের প্রবর্তক হলেন আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফা। হিজরী কমরী এবং হিজরী শামছি সনের মাসগুলোর নাম অভিন্ন না হলেও এগুলোর ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি ঘটনাবলী নানান ভাবে জড়িত রয়েছে।

www.pathagar.com

দুই ঃ প্রেক্ষিত ঃ প্রাচীন আরবীয় সন

প্রাচীন আরবীয় সন হিসেবে আঞ্চলিক ঘটনা অথবা কেন্দ্রভিত্তিক কিছু সনের নাম পাওয়া গেলেও এ-ব্যাপারে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। কেননা, এ-গুলো কিছুদিন পরই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং এই কারণেই এগুলি নিয়ে তেমন কোন তথ্য মিলে না। এসব সনের মধ্যে নূহের প্লাবনভিত্তিক সন, হস্তীবাহিনী কর্তৃক কা'বা আক্রমণের ঘটনাভিত্তিক সন হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মকালীন হবুতি সন, আমল ফজ্জারী ইত্যাদি রয়েছে। হিজরীর পূর্বেই আরব-দেশে 'আমুল ফীল' বা হস্তীসন নামে একটি নতুন সনের প্রবর্তন হয়ে-ছিল। হযরত (সাঃ)-এর জন্মের ৫০ দিন আগে আব্‌রাহার হস্তী বাহিনীর পতন ঘটে এবং এ থেকেই হস্তীসন প্রবর্তন ও প্রচলনের অভিযাত্রা।

পবিত্র কুরআ'ন শরীফেও কাহিনীটির বর্ণনা রয়েছে এভাবে ঃ

"তোমরা কি দেখোনি তোমাদের প্রভু সেই হস্তীর অনুচরগণের সংগে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? তিনি কি ব্যর্থ করে দেননি ষড়যন্ত্রটুকু? এবং তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন তাদের উপর। তারা তাদের উপর কাঁকর বা ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করেছিল। অতপর তিনি তাদেরে ভুক্ততৃণের মত করে দিয়েছিলেন।"

সূরা ফীল্—১০৫, পারা ৩০।

ওয়াকিয়াতুল ফীল্ বলতেই হাতী সংক্রান্ত ঘটনা বুঝিয়ে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মগ্রহণ করার মাত্র পঞ্চাশ দিন আগে সানায়ের অধিপতি আবরাহা তার নিজস্ব হস্তীসেনাসহ পবিত্র কা'বা শরীফ ভেংগে ফেলার উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণ করে। সর্বশক্তি মানের অপার কৃপায় আবরাহার এই হস্তীবাহিনী সমূলে বিনষ্ট হয়। পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় বহু পাখী সিজ্জিল বা ছোট ছোট পাথর দিয়ে আবরাহার সমস্ত অহংকারকে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। এই ঘটনাই পরে ইতিহাসে ওয়াকিয়াতুল-ফীল্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইসলামের ইতিহাসেও ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঃ "আবদুল মুত্তালিব যখন হিজাজে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন,

www.pathagar.com

তখন ইয়েমেনের খ্রীষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা (৫৭০ খ্রীঃ) প্রায় ষাট হাজার সৈন্য ও বারোটি হস্তী লইয়া মক্কার কা'বা গৃহ ধ্বংস করিবার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু যুদ্ধে আবরাহার সৈন্যগণ আরববাসীদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। ইহার পূর্বে আরববাসীরা আর হস্তী দেখে নাই কখনও তাই আবরাহার মক্কা অভিযানকে স্মরণ রাখিবার জন্য তাহারা ঐ বৎসরকে 'আওমূল ফীল' বা 'হস্তী বৎসর' বলিয়া থাকে।"

এ ছাড়া হবুতি সনেরও অস্তিত্ব উড়িয়ে দেয়া যায় না। হযরত আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের বছর থেকেই হবুতি সনের শুরু। এই সনের মাধ্যমেই নবীদের আয়ু জন্মকাল নির্ণীত হয়ে থাকে। ইবনে খল্লেদুন এই আলোচনায় সম্পৃক্ত।

হস্তীসন ও হবুতিসন ছাড়াও প্রাচীন আরবে কবি বিন্ লুরাইর মৃত্যু তারিখ থেকে একটি সন গণনা কিছুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 'আমল ফজজারী' নামেও একটি সনের উল্লেখ আরবের প্রাচীন ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। জাতি-গোত্র ও বর্ণভিত্তিক এসব সনের কোন বিশদ কিছুই জানা যায়নি। তবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী সনটির অস্তিত্ব বিপন্নই শুধু নয়, বিনষ্ট করেও পরবর্তী কালে প্রচলিত ও প্রবর্তিত সনটি তৎপরবর্তী সনের দাপটে লোপ পেয়েছে অথবা লোপ পাবার পূর্ব পর্যন্ত গণিত হয়েছে।

হিজরী সনের প্রবর্তন ও প্রচলনের পূর্বে মহানবীর জন্মকাল থেকে জন্মবর্ষ, জন্মসন বা জন্মসাল, নবুওয়াতের পরবর্তীকাল থেকে নবুওয়াত বর্ষ ইত্যাদি গণনার রেওয়াজও ছিল। যেমন, "২৭শে রজব, ৫০ জন্মবর্ষ, দশম নবুওয়াত বর্ষ, সোমবার দিবাগত রাত্রে আল্লার দরবার হইতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ফরমান জারি এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। (শবেমেরাজ, মহানবী স্মরণিকা—'৯৮ হিজরী ৩০)।"

মূলতঃ, প্রাক-ইসলাম যুগে ব্যাপকভিত্তিক কোন সন বা সাল ছিল না। বরং গোত্র-প্রাধান্য বা আঞ্চলিকতা-দোষে পুষ্ট কিছু সন-সাল কিছু সংখ্যক লোকের কাছে কিছু দিনের জন্য প্রচলিত ছিল বলে বিশ্বাস করা যায়।

www.pathagar.com

এবার ইতিহাসকে নিরপেক্ষতার সাথে যাচাই, বিচার ও বাছাই করতে উল্লেখিত প্রক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত, ও অস্থায়ী প্রাচীন আরবীয় সনগুলো সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য-নির্ভর উদ্ধৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য বলে বিবেচনা করি ঃ

1. Mohammed was born on the 12th of Rabi. I. in the year of the Elephant, a little more than fifty days after the destruction of the Abyssinian army, or the 29th of August 570.

—The Spirit of Islam ; Syed Ameer Ali ; p.8

2. It was in his time Hijaj was invaded by a large Abyssinian army under the command of Abraha, and as this chief on his march towards Mecca rode an elephant, an animal the Arabs had never seen, the year is which the invasion took place (A.C. 570) is called in Arab traditions the "Year of the Elephant." The invading force was destroyed, partly by an epidemic and partly by a terrible storm of rain and hail that swept over the velly where the Abyssinians were encamped.

— History of Saracens ; Ameer Ali Syed ; p. 7.

3. Muhammed was born in the year of the Elephant, the year of Abrahah's unsuccessful expedition against Mecca.

— Muhammed At Mecca ; W. M. Watt ; p. 33.

4. The incident is said to have taken place in the year of the birth of the Prophet (570 or 571), which year has been dubbed 'am al-fil, the year of the elephant, after the elephant which accompanied Abrahah on his north-ward march and which greatly impressed the Arabians of Hijaj where elephants has never been seen. The Abyssinian army was destroyed by small-pox, "the small pebbles" (Sijjil) of the Koran. *

*(105 : 1-3, see al-Tabari, Tafsir Al-Qur'an (Balag, 1329) Vol. XXX, p. 193 ; Ibn Hisham, Sirah, p. 36).

— History of the Arabs ; Philip K. Hitti ; p. 64.

www.pathagar.com

১৩৫৮,
২০ খর্দাদ,
এক শুম্বা।

এক শুম্বা বলতে আমরা পারসিক সন গণনা অনুসারে পাই "রোববার"কে, যেমন করে পাই ২০ লে খুর্দাদ বলতে পারসিক মাস তালিকার তৃতীয় সংখ্যক মাস খুর্দাদকে, অর্থাৎ পারসিক খুর্দাদ মাসের ২০ তারিখকে। তাহলে মেনে নিতে হয় যে, ইরানে সৌরমানে যে হিজরী সন গণিত হচ্ছে, তাতে পারসিক সন নওরোজের মাস ও দিনের নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এবার, আহমদী জামাতর হিজরী শামছি সম্পর্কে উল্লেখ্য বক্তব্যটি হলো ঃ "অনেকে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সৌর হিসাবে গণনা করে একটি শামসী সনের প্রবর্তন করার চেষ্টা চালিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা সম্প্রদায় প্রধানের নির্দেশে ১৯৩৯ সালে চালু করা করা হয়।"

—দীপাবলী, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পৃঃ ২৯।

ইসমাইলিয়াদের শামছির চেয়ে আহমদী জামাতের হিজরীর সাথে হিজরী কমরীর নানান ব্যতিক্রম সত্ত্বেও অন্ততঃ মাসের নামের সাথে বেশ কিছু মিলও লক্ষণীয়। যেমন, হিজরতের ১৭/১৮ বছর পর প্রবর্তিত হয়েছে হিজরী কমরী সন, হিজরী শামছি সনের শুরু সুদীর্ঘ ১৩১৮/৯১৯ বছর পর। হিজরী কমরীর প্রবর্তক হিসেবে আমরা পাই দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) বিন্ আল-খত্তাবকে, অথচ, হিজরী শামছি সনের প্রবর্তক হলেন আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফা। হিজরী কমরী এবং হিজরী শামছি সনের মাসগুলোর নাম অভিন্ন না হলেও এগুলোর ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি ঘটনাবলী নানান ভাবে জড়িত রয়েছে।

www.pathagar.com

তিন ঃ হিজরী সনের উৎস ও উৎপত্তি-কথা

হিজরী সনের উৎস ও উৎপত্তির ইতিহাসে আমরা নানান জনের নানা মত দেখতে পাই। মহানবী (সাঃ) হিজরত করেছেন মক্কা থেকে মদীনায় এবং হিজরতের পটভূমিকায়ই হিজরী গণনা করা হচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আজ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ)-এর হিজরতের সঠিক তারিখ উল্লেখের দায় এড়িয়ে বলতে, লিখতে বা বর্ণনা করতে দেখা যায় যে, "হিজরতের ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতেই হিজরী সনের প্রবর্তন হইয়াছে।" এবং ইত্যাকার বক্তব্য।

কে, কবে, কেন, কোথায় হিজরী সন গণনা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুধাবন করেছেন, আমরা তার সঠিক, তথ্যবহুল ও যথার্থ কোন ইতিহাসই জানিনা। আর এই না-জানাটুকু জানবার বা জানাবার চেষ্টামাত্র না করেই দায়-সারা-গোছের একটা কিছু করে বলে থাকি।

এই অধ্যায়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মহানবী (সাঃ)-এর হিজরতের দিন এবং হিজরী সন বা সাল গণনার দিন ও তারিখসহ মাস ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বক্তব্যকে সনিষ্ঠ চেতনায় আলোচনা করা হয়েছে। বক্তব্যগুলোকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার, যাচাই, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সর্ববাদীসম্মত যুক্তি ও তথ্যনির্ভর সঠিক তারিখ নির্ণয়ের সমীচীনতার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। আশা করি, বিদগ্ধ পাঠক-সমাজ এই প্রয়াসকে যথারীতি বিচার ও যাচাই করতে যত্নবান হবেন।

আলোচনার সুবিধে হবে বলেই প্রচলিত নানান বক্তব্যের মাত্র ছয়টিকে বেছে নেয়া হয়েছে। মূলতঃ এই বক্তব্যগুলোকেই ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে, অলংকার-অহংকারে নানান জনে নানানভাবে বলে ও ব্যবহার করে আসছেন। এসব বক্তব্য থেকে সহজেই আমাদের জিজ্ঞাসা জাগে ঃ

অ। মহানবী (সাঃ) কবে মদীনায় হিজরত করেছেন ?

আ। মদীনায় হিজরতের তারিখটি কত ছিল ?

www.pathagar.com

ই। হিজরতের দিনটি কি বার ছিল ?

ঈ। হিজরতের তারিখটি খ্রীষ্টীয় কোন মাসের, কত তারিখ ও কি বার ছিল ?

এবার আমরা বক্ষ্যমান উদ্ধৃতিগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা শুরু করছি ঃ

ক ঃ মহানবী ২০শে সেপ্টেম্বর বা ৮ই রবিউল আউয়াল মদীনার নিকটবর্তী কুবা নামক স্থানে উপনীত হন।

—তওফিকাতে এলহামিয়া, মিশর সংস্করণ।

খ ঃ ১ ঃ হিজরত ঃ ২রা ছফর ৫৩ জন্মবর্ষ ১৩ই নবুওয়াত বর্ষ, মক্কা হইতে গারে-ছওর পর্যন্ত হযরত আবুবকর ছিদ্দীকের সংগে।

২ ঃ গারে-ছওর হইতে মদীনার দিকে ঃ ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীঃ ১৩ নবুওয়াত বর্ষ ৫৩ বছর বয়সে স্থলপথে যাত্রা করেন আর কোরেশগণ তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকে।

৩ ঃ কোবাতে অবস্থান ঃ ৮ই রবিউল আউয়াল নবুওয়াতের ত্রয়োদশ ও ৫৩ জন্মবর্ষ মোতাবেক ২২শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীঃ বনু ছালেমের মসজিদে জুম্মা আদায় করেন এবং সোমবার মছজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

৪ ঃ মদীনায় আগমন ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল প্রথম হিজরী শুক্রবার বিপুল সম্বর্ধনা।

—মহানবী স্মরণিকা '৯৮ হিজরী/৩০।

গ ঃ আর রসুলুল্লার হিজরতের দিন ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার, মোতাবেক ২০শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ।

—বাংলা সনের জন্মকথা, মুহম্মদ আবু তালিব।

ঘ ঃ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ সোমবার।

—বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা।

www.pathagar.com

ঙ : They arrived safely in Quba on the edge of Medinan oasis on the 12th. Rabi I (=24 September 622).

—Muhammad At Macca ; W. Montgomery Watt ; p. 151.

চ : He entered the city on the morning of friday, the 16th. of Rabi. I..... ..

—The Spirit of Islam ; S. A. Ali ; p. 49.

তিনটি পৃথক ছকের মাধ্যমে এবার আমরা আলোচনার বিষয়-বস্তুকে সহজতর করে বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। এই ছকগুলোকে ক্রম অনুসারে আমরা যথাক্রমে প্রথম ছক, দ্বিতীয় ছক এবং তৃতীয় ছক হিসেবেই মেনে নেবো। উদ্ধৃতিগুলোর দিন-তারিখ অনুসারে মহানবী (সাঃ)-এর হিজরতের কাল হিসেবে আমরা (উদ্ধৃতির ক্রমানুযায়ী) দেখতে পাই ঃ

ক	ঃ ২০শে সেপ্টেম্বর,		৮ই রবিউল আউয়াল		×
খ-৩	ঃ ২২শে	,,	৮ই	,,	×
খ-৪	ঃ		১২ই	,,	শুক্রবার
গ	ঃ ২০শে	,,	১২ই	,,	সোমবার
ঘ	ঃ		৮ই	,,	সোমবার
ঙ	ঃ ২৪শে	,,	১২ই	,,	×
চ	ঃ		১৬ই	,,	শুক্রবার

৬২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসের কোন তারিখ যে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার, এ নিয়ে স্বভাবতই বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যাচ্ছে উপরের দিন-তারিখের প্রথম ছক দেখে। অথচ মহানবী (সাঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার মদীনায় হিজরত করেছেন বলে প্রায় সবাই-ই একমত এবং এটাই সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা ও বিশ্বাস। উপরের এই প্রথম ছকটিতে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে স্বনামখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিকেরা ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ,

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক এবং তাবারী প্রমুখের বক্তব্যের জের ও সূত্র উল্লেখ করেছেন। অথচ, উদ্ধৃতির বিভিন্নতায়, বিশেষ করে, হিজরতের দিন-তারিখের উল্লেখে নানামত ও মত-পার্থক্য থাকায় অসুবিধে হয়ে পড়ায় কিছুটা বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়।

সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এবার আমাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছকের দিকে খুব ভাল করে চোখ রাখতে হবে। দ্বিতীয় ছকে আমরা পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যের "খ-২" অনুসারে দিন-তারিখ এবং মাসের নাম সাজাবো। তৃতীয় ছকটি সাজাতে হচ্ছে তারিখের বিভিন্নতার দরুন "চ" বক্তব্য অনুযায়ী। দ্বিতীয় ছক তৈরী হয়েছে "খ-২"-এর বক্তব্য "১লা রবিউল আউয়াল, সোমবার মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীঃ" অবলম্বনে। এতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ঃ

যেহেতু,	১লা	রবিউল আউয়াল,	সোমবার,	১৬	সেপ্টেম্বর,	৬২২ খ্রীঃ
সুতরাং,	২রা	"	মংগলবার,	১৭	"	"
অতএব,	৩রা	"	বুধবার,	১৮	"	"
এ-ভাবেই,	৪ঠা	"	বৃহস্পতিবার,	১৯	"	"
	৫ই	"	শুক্রবার,	২০	"	"
	৬ই	"	শনিবার,	২১	"	"
	৭ই	"	রবিবার,	২২	"	"
	৮ই	"	সোমবার,	২৩	"	"
	৯ই	"	মংগলবার,	২৪	"	"
	১০ই	"	বুধবার,	২৫	"	"
	১১ই	"	বৃহস্পতিবার,	২৬	"	"
	১২ই	"	শুক্রবার,	২৭	"	"
	১৩ই	"	শনিবার,	২৮	"	"
	১৪ই	"	রবিবার,	২৯	"	"
	১৫ই	"	সোমবার,	৩০	"	"
	১৬ই	"	মংগলবার,	৩১	অক্টোবর,	৬২২ খ্রীঃ

www.pathagar.com

এবার তৃতীয় ছকটি তৈরী হলো "চ"-এর দিন-তারিখ অনুসরণে ও বক্তব্য অবলম্বনে ঃ

যেহেতু,	১৬ই রবিউল আউয়াল,	শুক্রবার,
সেহেতু,	১৫ই ,,	বৃহস্পতিবার,
	১৪ই ,,	বুধবার,
	১৩ই ,,	মংগলবার,
	১২ই ,,	সোমবার,
	১১ই ,,	রবিবার,
	১০ই ,,	শনিবার,
	৯ই ,,	শুক্রবার,
	৮ই ,,	বৃহস্পতিবার,
	৭ই ,,	বুধবার,
	৬ই ,,	মংগলবার,
	৫ই ,,	সোমবার।

তিনটি ছক থেকে দেখি যে ১ম ছকের সাথে ২য় এবং ৩য় ছকে ভিন্নতর দিন-তারিখ রয়েছে। যেমন, ১ম ছকের 'গ' এর ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার ২য় ছকে হয়েছে শুক্রবার এবং ৩য় ছকে দাঁড়িয়েছে সোমবারে। অথচ, এমনটি হবার কথা নয়।

আলোচনার সহায়ক বিধায় তিনটি ছকের ভিন্নতর দিন-তারিখ এবং মাসের নামের বিভিন্নতা দেখাতে সহৃদয় ও কৌতূহলী পাঠকদেরে অনুগ্রহ করে ৮/৩=৮ই রবিউল আউয়াল এবং ২০/৯=২০শে সেপ্টেম্বর ইত্যাদি বুঝে ও ধরে নিতে অনুরোধ করছি। কেননা, তুলনামূলকভাবে তিনটি ছকের মাধ্যমেই এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সতর্কতার সাথে বিচার্য ঃ

প্রথম ছক		দ্বিতীয় ছক	তৃতীয় ছক
৮/৩=২০/৯	×	৮/৩=২৩/৯ সোমবার	৮/৩, বৃহস্পতিবার
১২/৩=২০/৯ সোমবার		১২/৩=২৭/৯ শুক্রবার	১২/৩, সোমবার
৮/৩=২২/৯	×	৮/৩=২৩/৯ সোমবার	৮/৩, বৃহস্পতিবার

www.pathagar.com

আবার, ঈসায়ী সনের মাস এবং দিনের সাথে তারিখটিও ভিন্নতর হয়ে পড়ে ঃ

২০/৯=১২/৩ সোমবার		২০/৯=৫/৩ শুক্রবার	৫/৩, সোমবার
২৪/৯=১২/৩	×	২৪/৯=৯/৩ মংগলবার	৯/৩, শুক্রবার
২২/৯= ৮/৩	×	২২/৯=৭/৩ রবিবার	৭/৩, বুধবার
		১৬/৩=মংগলবার	১৬/৩, শুক্রবার

অতঃপরঃ, ছক তিনটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যে ১২ই রবিউল আউয়াল চাইছি, তা' ১২/৩ হলেও ২০শে বা ২২শে কিংবা ২৪ শে সেপ্টেম্বর হচ্ছে,—শুক্রবার, রবিবার, মংগলবার—হচ্ছে ৫ই, ৭ই, ৯ই রবিউল আউয়াল ইত্যাদি। জট পাকিয়ে যাচ্ছে ঈপ্সিত তারিখ ও দিনের যথার্থতায়। একটা সর্বসম্মত ও যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর নয় ২০শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটির পক্ষে, অন্ততঃ এটুকুই আপাততঃ মেনে নিতে হয় বৈকি।

অবশ্য তিনটি ছকের, বিশেষ করে প্রথম ছকের কমপক্ষে চারটি উদ্ধৃতি বা মতামত কিংবা বক্তব্য অবলম্বনে ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীস্টাব্দকে হিজরতের দিন নির্ধারণের সমীচীনতায় যথার্থ, সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, "ক" অনুসরণে ঃ

২০শে সেপ্টেম্বর, ৮ই রবিউল আউয়াল,

+৪ + ৪

+২৪ শে .. .২ই .. ..

দ্বিতীয়তঃ, "গ" অনুসরণে ঃ

২০শে সেপ্টেম্বর, ১২ই রবিউল আউয়াল,

+৪ +৪

২৪শে " ১৬ই .. ..

তৃতীয়তঃ, "ঙ" অনুসরণে ঃ

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১২ই রবিউল আউয়াল,

www.pathagar.com

চতুর্থতঃ, "চ" অনুসরণে ঃ

১৬ই রবিউল আউয়াল, শুক্রবার
—৪ —৪ দিন পিছিয়ে
১২ই ,, ,, সোমবার।

অতঃপর আমরা হিজরতের দিন, তারিখ এবং মাসের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি যে, ১২/৩=২৪/৯=সোমবার-ই হলো সঠিক, যথার্থ ও যুক্তিপূর্ণ দিন-তারিখ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দিনটিকে সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য ডব্লিউ. এম. ওয়াটের 'হোয়্যার দ্য ডিজএগ্রিমেণ্ট বিটুইন্ দ্য মুসলিম এণ্ড খ্রীশ্চিয়ান মাস্থস্ ওয়াজ স্লাইট্, ইট্ হ্যাজ্ বীন নেগ্লেক্টেড্'—উক্তিটি স্মর্তব্য। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের গুরুত্বপূর্ণ মতামতসহ এই তারিখকে হিজরতের দিন সাব্যস্ত এবং নির্দিষ্ট করার পক্ষে সমীচীনতা রয়েছে যথেষ্ট ও যথার্থ। ওয়াট বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ইব্নে হিশামের কিতাব সিরাত রসূলুল্লাহ গ্রন্থের ৩২৫-৩৩৩ পৃষ্ঠা অবলম্বনে যেভাবে হিজরতের দিনটির যাথার্থ্য ও সমীচীনতার প্রশ্নে সপ্রশংস ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনি, হিজরী সন গণনার তারিখ হিসেবে ১৬ই জুলাই, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার, ১লা মুহররম তারিখের পক্ষে তাবারীর তারিখ অর রসুল্লালমুলুক গ্রন্থের ১২০৭-১২৩২ এবং ইবনে হিশামের উক্ত গ্রন্থের ২৮৬-৩২৫ পৃষ্ঠাকেই মূলতঃ সূত্র হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনাকে তাৎপর্যবহ করার প্রয়াসটুকু পেয়েছেন।

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন বক্তব্যকে সূত্র হিসেবেই ব্যবহার করে তিনটি ছকের মাধ্যমে নিরপেক্ষতার সাথেই আমরা পাঠক-সাধারণের সামনে আমাদের বক্তব্যকে তুলে ধরেছি। নানান ধরনের ধারণা যাতে হিজরতের দিন এবং তারিখের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগে হিজরী সন-বিষয়ক আলোচনাকে ব্যাহত না করতে পারে, এই কল্যাণীপ্রয়াস নিয়েই এতটুকু চুল-চেরা বিশ্লেষণের অবতারণা করতে হয়েছে। আশা করি, সুবিজ্ঞ ও সুশীল পাঠকসমাজ এহেন তথ্য-বহুল, অর্থবহ, যুক্তিনির্ভর ও সুষম বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এবং এই আলোচনাজাত সফলতাকে সার্থকতর ভাবে বিচার ও যাচাই করবেন। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, হিজরতের এই দিন-তারিখ নির্ণয়নের

www.pathagar.com

ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সতর্ক হয়েই সূত্রাদিকে যথার্থভাবেই মূল্যায়িত করার সাধিক উদ্যোগ নিয়েছি।

বলা বাহুল্য যে, মহানবী (সাঃ)-এর হিজরতের দিন, বার ও তারিখ নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিকবৃন্দ এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তবে, "২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২, ১২ই রবিউল আউয়ালকে" হিজরতের তারিখ হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি অনেকেই। প্রয়োজনীয় বিধায়ই এই আলোচনার স্বপক্ষে বক্তব্যের সত্যতা যাচাইসহ যাথার্থটুকু সম্পর্কে অবহিত করণের তাগিদেই তথ্যাদির আলোকে কয়েকটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো।

1. Two years after the miraculous journey a deputation of about seventy five men invited Muhammad to make Medina his home. In that city of the jews, who were looking forward to a Messiah, had evidently prepared their heathen compatriots for such a claiment. Muhammad allowed two hundred followers to elude the vigilance of the Quraysh and slip quietly into Medina his mother's native city ; he himself followed and arrived there on september 24, 622. Such was famous Hegira – not entire by a "flight", but a scheme of migration carefully considered for some two years. Seventeen years later the Caliph Umar designated that lunar year (beginning July 16) in which the hegira took place as the official starting-point of the Muslim era.

– The Arabs ; Philip K. Hitti ; p. 26.

2. In groups, some 200 men, including those that had come back from Abyssinia, thus proceeded to Yathrib, on the 24th of September, 622, Mohammed, who was the last to leave Mekka with his people, met his followers at Quba, to lead the entry into Yathrib. This is the celebrated Hegira from which dates the Muslim era. It is a turning-point in the life and work of the Prophet—the great turning-point in the history of Islam.

– The Arab Civilization ; Joseph Hell ; p. 22.

www.pathagar.com

3. Most of the Muslims in Mecca then began to migrate to Medina in small groups, Muhammad himself comming last with Abu-Bakar and reaching the south of the Oasis of Medina on 24 September. Thus completed Hijra, the breaking of ties between the Muslims and the kinsmen at Mecca.

—What is Islam ; W. Montgomery Watt ; p. 101.

4. The prophet sent the Mussalmans to Madinah and himself with his companion and friend Abu Bakar left one night his native city. He escaped the persuit of the Quraysh idolators and reached Yathrib, his mother's native city, on September 24, 622 A. D. The departure of the Prophet from Makka to Yathrib (Madinah) is known as Hijrat.

The Hijrat is not a flight, but a scheme of migration carefully considered for two years. Hijra Era is reckoned from the Hijrat. It was introduced by Caliph Umar in 637 A. D.

—A Short History of Islam ; Dr. A. Rahim ; p. 28.

5. The order and dating of some of the separate expeditions is the other main point of dispute. Ibn Ishaq gives a number of dates, but the first complete chronology is that in al-Waqidi. The best course is that adopted by Leone Caetani, namely, to follow al-Waqidi as a general rule where there are discrepancies between him and Ibn Ishaq. (2) Shiite leanings of al-Waqidi presumably do not effect his chronology.

A	B	C
Date(3)		Destination or name.
A. H	A. D.	
1	622	
1/1	16/7	Beginning of era of Hijrah.
12/3	24/9	Hijrah, arrival in Quba.

2. The descrepancies are discussed by Caetani, Ann. i 466, 519f., 575, 577, ii 509 f, & c. The following list

www.pathagar.com

is based on his Annali ; cf. his chronographia Islamica, Paris, 1912, i.

3. Heavier type indicates years and normal type months. The day of the month is occasionally placed before a stroke ; thus 16/7 means the 16th day of the seventh month (that is, in Christian dates, July). Where the disagreement between the Muslim and Christian months was slight, it has been neglected.

— Muhammad At Medina ; W.M. Watt ; P. 339-340.

www.pathagar.com

চার ঃ বিচিত্র চিন্তায় হিজরী সন

৫৪৪ শকে শ্রবণ শক ১ শুক্রবার রাত্রিকালে অর্থাৎ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই শুক্রবার থেকে হিজরী সাল শুরু, তার সাথে ৫৪৪ শক বা শতাব্দ যোগ করলেই পাওয়া যায় ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হযরতকে স্মরণীয় করে রাখতেই দ্বিতীয় খলিফার রাজত্বের চতুর্থ বছরে ৬৩৮ সালে অর্থাৎ হিজরতের দীর্ঘ ১৭ বছর বয়ঃক্রম কালে ১২টি চান্দ্রমাসে একুনে মোট ৩৫৪ দিনের হিজরী সন প্রবর্তিত হয়।

চাঁদের সংক্রমণ কাল অনুযায়ীই চান্দ্রমানে গণিত চান্দ্রবর্ষ নির্ণীত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে চাঁদের সংক্রমণ হলে একুনে মোট ৩৫৪ দিনে এবং রাত্রে চাঁদের সংক্রমণ ঘটলে মোট ৩৫৫ দিনে হিজরী সন গণনার পদ্ধতিগত রীতি প্রচলিত রয়েছে। চান্দ্র বর্ষ বা কমরী সন একটি সৌরবর্ষ বা শামছি সনের চেয়ে ১১¼ দিন কম হয়ে থাকে। অর্থাৎ, একটি সৌরবর্ষ বা শামছি সন অন্যটি কমরী সন বা চান্দ্র-বর্ষের চাইতে ১১¼ দিন বড়। কেননা, চাঁদ মাত্র একবার মোট ২৯½ দিনে পৃথিবীকে ঘুরে বা প্রদক্ষিণ করে থাকে। এই প্রদক্ষিণ কালের একটি চান্দ্র মাসে দিনের পরিমাণ হচ্ছে ২৯½ দিন।

বারোটি মাসে দিনের পরিমাণ হচ্ছে ঃ

২৯½ দিন × ১২ মাস = ৩৫৪ দিন।

এই ৩৫৪ দিনেই হচ্ছে একটি কমরী বা চান্দ্রবর্ষ। মোট ৩০টি চান্দ্র দিনে ২৯½ সৌর দিন হয়ে থাকে। তা' হলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি চান্দ্র দিনের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ২৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট অর্থাৎ একটি সৌর দিনের চেয়ে মাত্র ২৪ মিনিট কম, এই হিসেব অনুসারে ঃ

৩০টি চান্দ্র দিনের ১২ মাসের মোট সংখ্যা হচ্ছে ঃ

৩০ × ১২ = ৩৬০ দিন।

আবার,

৩৬০টি সৌরদিন × ২৪ মিনিট,

= ৮৬৪০ মিনিট।

www.pathagar.com

এখন ৮৬৪০ মিনিট + ৬০ মিনিট,
= ১৪৪ ঘণ্টা।

আবার ঃ

১৪৪ ঘণ্টা + ২৪ ঘণ্টা,
= ৬ দিন।

অতএব,

সৌরবর্ষের ৩৬০—৬ দিন,
= চান্দ্রবর্ষের ৩৫৪ দিন।

এখন, এই চান্দ্রবর্ষের সাথে যদি চান্দ্র ও সৌর বছরের তারতম্যের ১১¼ দিন যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ঃ

চান্দ্র বর্ষের ৩৫৪ দিন + ১১¼ দিন,
= সৌর বর্ষের ৩৬৫¼ দিন।

অর্থাৎ, একই ভাবে,

সৌর বর্ষের ৩৬৫¼ দিন—১১¼ দিন,
= চান্দ্র বর্ষের ৩৫৪ দিন।

আসলে পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে পারে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডে। আবার চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় বিধায় ২৯½ দিনে মোট ১২টি মাসে একটি চান্দ্র বছরের দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে ৩৫৩ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের একটু বেশী।

৩০ দিনের ৬টি মাস (=১৮০ দিন) এবং ২৯ দিনের ৬টি মাসে (=১৭৪ দিন), অর্থাৎ, মোট ৩৫৪ দিনের হিজরী সন গণিত হচ্ছে। মলমাস রহিত হয়ে যাবার পর এবং সৌরবর্ষ থেকে ১১¼ দিন ছোট হবার জন্য হিজরী চান্দ্রবর্ষে ঋতু পর্যায়ের ধরাবাঁধা নিয়ম নেই এবং বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন হিজরী সনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়ে থাকে। শকাব্দ ইত্যাদিতে অতীত সন বা অতীতাব্দ গ্রহণের নিয়ম থাকলেও হিজরী সনে কিন্তু তা' নেই। হিজরী শুরু বা প্রতিষ্ঠা বা জন্মবর্ষ থেকেই ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ হিসেবে হিজরী সন গণিত হচ্ছে। খ্রীষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দেও এই রীতি অনুসৃত হচ্ছে।

হিজরত থেকেই হিজরী সনের উৎপত্তি একটু স্বীকার করলেও, মেনে নেওয়া যাবে না যে, হিজরতের দিন থেকেই হিজরী সনের জন্ম

www.pathagar.com

বা শুরু বা গণনার প্রচলন হয়েছে। হিজরতকে পটভূমি হিসেবে রেখে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর ইচ্ছা অনুসারে হিজরতকে স্মারক হিসেবে ব্যবহার করে হিজরী সন প্রবর্তিত হয়েছে, এই টুকুই সত্য। কিন্তু ঐটুকুই ঠিক নয় যে, হিজরতের দিন থেকেই হিজরী সন চালু হলো বা হয়েছে। অবশ্য অনেকের ধারণা এ ধরনেরই এবং এহেন ধারণার জন্যেই প্রকৃত ও যথার্থ তথ্যানুশীলনে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি না। ইতিহাস থেকে আমরা হিজরী সনের উৎস ও উৎপত্তির ব্যাপারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং ঘটনা পাই। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১। হিজরতের দিন।

২। হিজরী গণনা শুরুর দিন।

৩। হিজরী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন।

এবার এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ও ঘটনার দিন-ক্ষণ উল্লেখক্রমে হিজরী সন গণনার ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করার মধ্য দিয়েই আমরা সংক্ষেপে হিজরী সনের বিচিত চিন্তায় যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে যত্নবান হবো ঃ

১। হিজরতের দিন=সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ।

২। হিজরী গণনা শুরুর দিন=শুক্রবার, ১লা মুহররম, ১৬ই জুলাই, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ

=দিনের পার্থক্য ঃ ২ মাস ৮ দিন।

৩। হিজরী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন=১০ জমাদিউল আউয়াল, ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। This is the Hijrah or migration of the prophet; "hegira" is an old transliteration, and "flight" an inaccurate translation. The first day of the Arabian year in which the Hijrah took place, 16 July, A. D. 622, was later seleced on the beginning of the Islamic era.

— Muhammad At Macca ; W. Montgomery Watt., p. 145. (Tab. 1207-32 ; Ibn Hisham, 286-325).

www.pathagar.com

৫। Under the advice of Ali, Omar also established the era of the Hegira.

—History of Saracens ; Ameer Ali Syed ; p. 7.

আলোচনার সুবিধে হবে বলেই উপরোক্ত পাঁচটি বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার দরকার। পঞ্চম বক্তব্যটি হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বক্তব্য 'হিজরী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন' এর সহায়ক অর্থাৎ ইসলামী সন প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাতে হযরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক মহররম মাস থেকে বর্ষ শুরুর এবং জিলহজ্জকে বর্ষ শেষ মাস স্থির করার পরামর্শ দান এবং হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঘটনাকে স্মরণ করে রাখার জন্যই হিজরী সন প্রবর্তনের পরামর্শ দান করেন। ঐতিহাসিক ঘটনাকে পটভূমি হিসাবে স্থির করতে যাতে অচলাবস্থার সৃষ্টি না হয় এবং এতে নতুন সন প্রবর্তনের উদ্যোগ যাতে বিনষ্ট না হয়, সেই জন্যই হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক হিজরতের ঘটনার অবতারণা সর্বজনগ্রাহ্য না হয়ে পারেনি। চতুর্থ বক্তব্য ও তৃতীয় এবং পঞ্চম বক্তব্যের সম্পূরক।

প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য বিষয়ক আলোচনা শুরু করলে দেখা যায় যে, হযরত (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, মোতাবেক ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। স্বভাবতই প্রচলিত ধারণা এই যে, হিজরতের দিন থেকেই হিজরী সন গণনা শুরু হয়েছে। আসলে, হযরত উসমান (রাঃ)-এর পরামর্শ অনুসারে মহররম মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু করা হয়েছে। সুতরাং, হিজরতের দিন থেকে অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ সোমবার থেকে নয়, তার দুই মাস আট দিন আগে থেকে অর্থাৎ, ১লা মুহররম থেকে বর্ষ গণনার জন্য শুক্রবার, ১লা মুহররম, ১৬ই জুলাই ৬২২ খ্রীষ্টাব্দেই হিজরী সনের গণনারীতি চালু করা হয়েছে।

অতএব, হযরত (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দিন থেকে হিজরী সন গণনারীতি প্রচলনের পক্ষে যেসব বক্তব্য রয়েছে তা সর্বৈব সত্য নয়, এবং রবিউল আউয়াল মাস থেকে নয় পবিত্র মুহররম মাস থেকেই হিজরী সন গণনা পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত সুপ্রচুর সাক্ষ্য

www.pathagar.com

আমরা বিভিন্ন সূত্র, উৎস ও তথ্যাদি থেকে অনায়াসে তুলে ধরতে পারি। যুক্তি ও তথ্যনির্ভর এসব বক্তব্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই হিজরী সনের ইতিহাসের যথার্থ উল্লেখ্য।

সুতরাং হিজরতের দিনের ২ মাস ৮ দিন আগে থেকেই হযরত উসমান বিন্‌আফফান (রাঃ)-এর পরামর্শ অনুসারে ১লা মুহররম থেকে এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন্ খত্তাব (রাঃ)-এর খেলাফতের চতুর্থ বর্ষ থেকেই হিজরী সন গণনা শুরু হয়েছে, এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ না থাকারই কথা। মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পটভূমিকায় হিজরী সন প্রবর্তনের প্রস্তাবক ছিলেন হযরত আলী বিন্ আবূতালিব (রাঃ)।

হিজরী সন হিজরাব্দ অথবা মোহাম্মাদীয় সনের প্রবর্তন, প্রচলন ও জন্মকাল সম্পর্কে শামসুল উলেমা আল্লামা শিবলী নোমানীর প্রসিদ্ধ উর্দু গ্রন্থ 'ওমর ফারুক' এর ইংরেজী অনুবাদটি তথ্যগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিধায় উদ্ধৃত হলো ঃ

1. It happened that in 16 A. H. Omar was one day presented with a draft on which was written one word Sha'-ban. Omar asked how he should Know wheather Sha'ban of the previous year was meant or of the current one. Thereupon he called the consultant assembly, at which all prominent companions were present, and the question of fixing an era was discussed. Most of those present suggested that the Persian method should be adopted. Hormuzan, the king of Khozistan who has embraced and settled down Madinah, said that the method current in his country called Mahruz was convenient as it indicated both the day and the month. The question arose next as to the date from which the era was to commence. Ali suggested it should be begin from Hijra and all agreed to it The Holy Prophet had migrated in the month of Rabi-Ul-Awwal when the year had already run two months and eight days. The era should have started thus from Rabi-Ul-Awwal. But as the year began in Arabia with the month of Muharrum, the date was

www.pathagar.com

pushed back two months and eight days and the era was made to commence from the beginning of the year.

—Maqrizi, Vol, I, p. 284 ;
chapter XIII, introduction of the Hijri calender, Omar The Great ; Vol. II. ; Muhammed Saleem ; p, 158 (Translated).

2. The Prophet's departure for Medina is a memorable event and its date, July A. D. 622, only ten years before his death, froms the starting point of the Muslim Calender. The event is called Hijrah which means departure. The Muslims calculate their time from after the Hijrah, called also the Hijrat in Urdu and Persian.

—A Short History of Islam ; Sayyid Fayyaz Mahmud ; p. 24.

www.pathagar.com

পাঁচ ঃ হিজরী সনের ইতিকথা

পবিত্র কুর'আনভিত্তিক আলোচনার নিরিখেই আমরা আলোচনার বিষয়বস্তুকে তথ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ করা ও রাখার তাগিদ অনুভব করে হিজরী সনের ইতিকথার ব্যাপারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

হযরত (সাঃ)-এর উপর কোরেশগণ অবর্ণনীয় ও অমানবিক অত্যাচার করার ফলে মক্কায় তাঁর জীবন প্রায় অতিষ্ট এবং সংশয়াকীর্ণ হয়ে উঠলো। আল-আকাবা নামক মক্কার অদূরবর্তী একটি উপত্যকায় মক্কাত্যাগী কিছু সংখ্যক মদীনাযাত্রীর সাথে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াৎ বা চুক্তি সম্পাদিত হয়। মদীনাবাসীরা এই চুক্তি অনুসারে হযরত (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখে ইসলামের জন্য, আল্লাহর জন্য, জান-মাল কোরবানের প্রতিশ্রুতি দান কালে হযরত (সাঃ) বললেন ঃ

"তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিয়া দাও। হযরত ঈসার দ্বাদশ শিষ্যের ন্যায় তাহারা আমাকে কেন্দ্র করিয়া সত্য প্রচার করিবে"।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্য হযরত (সাঃ)-এর আদেশ ক্রমে আউস ও খাজরাজ গোত্র থেকে যে দ্বাদশ ব্যক্তিকে বাছাই করা হলো, তাদের নামের সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বাদশ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

হযরত (সাঃ)-এর দ্বাদশ শিষ্য	হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বাদশ শিষ্য
১। আবু ঈমামা আসাদ বিন্ যোরারা	1. Simon (Peter)
২। সা'দ বিন্ রাবী	2. Andrew
৩। আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা	3. James (son of Zebedee)
৪। রাফি বিন্ মালিক	4. John
৫। বারা বিন্ মাবুর	5. Philip
৬। আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর	6. Bartholomew
৭। ওবাদা বিন্ সামিত	7. Thomas
৮। সা'দ বিন্ ওবাদা	8. Mathew

www.pathagar.com

৯। মোনজার বিন্ আমর	9. James (son of Alphaenas)
১০। উসায়েদ বিন্ হুসায়ের	10. Labbacus
১১। সা'দ বিন্ খাইয়ামা	11. Simon (the canaanite)
১২। রিফা বিন্ আবুল মনজির	12. Judas Iscariot.

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যীশুর শিষ্য বা অনুরাগীরা নানান আকার ও প্রকারে বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করলেও হযরত (সাঃ)-এর দ্বাদশ শিষ্য আল্লাহ, রসুল, সত্য ও ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছিলেন।

মহানবী (সাঃ) নবতর উৎসাহ আর অনুপ্রেরণায় তওহীদের বাণী, শান্তির বাণী প্রচার করেছেন মক্কার সর্বত্র। কিন্তু, মক্কাবাসীরা তা অন্তর দিয়ে গ্রহণ না করে নিতুই নব হিংসা, বিদ্বেষ আর প্রাণ-ঘাতী হানাহানির মাধ্যমে নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপর। মহানবী (সাঃ) তখন মদীনার সংখ্যাগরিষ্ট নও-মুসলিম বাসিন্দাদের আমন্ত্রণে মদীনায় হিজরত করতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মদীনায় বসবাসের যথেষ্ট ব্যবস্থার অভাবেই অনেক মুহাজেরীন মদীনার অদূরে কুবায় অবস্থান করলেন ঃ

They arrived safely in Quba on the edge of the Medinan Oasis on the 12 th, Rabi' I (= 24 September, 622).

—The Hijrah, Muhammad At Mecca; W. M. Watt; p. 149.

মক্কা ছাড়ার পূর্বে প্রিয় জন্মভূমিকে লক্ষ্য করে সুগভীর মমতায় হযরত (সাঃ) বললেন ঃ "মক্কা! আমার জন্মভূমি মক্কা। আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না। বাধ্য হইয়াই তাই তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। বিদায়।" "মক্কা থেকে হিজরত করে ওমর (রাঃ) কুবাতে এসে রাফাহ্ ইব্নে আবদুল মনাযিরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শেষে রসুলে আকরাম নিজে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ। হযরত (সাঃ)-এর হিজরতের আগে মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব। মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় প্রবেশের দিন থেকেই ইয়াসরিবের নাম হয় মদীনা-তুন-নবী বা নবীর শহর। এ

www.pathagar.com

ছাড়াও মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় নবী করিম (সাঃ)-এর আগমনকে কেন্দ্র করে ইয়াসরিবকে মদীনাতু রাসূলিল্লাহ বা আল্লার রসূলের শহর এবং সাধারণতঃ মদীনা-ই-মুনাওয়ারা নামকরণ করা হয়।

মা'উনা ও বোজোয়া নামক দুটো বিখ্যাত কূপ ছাড়াও, খেজুর, পানি ও কৃষি প্রধান এই শহরে মহানবী (সাঃ) প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ইসলাম প্রচার। হিজরতের আগে ইয়াসরিবে আউসস্ক, খাজরাজ, বনী নজীর, বনী ক্বুরাই নামক গোত্রগুলো পারস্পরিক স্বার্থ, ক্ষমতা, দাপটের জন্য থাকতো দ্বন্দ্বমুখর। ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মদীনাই ছিল দার-উল-খিলাফত বা রাজধানী। ৬৫৭ সালে রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রাঃ) প্রশাসনিক অনিবার্যতায় রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করেন। ইয়াসরিবের নামকরণের ইতিহাস নির্ভরতায় এবং হিজরতের পটভূমিকায় হিজরী সন গণনার ইতিহাসে উল্লেখ্য কয়েকটি উদ্ধৃতির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

1. Yathrib changed its ancient name, and was henceforth styled Medinat-Un-Nabi, the city of the Prophet, or shortly Medina, the city per excellence.

— The Spirit of Islam ; Syed Ameer Ali.

2. The Hijrah, with which the Makkan period ended and the Madinese period began, proved a turning-point in the life of Muhammad (Sm).

— History of the Arabs : P. K. Hitti ; p. 116.

3. Medina is the usual English form of al-Madinah, the city (or 'perhaps place of justice') ; it is said to be a shortening of Madinat-an-Nabi, the city of the Prophet. Prior to Muhammad's connexion with it, it was known as Yathrib. It was not so much a city as collection of hamlets, farms and strongholds scattered over an Oasis, ortract of fertile country, of perhpas some twenty square miles, which was in turn surrounded by hills, rocks and stone ground all uncultivable.

— Muhammad at Mecca ; W. Montgomery Watt ; p. 149.

www.pathagar.com

4. The Medinan period of Muhammad's career begins with his arrival at Quba in the Oasis of Medina on or about 24 September 622 (12/iii/1). Life in Mecca had become intolerable or even impossible for him, owing to the opposition he has aroused and he had come to an agreement with the leading men of Medina.

—Muhammad at Medina ; W. M. Watt ; p. 1.

"যে পরিবেশ সব সময় বিকাশকে রুদ্ধ করতে চায় তার মধ্যে বিকাশ ঘটা বা না ঘটার নামই জীবন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রয়োজনের তাগিদেই হযরত (সাঃ)-কে হিজরত করতে হয়েছিল। পরিবেশের শিকার হয়েও মহানবী (সাঃ)-কে জন ও সমাজ-জীবনের বিকাশ ঘটানোর জন্যই মদীনায় চলে আসতে হয়েছিল। মহানবীর এই হিজরত ছিল এক অভাবিত এবং বিস্ময়কর সফলতার তুলনা-রহিত ঘটনা। এই সার্থকতা ছিল যেমন আধ্যাত্মিক ঠিক তেমনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক। ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায় : "মোহাম্মদের ধর্ম ছিলো জরথুস্টের রীতি থেকে বিশুদ্ধ আর মূসার আইন-কানুন থেকে অনেক উদার! খ্রীষ্টাব্দের সাত শতকে নানান রহস্যজনক মতবাদ এবং কুসংস্কার খ্রীষ্টের সুসমাচার ও সুশিক্ষার সহজ রূপকে কলুষিত করে তুলেছিলো ; অথচ এরই পাশে ইসলাম এসে দাঁড়ালো এক অনাড়ম্বর আর বুদ্ধি ও বিবেক গ্রাহ্য রূপ নিয়ে।"

হিজরী সনের ইতিকথায় হিজরী সনের উৎস সন্ধানে আমরা এই প্রেক্ষাপটেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের স্বনামখ্যাত ও সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিকদের কিছু তথ্যবহ বক্তব্য তুলে ধরছি এই কল্যাণী ইচ্ছায় যে, অতঃপর এ-প্রসঙ্গে দ্বিমতের অবকাশ থাকাটা সম্ভব নাও থাকতে পারে। বক্তব্য-গুলো হচ্ছে :

1. This is called the Hijrat (Exile) ; in Euroupean annals "the Hegira", "the flight of Muhammad" from which dates Mohammedan calendar.

—History of the Saracens ; Ameer Ali Syed ; p. 10.

2. The "Hegira" or the era of the Hijrat, was instituted seventeen years later by the second Caliph. The

www.pathagar.com

commencement, however, is not laid at the real time of the departure from Mecca, which happened on the 4th of Rabi. I, but on the first day of the first lunar month of the year, viz., Muharram—which day, in the year when the era was established, fell on the 15th of July.

—History of the Saracene ; Ameer Ali Syed ; p. 10.

3. Hijra : This is the name given to the exodus of the Muslims from Mecca to Medina, more especially to the flight of Muhammad. The precise date is not certain but the popular opinion is that he reached Medina on 8 Rabi 'I, Corresponding to 2oth September, 622, though the 2nd and 12th. are also mentioned. When the Muslims decided to have an era of their own, they fixed on the year of the emigration as the first year. The year of Muhammad's birth was suggested but rejected as too uncertain. The begining of the era was 1 Muharram of the year of the flight and this was the 16th July, 622. This decision was taken probably in the year 17. The common transcription in English is Hegira.

—Islam (Belief and Practices) ; A. S. Tritton ; p. 181.

4. This era (the Hijra) was introduced by Khalif Umar in the 17th year of the Hijra (638 A.D).

—100 years Indian calendar ; Jagajivan Ganeshji Jethabhai ; p. 24.

5. But though Omar instituted the official era, the custom of referring to events as happening before or after the Hijrat originated, according to some traditions, with the prophet himself, this event naturally marking the greatest crisis in the history of his mission.

—The spirit of Islam ; Syed Ameer Ali ; p. 49.

6. His fellow citizens at Mecca were so hostile that in A. D. 622 he was obliged to quite his birth place and take refuge at Media. That even, renowned as the flight, or

www.pathagar.com

Hijra, is the epoche of the Muslim Hijri era, vulgarly called the Hegira.

—The Oxford History of India ; V. A. Smith ; p. 39.

7. Mohammedan era, the calendar generally used in almost all Mohammedan countries, reckoning time from July 16, A. D. 622, the day following Mohammed's flight from Mekka to Medina (the Hegira). The year consist of 12 lunar months of a moon duration of 29 days, 12 hours 44 minutes. A cycle consist of 30 years, of which 19 are ordinary years of 354 days each and 11 are embolismic with 355 days.

—Funk & Wagnalls New Standard Dictionery, Vol. II ; p. 376.

8. This the Hijrah, or flight of the Prophet, from which the Muslims date their history. The first year began on the 16th day of June of the year of Greece 622.

—The Prophet and Islam ; Stanlely Lane-poole ; p. 21.

9. The year 1 of this Hegira is 622 of our era, the fifty-third of Muhomet's life.

– Carlyle Heroes Lect. II, p. 55 (C&H), (F&W, Vol. II., p. 1135).

10. Hijra, which is generally rendered as the Flight, means originally cutting off from friendly intercourse or forsaking and in the history of Islam it has come to signify the migration of the Holy Prophet and his companions to Makkah to Madinah, to which he was compelled on account of the growing opposition of his enemies and severe persecution of muslims by them. The Muslim era is named after it and dates from the first day of the first month (Muharram) of the year in which the Hijrah took place, that even itself taking place more then two months after the commencement of the year. The year of Hijrah probably coincides with 19th April 622 of the Christian era, while the Hijrat itself took place on 20th June.

— Early Caliphate ; Maulana Muhammad Ali ; p. 3.

www.pathagar.com

11. In groups, some 200 men, including those that had come back from Abyssinia, thus proceeded to Yathrib on the 24th of September, 622, Mohamed, who was the last to leave Mekka with his people, met his followers at Quba, to lead the entry into Yathrib. This is the celebrated Hegira from which dates the Muslim era. It is a turning-point in the life and work of the Prophet—the great turning-point in the history of Islam.

—The Arab Civilization : Joseph Hell ; p. 22.

12. Ibn Ishaq's account is that when Muhammad realised that he must leave he got Ali to take his place in bed to make the Meccans think he was safely asleep, then he himself slipped out unobserved and along with Abu Bakar secretly made his way to a cave not far from Mecca to the south and there he lay in concealment for a day or two until Abu Bakar's son reported that the search for him had slackened off. Then the two set out on two camels, accompanied by Abu Bakar's freedman, Amir b. Fuhayrah, and by a guide from the tribe of ad-Du'il b. Bakar called Abdullah b. Arqat. For the first time of the journey they followed devious paths and only join the beaten track when they were well away from Mecca. They arrived safely in Quba on the edge of the Medinan oasis on the 12th Rabi '1 (= 24 September 622).

—Muhammad at Mecca ; W. M. Watt ; p. 151.
(Ibn Hisham, 325-33)

13. He entered the city on the morning of a friday, the 16th of Rabi 1, corresponding (according to M. Caussin De-Percerval) with the 2nd of July, 622.

—The Spirit of Islam ; S,. A. Ali ; p. 49.

14. Two years after the miraculous journey a deputation of about 75 men invited Muhammad to make Medina his home. In that city of the Jews, who were looking

www.pathagar.com

forward to a Messiah, had evidently prepared their heathen compatriots for such a claiment. Muhammad allowed two hundred followers to elude the vigilance of the Quraysh and slip quietly into Medina his mother's native city ; he himself followed and arrived there on September 24, 622. Such was the famous Hegira—not entire by a "flight", but a scheme of migration carefully considered for some two years. Seventeen years later, the Caliph Umar designated that lunar year (beginning July 16) in which the Hegira took place as the official starting-point of the Muslim era.

—The Arabs, Philip K. Hitti ; p. 26.

15. In fact, the Hegira signified the birth of a new, independent religion Islam which shortly afterwards began its irresistable triumphal march across the Arabian Peninsula and a large part of the world. The Hijra which was the first historically dated and supremely important event, marks the beginning of the Islamic Calender.

—Islam : Dr. F. R. J. Verhoeven ; p. 22.

16. The migration of Muhammad from Mecca to Medina—the Hijra as it is called in Arabic—was a turning point and was rightly adopted by later generations as the starting point of Muslim calender.

—The Arabs in History ; Bernard Lewis ; p. 41.

17. There is a reason to believe that the (Arabic) year was originally Lunar and so continued till the begining of the fifth century, when in imitation of the Jews it was turned by the interjection of a month at the close of every third year into luni-solar period.

—The life of Mahammad ; Sir W. Muir ; p. Cii.

18. The Prophet send the Mussalmans to Madinah and himself with his companion and fried Abu Bakar left one night his native city. He escaped the pursuit of the Quraysh idolators and reached Yathrib, his mother's native city, on

www.pathagar.com

September 24, 622 A. D. The departure of the Prophet from Makka to Yathrib (Madinah) is known as Hijrat.

The Hijrat is not a flight, but a scheme of migration carefully considered for 2 years. Hijra era is reckoned from the Hijrat. It was introduced by Caliph Umar in 637 A. D.

—A Short History of Islam ; Dr. A. Rahim, p. 28.

19. Most of the Muslims in Mecca then began to migrate to Medina in small groups, Muhammad himself coming last with Abu-Bakar and reaching south of the Oasis of Madian on 24 September. Thus completed Hijra, breaking of ties between the Muslims and the Kinsmen at Mecca.

—What is Islam ; W. M. Watt ; p. 101.

20. The Prophet's departure for Medina is a memorable event and its date July A. D. 622, only 10 years before his death, forms the starting-point of the Muslim calendar. The event is called Hijrah which means departure. The Muslims calculated their time from after the Hijrah, called also the Hijrat in Urdu & Persian.

—A short History of Islam ; Sayyid Fayyaz Mahmud ; p. 24.

21. Mohammadan era, Moslem era or era of the Hegira (July 16 A. D. 622) the 1st. of Muharram occured 63 days before the Hagira.

—F & W. N. S. D. ; p. 844.

22. The question arouse next as to the date from which the era was to commence. Ali suggested it should be begin from Hijra and all agreed to it. The holy Prophet had migrated in the month of Rabi-Ul-Awwal when the year had already run two months and eight days. The era should have started thus from Rabi-Ul-Awwal. But as the year began in Arabia with the month of Muharram the date was pushed back two months and eight days and the era was made to commence from the begining of the year.

Omar The Great ; Muhammed Saleem ; (Translated) p. 158.

www.pathagar.com

২৩। হযরত উমর হিজরী সনের প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর হিজরত সংঘটিত হইয়াছিল, সেই বৎসরের পহেলা মুহররম হইতে হিজরী সাল গণনা আরম্ভ করা হয়।

—ইসলাম ও খিলাফত, ডঃ মফীজুল্লাহ কবীর, পৃঃ ১৩৯।

২৪। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই শুক্রবার হইতে হিজরী সন গণনা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বৎসর মহম্মদ মক্কা হইতে মদীনায় পলায়ন করেন, সেই স্মৃতি রক্ষার্থে হিজরী সাল গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। মহম্মদের আদেশে ইহা সম্পূর্ণ ১২ চান্দ্র মাস হিসাবে গণনা করা হয় (মলমাস ধরা হয় না)। মহম্মদের পূর্ববর্তীকালের আরবগণ মলমাস ব্যবহার করিতেন।

—হিজরী সন ; পি. এম. বাকচির নূতন ডাঃ পঞ্জিকা, ১৩৮২।

২৫। আমরা জানি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) জন্মভূমি মক্কার কুরাইশদের দ্বারা অশেষ ভাবে নির্যাতিত হয়ে আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। এই হিজরীর স্মারক হিসেবে উক্ত সময় থেকেই একটি নতুন সনের প্রবর্তন হয়। হিজরতের স্মৃতিযুক্ত বলেই এর নাম হয় 'হিজরী' সন।

—বাংলা সনের জন্ম কথা, মুহাম্মদ আবু তালিব, পৃঃ ১০।

২৬। প্রাক্-ইসলাম যুগে আরবে কোনও অব্দ বা সাল গণনার রীতি ছিল না। ১৬ হিজরীর কোন একদিনে ওমরের নিকট একটি খসড়া পেশ করা হয়, তাতে কেবল 'শাবান' শব্দের উল্লেখ ছিল। ওমর জিজ্ঞাসা করেন, উক্ত সাবান গত বছরের, না চলিত বছরের। কিন্তু কোন সদুত্তর মেলে না। তখন তিনি মজলিস-ই-শুরার নিকট সন ধার্যের মীমাংসা চাইলেন। অনেকেই মত প্রকাশ করেন, পারসিকদের পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। মহাজ্ঞানী আলী প্রস্তাব করেন, হিজরত অর্থাৎ আঁ-হযরতের মক্কা থেকে মদীনায় অমর বিদায়ের ঘটনা থেকে গণনা করা উচিত। সকলেই এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। মহানবী হিজরৎ করেছিলেন রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে। কিন্তু আরবী বছরের প্রথম মাসের নাম মুহর্‌রম এবং এ হিসেবে হিজরৎ হয় বছর আরম্ভের দুই মাস আট দিন পরে। সকলেই এক

www.pathagar.com

মত হন, বছরের প্রথম দিন থেকেই হিজরী সন গণনা করা হবে এবং এ হিসেবে সনটি দুই মাস আট দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

—হযরত ওমর, আব্দুল মওদুদ, পৃঃ ১৩২।

২৭। হযরত মুহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। নব ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি যে দিন হিজরত করেন, অর্থাৎ কাফের-দের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে মক্কা ছেড়ে মদীনায় যান, সেই দিন থেকে হিজরী সাল গণনা করা হয়। হযরত ওমর ফারুকের খেলাফতের সময় থেকে এই সাল গণনা আরম্ভ হয়।

—বংগাব্দ শকাব্দ হিজরী ও সংবৎ, হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখো-পাধ্যায়, সাপ্তাহিক দেশ, ৩৯, বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, পৃঃ ১১৩১।

২৮। হিজরী সন হযরত মুহাম্মদের (দঃ) মদীনায় হিজরতের স্মৃতি ১৬/৭/৬২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে।

—দৈনিক ইত্তেফাক, ডঃ এম, আব্দুল কাদের, ১লা বৈশাখ, ১৩৮২।

২৯। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরী সনের উৎপত্তি ও গণনা শুরু হয় এখান থেকেই।

—দৈনিক বাংলার বাণী, আজিম উদ্দিন আহমদ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৮১।

৩০। হিজরী সন প্রবর্তন—এই সময়ে মাহ্‌বুবে খোদা সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামী বৎসর গণনার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। এই বৎসর নবীজী হিজরত করিয়াছিলেন, তাই বৎসরের নামকরণ করা হয় হিজরী সান এবং মুহর্‌রম মাস হইতে উহা ধরা হইল।

—মাহ্‌বুবে খোদা, মাহ্‌মুদুর রহমান, পৃঃ ২৩৮।

উদ্ধৃতি দীর্ঘায়িত না করেই অধ্যায়টির এখানেই শেষ করছি। বিভিন্ন অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা করা হয়েছে বিধায় অধ্যায়টি এখানেই শেষ করা হল।

www.pathagar.com

ছয় ঃ হিজরাব্দের নামের ক্রমবিবর্তন

স্রষ্টা বলেন ঃ আনাদ দাহরু, অর্থাৎ আমিই কাল।

হাদিস বলেন ঃ লা তাছ্বুব্দ দাহরা, অর্থাৎ কালকে অভিশাপ দিও না।

মহানির্বানতন্ত্র (৪/৩০) বলেন ঃ মহাকালো জগৎ সংহারকারক অর্থাৎ মহাকাল জগৎকে সংহার করে থাকে।

"ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরে ইন্দাল্লাহিছনা আশারা শাহ্রাণ ফি কিতাবিল্লাহে ইয়াওমা খালাকাছ ছামাওয়াতে ওয়াল আরদা" (সুরা তওবা)। পবিত্র কুর'আনের এই সুরার বাংলা অর্থ হচ্ছে—আল্লার কাছে সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই বারোটি মাস নির্দিষ্ট হয়ে আছে। নানা দেশে নানান আকার, প্রকার, ভাবে ও ভাষায় এই বারোটি মাস গণিত হয়ে আসছে।

ঋকবেদের (১/২৫/৮) শ্লোকেও দ্বাদশ মাসের কথা উল্লেখ রয়েছে, "বেদামাসো ধৃত ব্রুতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে।" প্রাচীনতার দিক থেকে বর্ষ গণনায় চান্দ্র ও সৌররীতির গণনা পদ্ধতির উল্লেখ আমরা পাই। হিজরী সনে চান্দ্র রীতি অনুসৃত হলেও মলমাস (অতিরিক্ত মাস) ব্যবহার রীতির জন্যে দশম হিজরী পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও বর্তমান হিজরী সনটি পাইনি। পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ চান্দ্রবর্ষের হিজরী সনকে আমরা পাই একাদশ হিজরী সন থেকে।

হিজরী সনের ইতিকথায় আমরা প্রেক্ষিত ও হিজরী সনের উৎস সন্ধানে ইসলামী মাস ও দিনের ইতিহাসকেও জেনে নেবার সুযোগ পেয়েছি। অন্যান্য সন-সাল-অব্দের মতই হিজরী সালের যে বৈশিষ্ট্য-সহ নিজস্ব মাস ও দিনের নাম রয়েছে, এই অধ্যায়ে আমরা তারই অবতারণা করছি। কমরী বা চান্দ্র সন হিজরাব্দের মাস ও দিনের পরিচিতিটুকু এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো। অন্যান্য সনের মতো হিজরী সনের ও মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি এবং দিনের সংখ্যা সাতটি। অধ্যায়ান্তরে আমরা দিনের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। হিজরী সনের মাসগুলোর ক্রমানুসারে নাম হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

১। মুহররম = পবিত্র মাস।
২। সফর = ভ্রমণ মাস।
৩। রবিউল আউয়াল = প্রথম বসন্ত মাস।
৪। রবিউল আখির = শেষ বসন্ত মাস।
৫। জমাদিউল উলা = প্রথম শুকনো মাস।
৬। জমাদিউল উখরা = শেষ শুকনো মাস।
৭। রজব = সম্মানের মাস।
৮। শাবান = সবুজের মাস।
৯। রমজান = কৃচ্ছসাধনার মাস।
১০। শওয়াল = সংযোগকারী মাস।
১১। জিলকদ = বিশ্রান্তির মাস।
১২। জিলহজ্জ = হজ্জের মাস।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্য হিজরী সনের মাসগুলো সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলীর বক্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

The twelve moslem months are :

Muharram,	:	The sacreed month.
Safar.	:	The month ef departure.
Rabi. I.	:	1st. month of the Spring,
Rabi. II.	:	2nd month of the Spring.
Jumadi. I.	:	1st. dry month.
Jamadi. II.	:	2nd dry month.
Rajab.	:	Respected, called often Rjab U1-Murrajjab.
Sha' ban.	:	The month of the budding of the trees.
Ramazan.	:	Month of heat.
Shawwal.	:	Month of junction.
Zu'l-ka'da.	:	Month of truce, rest or relaxation.
Zu'l-hijja.	:	Month of pilgrimage.

হিজরী কমরী মাসগুলোর ব্যাপারে আরও দুটো তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে লক্ষণীয়। এই উদ্ধৃতি দুটোর মাধ্যমে হিজরী কমরীর মাসগুলোর পরিচিতির প্রশ্নে আর দ্বিমতের অবকাশ থাকার কথা নয়। এগুলো হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

I. Month	No. of days.
Mu-har'ram.	30
Sa'far''.	29
Ra-bi''ul = Aw-wal.	30
Ra-bi''zi'ul = A-khir'.	29
Ju-ma'da'l = u-la.	30
Ju-ma'da'l = ukh-ra'.	29
Raj'ab.	30
Sha-ban'.	29
Ram'a-dan'.	30
Shaw'wal.	29
Zu'l-qa'-dah.	30
Zu'l-Hij-jah'.	29(1).

(I) In embolismic year, 30. HUGHE'S DICTIONARY OF ISLAM.

– Funk & Wagnalls New Standard Dictionery, Vol. II.

2. Muslim dares are usually designated as a (anno Hegira). For example A. H. 1335 A. D. 1916-17, from October to October. The Hijra era is lunar of about 354 days, and so is II days shorter than the Solar year.

– The Oxford History of India ; V. A. Smith ; p. 39.

এবার আমরা হিজরী শামছি বা হিজরী সৌর সনের ১২টি মাসের পরিচিতি দেবো। ইরানে প্রচলিত হিজরী শামছির ১২টি মাসের নাম হিসেবে আমরা পারসিক সনের ১২ মাসের মধ্যেই পাই। অর্থাৎ, পারসিক সন নওরোজের বারো মাসের নামই ইরানে প্রচলিত শামছি সনে ব্যবহৃত হতে দেখি। কিন্তু, আহমদীয়া জামাতের হিজরী শামছিতে আমরা পৃথক ১২টি মাসের নাম পাই। ১৯৩৯ সালে আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফার নির্দেশে প্রচলিত এই সনের বর্তমান বর্ষক্রম হলো ১৩৫৮। হিজরী কমরীর মতো হিজরী শামছিও ৬২২ সালের হিজরতের ঘটনাভিত্তিক সন এবং এই সনটিও সৌর হিসেবে গণনা পদ্ধতি অনুসারে ৬২২ সাল থেকে গণিত হয়ে আসছে। বর্তমান ঈসায়ী সন ১৯৭৯ থেকে ৬২২

www.pathagar.com

বাদ দিলেই ১৩৫৮ হিজরী শামছি পাওয়া যায়। আহমদী জামাতের হিজরী শামছির বর্ষপঞ্জির মাসের নামগুলো এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো ঃ

Significance Of Month Names In The Hijri Shamsi (Solar) Calendar.

1, Sulha (January) :

The month of January has been named "Sulha" because it was in this month that 'Sulha Hudaibiya' (Hudaibiya Armistice) was achieved. The Muslims and the Meccans agreed on a peace treaty at a place called 'Hudaibiya' and a compromise was reached between the two parties.

2. Tabligh (February) :

February has been named Tabligh (propagation) in remembrance of the Holy Prophet's letters of invitation, to accept Islam, which he sent to the rulers of different states during this month.

3. Aman March) :

It was during this month that the Holy Prophet delivered his famous sermon on the occasion of his last pilgrimage (Hajjatul Wida). This sermon was a charter of Human Liberties in which mutual respact for life and property was sanctified, old feuds and interest payments were written off and complete equality between mankind was declared. In view of this event, March is named 'Aman' which literally means security.

4. Shahadat (April) :

During this month, 70 learned and leading companions of the Holy Prophet were beguiled and martyred by non-Muslims. This gallant Muslims were "witnesses" (Shaheed) in the way of Allah. Hence the name 'Shahadat' is given to this month.

www.pathagar.com

5. Hijrat (May) :

'Hijrat' literally means "migradation". During this month, the Holy Prophet migrated from Mecca to Medina.

6. Ehsan (June) :

'Ehsan' literally means a favour of kindness. In this month the Holy Prophet showed a great favour to prisoners of the tribe of Hatim Tai by granting them pardon.

7. Wafa (July) :

'Wafa' means to fulfil a promise and to display trustworthiness. It was during this month that the companions of the Holy Prophet displayed remarkable trustworthiness when faced with unparalled hardship during the battle of Zatur Raqa.

8. Zuhoor (August) :

'Zuhoor' means to emerge and to become manifest. In this month, the Holy Prophet caused Islam to emerge from the Arab land. In other words, the shining beam of Islamic truth was made manifest beyound the borders of Arabia in this month.

9. Tabook (September) :

The famous expedition of 'Tabook' occured in this month. With the spread of Islam in the rest of Arabia, the Christian Arabs of the North became bitterly envious, consequent to which they engineered an abrotive war against the progressive Muslims. This savage plan was strongly supported by the Roman Emperor who gathered a formidable army to help the Northern Arabs fight the Muslims. On receipt of this alarming news, the Holy Prophet marched off hell in advance, spearheading 30,000 of his devoted followers to intercept the andvancing Roman army. They reached a place called 'Tabook' on the Northern border of Arabia. Here the Muslim army camped, ready to face any eventuality. When their enemies learnt of the Muslims' preparedness they lost courage and showed their back.

www.pathagar.com

10. Ikha (Obtober) :

'Ikha' means brotherhood. This was the month in which the Holy Prophet established concrete brotherhood between the Medinate Muslims (Ansars) and their immigrant brothren from Mecca. He declared that every Medinate Muslim. (Ansars) should adopt one Meccan Muslim (Muhajir) as a true brother. This was implemented.

11. Nabuwat (November) :

'Nabuwat' means Prophethood. The Holy Prophet received his first revelation of Prophethood in his month.

12. Fatah (December, :

'Fatah' means victory. December has been named Fatah' becuse in this month the Holy Prophet glorlously entered Mecca at the head of 10,000 devotees.

বিভিন্ন সন-সাল-অব্দের ইতিহাসের মাস-দিনের নামকরণে নানান ধরনের বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি অনুসৃত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সনের ভূগোল বা বঙ্গাব্দের খগোল অনুসরণে মাসের নামকরণ হলেও হিজরী সনের মাসের নামকরণে অধ্যাত্মবাদই মূর্ত হয়েছে। পূর্ব-সূরীদের ঐতিহ্য ও আদর্শ অনুসারে মাসের নামকরণে এই মানসিকতা একেশ্বরবাদী চেতনার ধারক, বাহক ও দ্যোতক। হিজরী সনের মাসগুলো নিম্নে প্রচলিত আপ্তবাক্য হচ্ছে ঃ

মহরম ডাহের চাঁদ দশদিনে খানা
শফর তেরিজ চাঁদ ত্রিশ দিনে মানা
রবিউল আউয়াল ওয়াফতের চাঁদ বারদিনে বাতি।
রমজানের চাইর চাঁদে করিবেক সাদি
শাবানে সোবরাতের চাঁদ চৌদ্দদিনে বাতি।
তার পরের দিন করিবেক সাদি।
রমজানেতে রোজা ধর সওয়ালেতে ঈদ।
জ্বিলকদেতে কাম নাই জ্বেলহজ্জে বকরিদ।

প্রাচীন আরবীয় সনের ইতিহাসে আমরা হবুতি সন, হস্তী সন ইত্যাদির নাম পাই। এই প্রাচীন সনগুলি ছিল নিছক আঞ্চলিক ও ঘটনাভিত্তিক। দলীয় স্বার্থ বা গোত্রের নাম-যশের জন্যই সীমিত

www.pathagar.com

জনপদে ছিল এগুলো ব্যাপ্ত। প্রাচীন আরবীয়গণের একটি পূর্ণাঙ্গ মাস তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল। এথেকে হিজরী সনের মাসগুলোকে খুঁজে পাওয়া ভার। এভাবে বিভিন্ন আরবীয় সনের দিন-মাসের সাথে সমতা ছিল না এবং হিজরী সনের মাসের নামের সাথেও এগুলোর সাদৃশ্য দেখা যায় না। প্রাচীন আরবী সনের নাম হচ্ছে ঃ

১। আল-মুতামির	২। নাইজির	৩। খাওয়াএন
৪। বুচ্‌চেন	৫। হানম বা হান্‌তুম	৬। জেবা বা জুব্বি
৭। আল আছামম্‌	৮। আ'দিল	৯। নাফিক
১০। ওয়াগল	১১। হোয়ারে	১২। বোরাক

ইতিহাসবিদদের মতে 'রমজ' বা পুড়ে ফেলা থেকে জাত হিজরী সনের নবম মাস 'রমজান' এসেছে ইসলাম পূর্বকালে প্রচলিত 'নাতক' নামে প্রচলিত মাস থেকে। ঠিক প্রাক-ইসলাম যুগের দুটো মাসের নাম ছিল 'মুতামার' এবং 'ফাজিজাম'। ইসলাম-উত্তরকালে 'মুতামার' থেকে মুহররম এবং 'ফাতিজাম' থেকে সফর এসেছে হিজরী সনের ১ম ও ২য় মাস হিসেবে। প্রাচীন আরবীয়গণের সপ্তম ও অষ্টম মাস 'আল আছমম্‌' ও 'আদিল' থেকেই এসেছে হিজরী সালের সপ্তম ও অষ্টম মাস 'রজব' ও 'শাবান' মাস। হিজরী সনের মাসগুলোর নামকরণের পটভূমিতে রয়েছে ধর্মীয় এবং সামাজিক ঐতিহ্যমণ্ডিত তাৎপর্য। প্রাক-ইসলাম যুগেও এই মাসগুলো সৌরমানে গণিত হতো নামান্তরে মাত্র। তবে বেশীর ভাগ মাসের নামই ইসলামোত্তর কালে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির সাথে সম্পৃক্ত রেখে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। প্রাচীন আরবের 'লাতিরা' নামক বলি-উৎসর্গ উৎসব 'রজব' মাসে অনুষ্ঠিত হতো বলে 'রাজাবিয়া' উৎসবের নামান্তর থেকে রজব মাসের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। আসলে ইসলামের আবির্ভাবে ধর্মানুষ্ঠানগুলি চাঁদের সাথে সম্পর্কমুক্ত হয়ে যাবার ফলে ইসলাম-পূর্বকালের মাসগুলো চান্দ্র মাসে পরিণত হয়ে পড়েছে।

শুধু মুসলিম বিশ্বই নয় চান্দ্র হিসেবে অর্থাৎ চান্দ্রমানে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের পর্বানুষ্ঠানগুলো হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত রয়েছে এবং হচ্ছে। বঙ্গাব্দ,

www.pathagar.com

বুদ্ধাব্দ, মহাবীরাব্দ, নানকাব্দ, গৌরাব্দ ইত্যাদি আলোচনা করলে চান্দ্রমানে গণিত চান্দ্রসনের বিচিত্র পরিচিতি অনায়াসলভ্য। সুধী পাঠকদের অবগতির জন্য প্রাচীন আরবী, পারসিক, সিরীয় মাসগুলোর নামের সাথে আমাদের ইসলামী মাসের নামের একটি তালিকার মাধ্যমে পার্থক্যটুকু সহ ক্রম-বিবর্তন লক্ষ্যণীয় ঃ

প্রাচীন আরবীয় সন	পারসিক সন	সিরীয় সন	হিজরী সন
১। আ'ল মুতামির	ফেরীদুন	কানুন-উস্-সানি	মুহররম
২। নাইজির	আদিবিহিশ্ত	শুবাত	সফর
৩। খাওয়াএন	খুর্দাদ	আজার	রবি-উল-আউয়াল
৪। বুচ্চেন	তীর	এরসান	রবি-উল-আখির
৫। হান্‌ম বা হান্‌তুম	মুর্দাদ	আইয়ার	জমাদি-উল-উলা
৬। জেবা বা জুব্বি	শাহরিয়র	হাজিরান	জমাদি-উল-উখরা
৭। আ'ল আছামম্	মিহির	তমুজ	রজব
৮। আ'দিল	আবান	আব	শাবান
৯। নাফিক	আজার	আয়লুল	রমজান
১০। ওয়াগল	দে	তিসরিন-উল আউয়াল	শওয়াল
১১। হোয়ারে	বাহমন	তিসরিন-উস-সানি	জিলকদ
১২। বোরাক	ইসপন্দর	কানুন-উল-আউয়াল	জিলহজ্জ

হিজরী সনের মাস তালিকা প্রাচীন আরবীয় সনের মাস তালিকা দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয়নি। বরং হিজরী সনই মলমাস ইত্যাদি বাদ দিয়ে অধিকতর সুষ্ঠু গণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। হিজরী গণনা রীতিতে পারসিক সনেরও প্রভাব কম-বেশী রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সিরীয় মাস-তালিকা ও বর্ষগণনা পদ্ধতি পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় সনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন সিরীয় বর্ষ শুরু হতো বর্তমান মাস-তালিকা অনুসারে দশম সংখ্যক মাস তিসরিন-উল-আউয়াল থেকে। বর্ষটি শেষ হতো আয়লুল মাসে অর্থাৎ

www.pathagar.com

উপরের তালিকা মতে নবম মাসে। উল্লেখ্য এই যে, প্রাচীন খ্রীষ্ট ও আরবী সনের মতো সিরীয় সনও দশমাসে গণিত হতো। সানিযুক্ত মাস দু'টো অর্থাৎ তিসরিন-উস-সানি ও কানুন-উস-সানি পরবর্তী-কালে সংযোজিত হয়েছে। সানি শব্দের অর্থ শেষ।

রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস প্রথম পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক হিসেবে দশ মাসে বছর গণনারীতি চালু করেন। এক পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত চান্দ্রমানে বছর গণনারীতিতে তখন একটি বছরে দিন সংখ্যা ছিল ৩০৪ দিন মাত্র। গ্রীক জ্যোতির্বিদ নোমা পম্পিলিয়াস খ্রীষ্টপূর্ব ৭১৫-৬১২ অব্দে প্রথম বারোমাসে বর্ষ গণনারীতি নির্দিষ্ট করেন। রোমুলাসের দশমাসের বছরের অসুবিধা দূরীকরণের তাগিদ নিয়ে সিজার জুলাই ও আগষ্ট মাস দু'টো পরবর্তীকালে সংযোজন করেন। আমাদের হিজরী সনেও অনুরূপ দশটি মাসে বছর গণনা-রীতি চালু ছিল। পরবর্তীকালে রবি-উল-আউয়ালের পর রবি-উল-আখির এবং জমাদি-উল-উলার পর জমাদি-উল-উখরা মাস দু'টো সংযুক্ত হয়। এবং সংযোজিত মাস দু'টো যথাক্রমে শেষ বসন্ত এবং শেষ শুকনো মাসের নামেই তাদের পরিচিতি ও স্বমহিমতার প্রমাণ দান করে।

পরিবর্তন সাধনের ফলে প্রাচীন সিরীয় বর্ষের রূপ খ্রীষ্টীয় সনের সাথে সংগতি রেখে অভিনব ভাবে মিলে গেল। নতুবা গণনারীতিতে সিরীয় বর্ষ শুরু হলো কানুন-উস-সানি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সনের জানুয়ারী মাস এবং ডিসেম্বর বা বছরের শেষ মাসের মতো। সিরীয় বছরের শেষ মাসটি হচ্ছে কানুন-উল-আউয়াল। প্রাচীন সিরীয় বছরের প্রথম মাসটি কিন্তু এখনো সিরীয় ধর্মীয় সালের প্রথম মাস তিসনিন-উল-আউয়াল বা ১লা অক্টোবর থেকে আরম্ভ হয়ে থাকে।

হিজরী সন থেকে খ্রীষ্টাব্দ বা ইসায়ীসন এবং খ্রীষ্টিয় সন থেকে হিজরী সন বের করার, সহজতর পদ্ধতি দুটো তুলে ধরা হলো। তবে, এভাবে হিসেব করার আগে ভুলে গেলে চলবেনা যে ঃ

১। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিজরী সনের গণনা শুরু।

২। হিজরী সন খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১ দিন কম।

৩। ৩৫৪ দিনে হিজরী সন এবং ৩৬৫ দিনে হয় ঈসায়ী সন।

www.pathagar.com

এবার এই তিনটি উপাদান নিয়েই আমরা গাণিতিক নিয়মে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কত হিজরী এবং ১৩৯৮ হিজরীতে কত খ্রীষ্টাব্দ ছিল বের করছি। প্রথমেই ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কত হিজরী ছিল, অংক করে দেখা যাক ঃ

খ্রীষ্টাব্দ ঃ ১৯৭৭
হিজরী শুরুর খ্রীষ্টাব্দ ঃ ৬২২
১৩৫৫

১১ দিন করে কম
প্রতি বছরের দিন ঃ ১৩৫৫ × ১১
= ১৪৯০৫ দিন।

৩৫৪ দিনে চান্দ্র বছর হিসেবে ঃ ১৪৯০৫ ÷ ৩৫৪,
= ৪২ বছর।

এবার, ১৯৭৭—৬২২ = ১৩৫৫ এর সাথে ভাগফল ৪২ যোগ করিলেই (১৩৫৫ + ৪২) = ১৩৯৭ হিজরী সন মিলে। অতএব, ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৯৭ হিজরী সন ছিল।

(যেহেতু খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে হিজরী গণনা শুরু হয়ে থাকে, সেইহেতু ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৯৭/৯৮ হিজরীর হিসেব মেনে নেওয়া যায়।)

এবার হিজরী ১৩৯৮ সনে কত খ্রীষ্টাব্দ ছিল, দেখা যাক ঃ

হিজরী ঃ ১৩৯৮
হিজরী সনের শুরুর খ্রীষ্টাব্দ ঃ ৬২২
২০২০

১১ দিন করে বেশী
প্রতি সৌর বছরের ঃ ১৩৯৮ × ১১
= ১৫৩৭৮ দিন।

৩৬৫ দিনে সৌর বছর হিসেবে ঃ ১৫৩৭৮ ÷ ৩৬৫,
= ৪২ বছর।

এবার, ১৩৯৮ + ৬২২ = ২০২০ এর সাথে ভাগফল ৪২ বিয়োগ

www.pathagar.com

করলেই (২০২০—৪২)=১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ মিলে। অতএব, ১৩৯৮ হিজরী সনে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল।

(যেহেতু হিজরী সন ঈসায়ী সনের শেষের দিকে শুরু হয়ে থাকে, সেইহেতু ১৯৭৮/৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৯৮/৯৯ হিজরী সনের গণনা সমীচীন বলে মনে করা চলে।)

হিজরী সনের সাথে এভাবে গাণিতিক নিয়মে ঈসায়ী সনের হিসেব বের করা যায়। ৬২২ সাল এবং ১১ দিন সহ ৩৫৪ এবং ৩৬৫ দিনের সাথে পরিচিতি এবং তার পার্থক্যটুকু জানা না থাকলে হিজরী সন থেকে ঈসায়ী সন কিংবা ঈসায়ী সন থেকে হিজরী সনের হিসেব বের করা সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রসঙ্গত ঃ এখানে কত হিজরীতে কত খ্রীষ্টাব্দ অথবা হিজরী সনের বর্ষ সংখ্যার সাথে খ্রীষ্টীয় সনের সংখ্যা জানা বা বের করার জন্য সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষালের প্রবর্তিত পদ্ধতিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ক = খ্রীষ্টাব্দ।

খ=হিজরী সন।

এবার গণনা অনুসারে,

ক=৯৭০২২৪ × খ + ৬২১·৫৭৭৪,

অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ = ৯৭০২২৪ × হিজরী বর্ষ সংখ্যা + ৬২১·৫৭৭৪,

ক ও খ (ক × খ) এর গুণ ফল যা দাঁড়াবে সেই গুণ ফলটির অংকের ডান দিক থেকে মোট ছয়টি সংখ্যার পর দশমিক (·) বিন্দু বসাতে হবে এবং তারপর যোগ দেওয়া হবে।

যোগ শেষে পূর্ব সংখ্যাসহ খ্রীষ্টাব্দ হবে।

যেমন, ধরে নেওয়া যাক,

খ = (হিজরী সন) ১৩৯৮ হিজরাব্দ, আমরা জানতে চাই ১৩৯৮ হিজরীতে কত খ্রীষ্টাব্দ হবে।

এবার ঘোষালের পদ্ধতি মতো শুরু করি ঃ

খ্রীষ্টাব্দ=৯৭০২২৪ × খ অর্থাৎ ১৩৯৮ হিজরী সন,

=১৩৫৬৯৭৩১৫২ + ৬২১·৫৭৭৪,

এবার,

www.pathagar.com

এবার,

গুণফল অর্থাৎ ১৩৫৬৯৭৩১৫২ ডানদিক থেকে মোট ছয়টি সংখ্যার পর দশমিক বিন্দু বসানোর পর সংখ্যা দাঁড়াবে ১৩৫৬'৯৭৩১৫২। এখন, এই সংখ্যার সাথে পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ,

ক=৯৭০'১২৪ × খ + ৬২১'৫৭৭৪, তাহলে যোগফল হচ্ছে ঃ

১৩৫৬'৯৭৩১৫২

৬২১'৫৭৭৪

১৯৭৭'৫৫০৫

এবার, দশমিক বিন্দুর পরবর্তী ডান দিকের অংশ ছেড়ে দিলে আমরা পাই ১৯৭৭ সংখ্যা। অতএব, ১৩৯৮ হিজরী=১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ।

সূর্য আর চন্দ্রকে নিয়েও আমাদের মধ্যে একটি অজ্ঞতাসুলভ একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। অনেকেই চন্দ্রকে আপন করে নিয়েও সূর্যকে পর মনে করেন। তাদের কাছে চান্দ্রমানে গণিত চান্দ্রসন ইসলামী এবং সৌরমানের সৌরবর্ষ অ-ইসলামী। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাটুকু কিন্তু শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কোন প্রতীক হিসেবে সূর্যকে দেখে কিংবা পতাকায় চাঁদের বদলে সূর্যকে দেখলে এরা প্রায় ক্ষেপে যেতে চান। কারণ ঐ একই,—চন্দ্র ইসলামী আর সূর্য অ-ইসলামী। কিন্তু বিজ্ঞান সূর্য ছাড়া চাঁদকে ভাবতেই পারে না এবং পবিত্র কুর'আনে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সূর্য ও চন্দ্রকে কয়েকটা গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার বদৌলতে আমরা বর্ষ গণনা করতে পারি।

আসলে প্রখর তাপদাহ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আরবরা দিনের বদলে রাতকেই আপন করে নিয়েছে বেশী। তাই তারা অগ্নিক্ষরা সূর্যকে স্ত্রী-লিঙ্গ করে সুশীতল চাঁদকে করেছে পুংলিঙ্গ এবং সূর্যের চেয়ে চাঁদের প্রভাবই তাই তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাব বেশী ফেলেছে। আমরা ইতিহাস পাঠে না গিয়ে এবং সত্যিকার ইতিহাস চর্চা না করে গুজব, কাহিনী ও কিংবদন্তী ভিত্তিক অপপ্রচারকেই প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে থাকি, ফলে, বাস্তব ও সঠিক ইতিহাস থেকে আমরা অনেক দূরে পড়ে থাকি। ইতিহাস আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার আগেই আমরা ইতিহাসকে প্রভাবিত করি এবং তা করতে গিয়েই যে ভুল

www.pathagar.com

আমরা করে থাকি সেই ভুলেরই শিকার আমরা না হয়ে পারি না। সূর্যকে দিন-ক্ষণ, পল-বিপল গণনায় গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই বলেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে চাঁদের হিসেবটি সূর্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। সূর্যের অবদান অনস্বীকার্য বলেই 'তৌজিয়ে মারাম' নামক উর্দু গ্রন্থের বিয়াল্লিশ সংখ্যক পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিটি প্রাসংগিক বলে মনে করি ঃ

"সুরুজ বহেকমতে কামেলা এ এলাহি সাতছো তিস্তায়েনাত মে আপনি তে মুতাশাক্কিল করকে দুনিয়া পর মুখতালিফ কিছমুকী তাছি-রাত ডালতা হায় ঔর হর এক মুতাশাক্কিল কি ওজাছে এক খাছ নাম উছকো হাসিল হায়.....তে ইছকো কভি দিন কহেগেঁ ঔর কভি রাত। কভি ইসকা নাম এতোয়ার রাখেগী ঔর কভি পীর। ঔর কভি শান্ন ঔর কভি ভাদো, কভি আছোজ, কভি কাতক। গরজ ইয়ে ছব সুরজ কি হি নাম হায়।"

অর্থাৎ, স্রষ্টার পূর্ণ শক্তির প্রভাবে সূর্য সাতশত ত্রিশটি গতিপথ অতিক্রম করে পৃথিবীর উপর নানারূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সূর্যের এইসব অবস্থানগুলোকে বা এসব সূর্যাবস্থানকে এক-একটি নাম দেওয়া হয়ে থাকে.....কখনো দিন, কখনো রাত, কখনো এর নাম রবি, কখনো সোম। আবার কখনো শ্রাবণ, কখনো ভাদ্র, কখনো আশ্বিন, কখনো কার্তিক। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সূর্যের-ই বিভিন্ন নাম।

আমাদের নৈমিত্তিক আর অবধারিত প্রয়োজনকে সনিষ্ঠ হৃদ্যতার সাথে বিচার করতে গিয়ে আমরা যদি পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে গড়ি, কিংবা হয়ে পড়ি আবেগ-প্রবণ, তাহলে সমস্যার সমাধান লাভ না করে বরং সমস্যার আবর্তেই ঘুরপাক খেতে থাকব। আমরা যেন ভুলে না যাই সূরা ৫১ এর ৪৯ ক্রম আয়াতকে ঃ

"ওয়ামিন কুল্লেসিয়ান খালাক না যাও জাইন।" অর্থাৎ, প্রতিটি বস্তুকেই আমি জোড়া জোড়া করে তৈরী করেছি। যেমন, চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, সাদা-কালো, আসমান-জমিন।

ইসলাম উত্তরকালে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে আরবে চাঁদকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে, চাঁদকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠানগুলো পালিতব্য, গণিতব্য ও অনুষ্ঠেয় বিবেচনা করেই সৌরমাসগুলোকে চান্দ্রমাসে পরিবর্তিত করে হিজরী সনের ব্যবহার করা হলো। কিন্তু তাই বলে

www.pathagar.com

হিজরী সনের পঞ্জিকায় সৌরমান, সৌরদিন, সৌরমাস, সৌরবর্ষ ইত্যাদি যে একেবারেই অনুপস্থিত কিংবা চাঁদের মতো হিজরী গণনারীতিতে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সূর্যের গুরুত্ব যে মোটেই নেই, তা নয় এবং কোন ভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না। এ নিয়ে অজ্ঞতার সুযোগে ইসলাম আর হিজরাব্দে, ধর্ম ও অনুষ্ঠানে, আচার এবং ব্যবহারে বিরক্তি ও বিভ্রান্তির অবকাশ রয়ে গেছে। অর্থাৎ, চাঁদ ছাড়া সূর্যের ব্যবহারিক সত্যতা ও গুরুত্বকে আমরা মোটেই আমল দেই না। চন্দ্র ও সূর্য সম্বন্ধে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

ক। হুয়াল্লাজি জা'আলাশ্ শাম্ছা জিয়া অঁাওয়াল কামারা নুঁরাও ওয়াকাদ্দারাহু মানা যিলা লিতালামু আদাদাহু ছিলি না ওয়াল-হিছাবা। —সূরা ইউনুস।

অর্থাৎ, আল্লাপাক সূর্যকে জ্যোতির্ময় এবং চান্দ্রকে আলোরশ্মি-রূপে সৃষ্টি করে কয়েকটি গতিপথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছর ও সময় কালের হিসাব জানতে পার।

খ। ইয়াছ আলুনাকা আনিল আহিল্লাতে, কুল, হিয়া মাওয়াকিতু লিন্নাছে ওয়াল হাজেজ। — বাকারা।

অর্থাৎ, চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্নকারীদেরে জবাবে জানিয়ে দাও যে, চাঁদ মানুষের সাধারণ কাজ-কর্মে, বিশেষ করে হজ্জ অনুষ্ঠান—সময় নির্ধারণে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ।

প্রসংগতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হজ্জ-রোজা ইত্যাদি চান্দ্র-মানের সাথে সম্পর্কিত হলেও নামাজ (সালাত), সেহ্‌রি, ইফ্‌তার ইত্যাদি আবার সৌরমানেই গণিত ও প্রচলিত হয়ে আসছে। হিজরী সনের আগে আরবের প্রচলিত সন-সাল সম্পর্কে বিশ্ব-নবীতে গোলাম মোস্তফা বলেছেন, "হযরতের জন্ম সময়ে আরবে কোনই সন তারিখ ছিল না। বর্তমানে যে হিজরী সন চলিতেছে, তাহাও হযরতের জন্মের ৫২ বৎসর পর (অর্থাৎ ৬২২ খ্রীস্টাব্দে) আরম্ভ হয়।"

এ প্রসঙ্গে গোলাম মোস্তফা আরো বলেছেন ঃ "এখন যে পদ্ধতিতে হিজরী সন গণনা করা হইতেছে হযরতের জন্ম সময়ে সেই পদ্ধতিতেও আরবী বর্ষ গণনা করা হইত না। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর একরূপে গণনা করা হইত, তৃতীয় বৎসর অন্যরূপে গণনা করা হইত। প্রথম দুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ৩৫৪ দিন থাকিত এবং তৃতীয় বৎসরে

www.pathagar.com

৩৮৪ দিন থাকিত। এইরূপে প্রতি তিন বৎসরের গড় ধরিলে তবে এক বৎসরে ৩৬৪ দিন পাওয়া যাইত, যথা : (৩৫৪+৩৫৪+৩৮৪) +৩=৩৬৪। অন্য কথায় প্রথম দুই বৎরের প্রত্যেকটিতে ১০ দিন করিয়া কম থাকিত এবং প্রতি তৃতীয় বৎসরে ৩০ দিনের একটি অতিরিক্ত মাস জুড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপে গোঁজামিল দিয়া প্রতি তিন বৎসরান্তে সৌর ও ছান্দ বর্ষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হইত।"

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিজরী-পূর্ব আরবে প্রচলিত বর্ষ গণনারীতি অনুসারে ১ম বছরের ৩৫৪ দিন ও দ্বিতীয় বছরের ৩৫৪ দিন-এর সাথে তৃতীয় বছরের ৩৮৪ দিনের পদ্ধতি ছিল, তা থেকে কেবল অতিরিক্ত মাসটির ৩০ দিনকে বাদ দিলেই সবগোল চুকে যায়। এই তিন বছরের একত্রে দিন সংখ্যা হচ্ছে :

১ম বছরের ৩৫৪ দিন
২য় ,, ৩৫৪ ,,
৩য় ,, ৩৮৪ ,,
মোট ১০৯২ দিন

অথচ ৩০ দিনের পুরো মাসকে বাদ দিলে পাওয়া যায় ৩টি বছরের দিন সংখ্যা=১০৯২ দিন—৩০ দিন=১০৬২ দিন আবার এই ৩০ দিনকে বাদ না দিয়ে ৩টি বছরের মোট দিন সংখ্যাকে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করলে ফল দাঁড়ায় :

মোট দিন সংখ্যা : ৩৫৪+৩৫৪+৩৮৪=১০৯২।

সমান তিনটি বিভক্তি=১০৯২÷৩=৩৬৪ দিন।

৩৬৪ দিনে চান্দ্র বর্ষও হয় না, সৌর বর্ষের দিন সংখ্যাও ৩৬৪ দিন নয়। এই বিভ্রান্তি এড়াতেই আরবীয় বর্ষের তৃতীয় বছরটি থেকে অতিরিক্ত মাস বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তৃতীয় বছরের দিন সংখ্যা ৩৮৪ থেকে অতিরিক্ত মাসের ৩০ দিনকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে মৌলিকতার দরুনই আমরা পরবর্তীকালে মল মাস রহিত করণের প্রয়াস দেখতে পাই।

যেহেতু হিজরী সন চাঁদের উদয়াস্তের সাথে অন্বিষ্ট অর্থাৎ, চাঁদ দেখে হিজরী সনের চুলচেরা হিসেব রাখা হচ্ছে, সেহেতু সনটি চান্দ্র

www.pathagar.com

এবং সূর্যের সাথে সম্পর্কিত বিধায় খ্রীষ্টাব্দ বা ঈসায়ী সন সৌরবর্ষ। বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত সন বুদ্ধাব্দে কিন্তু প্রতি তিন বছরে ১৩ মাসের বছর গণনা করা হয়ে থাকে। ঠিক একই ধরনের মলমাস গণনারীতি চালু রয়েছে শ্রীচৈতন্যাব্দে। মলমাস গণনারীতিতে শ্রীচৈতন্যাব্দ বা গৌরাব্দে দ্বিমত বর্তমান। একাদশ হিজরী থেকে হিজরী সনে মলমাস রহিতকরণ দূরদর্শীতারই পরিচয় বহন করে।

www.pathagar.com

সাত ঃ হিজরী সালের মলমাস প্রসঙ্গ

"আমাদের দেশে সৌরমাস ও চান্দ্রমাস উভয়ই প্রচলিত। এক সৌরমাসের মধ্যম মান ৩৩'৪ দিন, এক চান্দ্রমাসের মধ্যম মান ২৯'৫ ; সুতরাং এক সৌর বৎসরে ১২ চান্দ্র মাস হইয়া আরও ১১ দিন বেশী হয় এবং প্রায় তিন বৎসরে উহা প্রায় এক চান্দ্রমাসের সমান হয়। এইভাবে কোন সৌরমাসে যদি ২টি শুক্লা প্রতিপদের আরম্ভ হয় তবে পূর্বের চান্দ্রমাসকে মলমাস বা অধিমাস বলিয়া পরিত্যাগপূর্বক পরবর্তী মাস হইতেই ধর্মকার্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে। কৃচিৎ এরূপ কোন সৌরমাস হইতে পারে যে তাহাতে কোনও শুক্লা প্রতিপদের আরম্ভ হয় না। এরূপ মাসকে ভানু লঙ্ঘিত মাস বলে। কোন সময়ে ভানু লঙ্ঘিত মাস হইলে তাহার পরেই এক অধিমাস হইয়া সৌর চান্দ্র মাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়া থাকে।"

—গ্রহ গণিত ; রাজেশেখর সেন ; পৃ ঃ ১৩৩।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে মলমাসের প্রসঙ্গে কিছু তথ্যবহ বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো। মলমাস বিষয়ক এহেন গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বক্তব্য অনায়াসেই সুধী পাঠকদের কাছে আমাদের এহেন আলোচনার সমীচীনতার পক্ষে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস করি ঃ

1. There is a reason to believe that the (Arabic) year was originally lunar and so continued till the begining the fifth centuary when the imitation of the Jews it was turned by the interjection of a month at the close of every third year into a luni-solar period.

—The Life of Muhammed ; W. Muir ; p. CII.

2. No independent chronological investigations have been undertaken in connexion with this study of the life of Muhammad, since the disputed points hardly affect the general picture. The first main point in dispute is whether the Muslims observed intercalary months during the first ten years at Medina. Intercalation was forbidden at the pilgrimage at the end of the year 10, and therefore it may be

www.pathagar.com

taken as certain that the first day of the year II corresponded to 29 March 632. Without intercalation, then, the begining of the era of the Hijrah (that is the first day of the year in which Muhammed migrated to Medina) would be on 16 July 622. Even if the Muslims observed intercalary month (presuably three) during the ten years, it is almost certain that statements in the sources are made on the basis of orthodox Muslim reckoning, with no intercalation, since scholars in the second Islamic century would overlook intercalation or deliberately reject it. Orthodox reckoning also fits in best with a number of statement in the sources.*

* For a defence of this position see Caetani, Ann, i, 345—60. The position is apperently admitted by H. Amir 'Ali The First Decade in Islam', Muslim world, XIIV. 136).

—Muhammad At Medina ; W. M. Watt ; p. 339.

3. The ancient Arabs observed the lunar of 354 days, 8 hours, 48 seconds divided into twelve months of 29 and 30 days alternately. In order to make them agree with the solar year of the neighbours, the Greeks and Romans, they added a month every third year. This intercalation was called Nasi, and although it was not perfectly adject, it servex to maintain a sort of co-relation between the denomination of the months and the seasons. Since the suppression of the Nasi, on account of the orgies and various heather rites observed in the intrecalary years the names of the months, have no relation to the seasons.

—The Spirit of Islam : S. A, Ali ; p. 50.

4. The abolition of intercalary months is a slight change introduced under Muhammad which has given a definite stamp to Islamic civilization. The pre-Islamic Arabs observed the lunar months, but kept their calendar in line with the solar year by introducing intercalary months where necessary. This matter is referted to in a passage of the Qur'an ;

www.pathagar.com

Twelve is the number of the months with God, (written) in God's book on the day when He created the Heavens and Earth ; of these four are secred ; that is the eternal religion : so do not wrong each other in them ; but fight polythesists continuously, as they fight you continuously, and know that God is with those who act piously. The posponement of (the intercalary month– Nasi) is simply an increase of unbelief, in which those who have disbelieved go astray ; they make it free (not-secred) one year and sacred another, that they may make adaptable the number of what God hath madesacred, and may make free (not-sacred) what God hath made sacred—9.36 p.f.

—Muhammad At Medina ; W. M. Watt ; p, 299-300.

"আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা প্রথমে পূবের গতিবিধি দেখিয়া মাস বা বৎসরের হিসাব করিতেন না। তাঁহারা চাঁদকে চিনিতেন এবং রাশিচক্রের উপর দিয়া চাঁদের গতি দেখিয়া সময় ভাগ করিতেন ইহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, চাঁদের এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমায় আসিতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাঁহারা এই সময়টাকেই মাস নাম দিলেন।.....বার চান্দ্র মাসে তিনশত ষাটই তিথি থাকে। কিন্তু তিথিগুলি একদিনের চেয়ে সাধারণতঃ ছোট। এই জন্য দিনের হিসাব করিলে বার চান্দ্র মাসে ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টার বেশী সময় থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের তিথির বৎসর অর্থাৎ, চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টায় শেষ হইয়া থাকে।"

—নক্ষত্র চেনা, অধ্যাপক রায়সাহেব জগদানন্দ রায়, পৃঃ ৬৯।

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, ইসলাম-পূর্ব আরবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের যথাক্রমে ৩৫৪ + ৩৫৪ + ৩৮৪ দিন সমান হচ্ছে ১০৯২ দিন। এই ১০৯২ দিন থেকে তৃতীয় বছরের (৩৮৪—৩৫৪ =) ৩০ দিনের একটি মাসকে বাদ দিলেই আমরা একুনে ৩৫৪ × ৩ = ১০৬২ দিনের তিনটি চান্দ্র বর্ষ পেয়ে থাকি। আবার, ১০৯২ দিনকে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করলে আমরা (১০৯২ ÷ ৩ =) ৩৬৪

www.pathagar.com

দিনের তিনটি সৌরবর্ষ পেয়ে থাকি যদিও সৌরবর্ষের একদিন এতে নেই। ১০৯২ থেকে ১০৬২ দিন বিয়োগ করলে আমরা পাই ৩০ দিন এবং ১০৬২ দিনকে পৃথক তিনটি ভাগ করলে পাই (১০৬২÷৩=) ৩৫৪ দিনের তিনটি চান্দ্রবর্ষকে।

খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন গণনারীতি অনুসারে যে ভাবে দশ মাসে বছর গণনা করা হতো ঠিক আরবী সাল তেমনি প্রাচীন কালে দশ মাসে গণিত হতো। খ্রীষ্টাব্দে যেমন জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস দুটো পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়ে বার মাসের ঈসায়ী সন করলো, তেমনি প্রাচীন আরবী সনের রবিউল আউয়ালের পর রবিউল আখের এবং জমাদিউল-উলার পর জমাদিউল উখরা পরবর্তীকালে ইসলামী সনে সংযোজনী লাভ করে। রবিউল আখের এবং জমাদি-উল-উখরা মাস দুটো ছাড়া বাকী দশ মাস নিয়েই আরবী সনের গণনারীতি পদ্ধতিগত ভাবেই চালু ছিল। এ-ছাড়াও প্রাচীন আরবীয় বর্ষ গণনা-রীতিতে মলমাসের প্রচলন ছিল। ১১শ হিজরীর পর থেকে মল মাস ইসলামী সনে প্রচলিত থাকেনি এবং তখন থেকেই মলমাস ব্যতি-রেকেই হিজরী সন গণনা করা হয়ে আসছে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, মলমাস নিয়ে প্রাচীন আরবীয় বর্ষ গণনারীতিতে বিভ্রান্তির অবকাশ ছিল বলেই তার সুরাহা করতে হিজরীকে অর্থাৎ, হিজরী সনকে দশম হিজরী সাল পর্যন্ত মলমাসসহ গণনা করা হলেও একাদশ হিজরী থেকে হিজরী সনে মলমাস ব্যবহার রহিত ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রতি তিন বছর অন্তর একটি মাসকে বাদ দেওয়ার রীতি অনুসারেই মলমাস বা অধিমাস বা ক্ষয়মাস তৎকালে গণিত হতো। যে বছর ক্ষয়মাস পড়ে সেই বছর দুটো অধিমাস হয়ে থাকে এবং দুই সংক্রান্তির অর্থাৎ অমাবস্যাযুক্ত ও রবিসংক্রান্তি বর্জিত মুখ্য চান্দ্র মাসই হচ্ছে মলমাস। মলমাসের প্রাচীন নামই হচ্ছে মলিম্লুচ বা সংসর্প। মলিম্লুচ শব্দের অর্থ হচ্ছে চৌর। চৌরের মত চৌর্যবৃত্তির জন্য এই মাসটি বার মাসের মধ্যে এসে পড়তো। তিন বছর পর একটি মলমাস বা অতিরিক্ত ত্রিশটি দিন যোগ করলেই তিনটি চান্দ্র বর্ষ তিনটি সৌরবর্ষে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণ সৌরসন হিসেবে গণিত হতো ঃ

www.pathagar.com

বছর	বর্ষসংখ্যা	বর্ষদিন	মলমাস	মোটদিন
সৌর	৩	৩৬৫	নেই	১০৯৫ দিন।
চান্দ্র	৩	৩৫৫	+৩০	১০৯৫ দিন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মূলতঃ মলমাস নিয়েই শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে।

চান্দ্র-বর্ষ অপেক্ষা সৌরবর্ষের কাল পরিমাণ ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বেশী বলে পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। তাঁরা আরও বলেন যে, যেহেতু চন্দ্রের গতি অনুসারেই চান্দ্রমাস ও বর্ষ গণিত হয়ে থাকে, সেই হেতু প্রাতঃকালে চন্দ্রের সংক্রমণ হলে ৩৫৪ দিনে এবং রাত্রিতে চন্দ্রের সংক্রমণ হলে ৩৫৫ দিনে এক চান্দ্রবর্ষ হয়।

"আমাদের পূজাপার্বণ, ব্রত-উপবাস, শ্রাদ্ধ-শান্তি সকলেই চান্দ্র-দিনের হিসাবে অর্থাৎ তিথি অনুসারে চলে……। প্রতি বৎসরই পূজা-পার্বণের দিন, আগেকার বৎসরের তুলনায় প্রায় এগার দিন করিয়া তফাৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই তফাৎকে কখনও চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া হয় না। চান্দ্র বৎসর প্রতি চলিত বৎসরে প্রায় এগার দিন বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বৎসরে সাড়ে বত্রিশ দিন তফাৎ হইয়া পড়ে, তখন একটা চান্দ্র মাসকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়। সংক্রান্তির পর হইতে অর্থাৎ সূর্য যখন এক রাশি ছাড়িয়া অন্য রাশিতে প্রবেশ করে, তখনই মাসের আরম্ভ হয়। কিন্তু চান্দ্র ও সূর্যের গতির গোলযোগ এমন মাসে ঘটে, যাহাতে সংক্রান্তি হয় না। এই রকম অমান্ত মাসকেই বাদ দিবার নিয়ম আছে। এই বাদ দেওয়া চান্দ্র মাসকে কি বলে?……ইহাকে বলা হয় মলমাস বা অধিক মাস। এই মাসটিকে হিন্দুরা মাস বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। কোন যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্বণ, হোম বা অন্য শুভ কার্য মলমাসে করা হয় না।"

—নক্ষত্র চেতনা, অধ্যাপক রায়সাহেব জগদানন্দ রায়, পৃঃ ৭৩।

হিজরী সনের মলমাস ব্যবহার ও তা' রহিত করণের ব্যাপারে গোলাম মোস্তফার উদ্ধৃতি প্রণিধেয়ঃ

"এখন যে পদ্ধতিতে হিজরী সন গণনা করা হইতেছে, হযরত (দঃ)-এর জন্ম সময়ে ঠিক সেই পদ্ধতিতেও আরবী-বর্ষ গণনা করা

www.pathagar.com

হইত না। তখন প্রত্যেক বৎসরের মাস ও দিন সংখ্যাও সমান থাকিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর একরূপে গণনা করা হইত, তৃতীয় বৎসর অন্যরূপে গণনা করা হইত। অন্য কথায় প্রথম দুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ১০ দিন করিয়া কম থাকিত এবং প্রতি তৃতীয় বৎসরে ৩০ দিনের একটি অতিরিক্ত মাস জুড়িয়া দেওয়া হইত।"

—বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭।

এই মলমাস সম্পর্কে গোলাম মোস্তফা সাহেব বিশ্বনবী গ্রন্থে আরও বলেছেন ঃ

"কোন সময় যে, এই অতিরিক্ত মাসটি জুড়িয়া দেওয়া হইত তাহার কোনই রেকর্ড বা প্রমাণ বিদ্যমান নাই।"

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, হিজরী সনের গণনা পদ্ধতিতে মলমাস গণনা রহিত করা হয়েছে দশম হিজরী সনের পর থেকে। তার আগে মলমাস হিজরী সনে ব্যবহৃত হতো। এবং এজন্যে নানান অসুবিধারও কারণ ঘটে থাকতো বলেই পরবর্তী কালে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় হিজরী সন গণনারীতিতে মলমাস গণনা রহিত ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত আমরা বিশ্বনবী থেকে গোলাম মোস্তফার উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করছি ঃ

"আরবী বর্ষ গণনায় এই বিভ্রাট লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং আল্লাহ্ ইহার সংশোধনের জন্য এক আয়াত নাযিল করেন। কিন্তু এই আয়াতও হিজরী ১০ম সনে অবতীর্ণ হয়, অর্থাৎ হযরতের জন্মের প্রায় ৬২ বৎসর পরে। অতঃপর ১১শ হিজরী হইতে অতিরিক্ত মাস যোগ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এই নতুন গণনা পদ্ধতিও সরকারী ভাবে অনুমোদিত হয় ১৭শ বা ১৮শ হিজরীতে, অর্থাৎ, হযরত ওমরের খেলাফত সময়ে। কাজেই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, হযরতের জীবদ্দশায় আরবী বর্ষ গণনায় কোনই লিপিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ছিল না। যাহা ছিল তাহাও হযরত ওমরের সময় হইতে রদবদল হইয়া গিয়াছিল।"

—বিশ্বনবী, ২য় খণ্ড, গোলাম মোস্তফা, পৃঃ ৮।

গোলাম মোস্তফা সাহেবের উদ্ধৃত আয়াতটি হচ্ছে, "নিশ্চয়ই যে দিন তিনি আকাশ পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন, সে দিন হইতে মাসের

www.pathagar.com

সংখ্যা ১২টি, ইহাদের মধ্যে ৪টি পবিত্র। ইহাই ঠিক গণনা, অতএব, তাহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম করিও না।" ৯ ঃ ৩৬।

আয়াতে উক্ত পবিত্র চারটি মাস হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১। হিজরী সনের ১ম মাস মুহররম।
২। হিজরী সনের ৭ম মাস রজব।
৩। হিজরী সনের ১১শ মাস জিলকদ।
৪। হিজরী সনের ১২শ মাস জিলহজ্জ।

প্রসঙ্গত আরও তথ্যাদির জন্য উল্লেখ্য ঃ

The question of the sacred month is a difficult one. Muslim writers, following the Qur'an, 9 : 36 hold that four always had been regarded as sacred, namely, Rajab, Dhu'l-qa'dah, Dhu'-Hijjah, al-Muharam (VII, IX, XII, I respectively). But elsewhere—2. 194/P90 ; 2.217/214 ; 5.2/5.97/98—the Qur'an speaks of 'the' sacreed months. It has been suggested that different districts had different usages, and that the number four is an attempt at compromise (cf. M. Plessner ; arts 'al-Muharam' and 'Rajab' in an en cyclopeadia of Islam).

—Muhammed at Medina ; W. M. Watt ; p. 8.

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, চান্দ্রমানে গণিত চান্দ্রবর্ষ হিজরী অন্যান্য সনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংস্কৃতের মাস এবং পারসীর মাহ্ মূলতঃ একই শব্দ। মাহ্ শব্দের অর্থ চাঁদ ও মাস। কিন্তু সংস্কৃতে মাসের অর্থ মাস হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। হিজরী সনেও মাহ্-এর প্রভাব উপস্থিত। ইংরেজীতে মান্থ বা মাস বলতে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদের আবর্তন কালকেই বুঝায়।

হিজরী সনের মতো শ্রীচৈতন্যাব্দ এবং বুদ্ধাব্দ চান্দ্রমানে গণিত দুটো চান্দ্র সন তবে হিজরী সনের মতো চৈতন্যাব্দ বা গৌরাব্দ এবং বুদ্ধাব্দে মলমাস অনুপস্থিত নয়। ইহুদীদের মধ্যেও মলমাসের ব্যবহাররীতি বর্তমান। তাদেরও ১২ মাসের উপর আরও একটি মাস গণনা করা হয় অতিরিক্ত মাস হিসেবে। ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ১২টি মাসের নাম হচ্ছে ঃ ১। তিশার ২। হেসবান ৩। কিসলেভ

www.pathagar.com

৪। তেবেত ৫। সেবুত ৬। আদার ৭। নিশান ৮। ইয়ার ৯। সিবন ১০। তমুজ ১১। আব ১২। এলুল। তাদের ত্রয়োদশ-তম মাসটির নাম হচ্ছে ভিয়াদের। বুদ্ধাব্দ ও চৈতন্যাব্দেরও মাসের পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। বুদ্ধাব্দে প্রতি তিন বছরে একটি অতি-রিক্ত মাসের প্রচলন রয়েছে এবং এই তিন বছরের তৃতীয় বছরটিতে ত্রয়োদশ মাস গণনারীতি প্রচলিত রয়েছে। বৌদ্ধদের মতে, এই গণনা রীতির দরুনই বৌদ্ধচন্দ্র-গণনায় সৌর গণনার অশ্বিনী পূর্ণিমাটি ঠিক থাকে। ১২ মাসের বুদ্ধাব্দতে প্রতি তিন বছরে অতিরিক্ত মাসটি গণিত হয়।

শ্রীচৈতন্যাব্দের গণনারীতিতে দেখা যায় আনুমানিক দুই বছর আট মাস পর একটি অতিরিক্ত মাসের উদয় হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত মাসটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 'ইষ-ষোত্তম' মাস বলে অভিহিত করা হয়। শুক্লা প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত কালটুকুর এই মাসটিকে কর্মণীয় স্মার্তগণ মলমাস বিধায় মাসটিতে যাবতীয় শুভ কর্ম থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই ইষ-ষোত্তম মাসকেই অত্যন্ত পবিত্র ভেবে নিরন্তর ভগবৎ সঙ্গে অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

আট ঃ মুহাম্মাদীয় সালের দিনের পরিচিতি

হিজরী সন হচ্ছে একটি চান্দ্র বছর। এতে কিন্তু অতীতাব্দ গণনারীতি নেই। বৃহৎ হিজরী সনের বর্তমান অব্দ থেকেই অর্থাৎ শুরুর প্রথম বর্ষকেই ১ম হিজরী, ২য় বর্ষকে দ্বিতীয় হিজরীরূপে গণনা করা হয়েছে। চান্দ্র বর্ষ কিন্তু সৌর বর্ষের চেয়ে ১০ দিন ৫৩ ঘড়ি ২৯ পল ১½ বিপল ছোট। তাই ২৯½ চান্দ্র দিনে এক চান্দ্র মাস হয়ে থাকে এবং একটি চান্দ্র বছর মাত্র এক মাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ২য় বছর ৮ মাস ১৫ দিনে। অমাবস্যার পর যেদিন প্রথম চন্দ্র দর্শন হয়, সেই দিনই হিজরী সনের শেষ দিন। প্রতিপদ দিনে দিবাশেষের ৬ মুহূর্তে দ্বিতীয়ানব্ধ হলে সাধারণতঃ সেই দিন প্রথম চাঁদ দেখার সম্ভাবনা থাকে। সূর্যাস্তের পরই ইসলামী বার বা দিন এবং তারিখ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সৌর বর্ষ বা শামছি শুরু হয় রাত ১২টার পর থেকে। এক সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত হয় একটি চান্দ্র দিন।

প্রাচীন কালে দিন কখন থেকে শুরু হবে, কি থেকে, কবে থেকে, কি ভাবে, কতটুকু সময়ের জন্য একটি দিনের মান সূচিত বা চিহ্নিত হবে, এ নিয়েও কিন্তু অনেক ধরনের ও গড়নের নিয়মরীতি চালু ছিল। এই রীতিগুলোর মধ্যে ছিল ঃ (১) সূর্যোদয় থেকে, (২) মধ্যদিন থেকে, (৩) সূর্যাস্ত থেকে, (৪) মধ্য রাত থেকে দিন শুরুর পদ্ধতি।

প্রাচীন মিশরের মতো এথেন্সীয় ও ইহুদীরাও সূর্যাস্ত থেকে দিন গণনা শুরু করতো। একটি সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্তই একটি দিনেব পরিমিতি ছিল। প্রাচীন রীতি অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী দিনের নামকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি এথেন্সীয়দের মধ্যে প্রথম চালু ছিল।

হিজরী সনেও প্রাচীন আরবী সনের অনুকরণে সংখ্যাভিত্তিক দিনের নামকরণ এবং ব্যবহার রীতি বর্তমান। আরবী ভাষায় হিজরী সনের দিনগুলোর নাম ক্রমিক সংখ্যানুসারে রাখা হয়েছে। যদিও অসংখ্য ও অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী প্রচলিত এবং অপ্রচলিত

www.pathagar.com

সন-সাল-অব্দের দিনের ইতিহাসে দিনের নামকরণের জন্য গ্রহ-ভিত্তিক চেতনাকেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও হিজরী সনে এ ধরনের ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। অবশ্য দশ দিনের সপ্তাহ-রীতির বদলে চ্যালডীয় বা গ্রীক জ্যোতির্বিদদের প্রবর্তিত সপ্ত-দিবসাত্মক চক্র বা সাত দিনের সমাহার ভিত্তিক সপ্তাহ প্রক্রিয়া অনুসরণে প্রাচীন ইহুদী-রাও এই রীতি মেনে চলতে শুরু করে। প্রাচীন আরবী সনেও এই রীতি প্রভাব বিস্তার করে এবং হিজরী সনেও অনিবার্য ও অবধারিত ভাবে এই রীতি অনুসৃত। হিজরী সনের সপ্তাহের দিনগুলোর নাম-করণ ও পরিচিতির সমীচীনতা এ ভাবেই গুরুত্ব লাভ করেছে। নিম্নে আমরা হিজরী সনের দিনের নাম দিচ্ছি ঃ

ক্রমিক	ইসলামী সনের দিন	অর্থ	বাংলা দিন-নাম
১।	ইয়াওমুল আহাদ	প্রথম দিন	রবিবার
২।	ইয়াওমুল ইসনাইন	দ্বিতীয় দিন	সোমবার
৩।	ইয়াওমুস্ সালাসা	তৃতীয় দিন	মঙ্গলবার
৪।	ইয়াওমুল আরবাআ	চতুর্থ দিন	বুধবার
৫।	ইয়াওমুল খামস্	পঞ্চম দিন	বৃহস্পতিবার
৬।	ইয়াওমুল জুমুআ	জুমুআ দিন	শুক্রবার
৭।	ইয়াওমুস্ সাব্ত্	সপ্তম দিন	শনিবার

এবার হিন্দী ও পারসীরীতিতে উপমহাদেশে প্রচলিত মুসলমানী বারের নামগুলো তালিকাবদ্ধ করা হলো যদিও এই নামগুলো এতদ্দেশে হিজরী সনের দিন বা বারের নাম হিসেবেই অনেকের মধ্যে ভুলক্রমে পরি-চালিত। হিন্দীর সাথে মিল না থাকলেও হিজরী সনের আরবী নামগুলোর সাথে পারসী নামগুলোর অন্তত পদ্ধতিগত সাদৃশ্য অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় যেমন দিন, আরবীতে "ইয়াওম" যেমন দিন বুঝায়, তেমনি পরেসীতে দিন হচ্ছে "শুম্বা।" আরবীতে ইয়াওমুল আহাদ ইত্যাদি করে দিনের নামকরণ করতে হয়েছে। পারসীতে সংখ্যাবাচক শব্দ আগে এসে এক শুম্বা, দু-শুম্বা হিসেবে পরিচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। তালিকাটি থেকে আরবী দিনগুলোর সাথে হিন্দী, পারসী ও বাংলা দিনের নাম লক্ষ্যণীয় ঃ

www.pathagar.com

ক্রমিক	হিন্দী	পারসী	বাংলা	আরবী
১।	এতোয়ার	এক শুম্বা	রবি	ইয়াওমুল আহাদ
২।	পীর	দো শুম্বা	সোম	,, ইসনাইন
৩।	মঙ্গল	সে শুম্বা	মঙ্গল	,, সালাসা
৪।	বুধ	চাহার শুম্বা	বুধ	,, আরবাআ
৫।	জুমেরাৎ	পাঁজ শুম্বা	বৃহস্পতি	,, খামস্
৬।	জুমুআ	জুমুআ	শুক্র	,, জুমুআ
৭।	সনিচর	শুম্বা বা হপ্তা	শনি	,, সাবত্

উপমহাদেশে হিজরী সন চালুর সাথে সাথেই আরবী ও পারসী দিনের নামের বদলে হিন্দী দিনের নাম প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য রাজভাষা পারসীর প্রভাবেই হিজরী সন অধিকতর আনুকূল্য পেয়ে আরবী, পারসী ও হিন্দী ভাষা এবং সংস্কৃতির সাযুজ্যে প্রচলিত হয়ে ও সহজতর মনে হওয়ায় হিন্দী দিনের নামই হয়েছে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। সমকালীন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রাজনীতিতেও ছিল শাসকের শাসন বিধির প্রভাব, যা সহজেই প্রথানুগ ঐতিহ্যে শাসিত-দের অনুষ্ঠানে, উৎসবে ও আচাররীতিতে প্রতিফলিত না হয়ে পারেনি। হিজরী সনের চারটি 'উছবুউ'ন' নিয়েই একটি 'শাহরুন' গঠিত এবং ১২টি শাহরুন সমন্বয়েই একটি 'ছালাতুন' বা 'আতুন' হয়ে থাকে। ৩৫৪ ইয়াওমের সাতটি ইয়াওম নিয়ে একটি 'উছবুউ'ন' বা সপ্তাহ হয়ে থাকে। আরবী ইয়াওম বলতে দিন বুঝায় এবং সাত দিনের সমাহারকে উছবুউ'ন বা সপ্তাহ বলা হয়। চারটি সপ্তাহ নিয়ে একটি শাহরুন বা মাস হয় এবং ১২টি মাসের মোট ৩৫৪ দিনে একটি ছালাতুন বা আতুন হয়ে থাকে এবং আতুনটিই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য হিজরী সন, হিজরী সাল, হিজিরা, ইসলামী সন বা মুহাম্মাদীয় সন।

প্রসঙ্গত ঃ ইসলামানুরাগীদের কাছে সোমবার ও শুক্রবারের পবিত্র-তার যাথার্থ নিয়ে সমালোচনা করছি সংক্ষেপে। আমাদের হিজরী সনের দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার অর্থাৎ জুমুআ ও ইয়াওমুল ইসনাইন বা সোমবারকেপবিত্র ও বিশেষ ঐতিহ্যানুগ গুরুত্বপূর্ণ দিন বলেই মেনে চলা হয়। শুক্রবারকে জুমুআ বা মুমিন মুসলমানদের সমবেত

www.pathagar.com

হওয়ার জন্য সাপ্তাহিক মিলনের দিন হিসেবে মেনে চলা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। হাদিসে বর্ণনা রয়েছে, জুমুআ হিজরতের আগেও মক্কায় ফরয ছিল, অথচ এই সম্পর্কেও ইতিহাসে মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। শুক্রবারে জুমুয়ার নামাজ আদায় সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

ইয়া আইযু হাল্লাজিনা আমানু,
ইযানুদিয়া লিস্সালাতি মি ইঁয়াওমিল জুমুতি ফাস' আও
ইলাযিকরিল্লাহি ওযারুল বাইআ।

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ, যখন জুমুআর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হইবে, তখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র স্মরণার্থে ধাবিত হও।

—সূরা জুমুআ।

জুমুআর নামাযের প্রসঙ্গেগুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ দুটি উদ্ধৃতি স্মর্তব্য ঃ

1. In the year before Hijrah, when Mas'ab b, Umayr was acting as Muhammad's emissary in Medina, he asked permission to hold a meeting of the believers, and was told he might do so provided he observed the day on which the Jews prepared for the Sabbath (that is Friday, the paraskeue or preparation). Thus the Friday worship, which became a distinctive feature of Islam, was somehow connected with judism, Muhammad himself does not seem to have observed it until his first Friday in Medina.

— Muhammad At Medina ; W. Montogomery Watt ; p. 198.

(Tab. i250. 20 ; cf. Caetani, i, 375f, writing without access to IS, iii).

2. For the mid-day worship on Fridays, however, there was a strong recommendation that the Muslims should gather together in some public place (Q. 62.9.). In Medina it became usuas to hold this worship in the courtyard of Muhammad's house; and at other times of the day and week

www.pathagar.com

also there were probably always a number of the companions who came to join in the worship with Muhammad.

— Do, p. 305.

জুমুআর (শুক্রবার) ও সোমবারকে পবিত্র দিন বলে গণ্য করা হয়। কেননা দিন দুটোর পৃথক সত্তা রয়েছে। প্রাচীন আরবের ইতিহাস আলোচনায় ডাঃ মারগোলিয়াথ জুমুআর নামাযের কাল নিনয়নে যে ভ্রমাত্মক মন্তব্যটি করেছেন, তা সর্বৈব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বানোয়াট বলে মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ আকরাম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থে। ডাঃ মারগোলিয়াথ চাতুর্যের সাথে দেখাতে চেয়েছেন যে, ইসলামের অনুষ্ঠানগুলোর সাথে ওহী বা প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত নয়। এবাদতের অন্যতম নামাযের শ্রেষ্ঠ নামায জুমুআ সম্পর্কে তিনি স্বকপোলকল্পিত বক্তব্য রেখেছেন ঃ

The adoption of Friday, as a secred day come later, at the suggestion of a Medinese, and after the relations with the jews had become satisfactory.

এই মিথ্যে ও উদ্‌ভট দম্ভোক্তির প্রতিবাদ হিসেবে হাদিসের বক্তব্যই যথেষ্ট। হাদিসে সুষ্ঠুভাবে এবং স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে হিজরতের আগেই জুমুআর নামায ফরয হয়েছিল। কোরেইশদের অত্যাচারে মক্কায় জুমুআর জামা'য়াত অসম্ভব হওয়ায় নামায আদায়ের পক্ষে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তা মক্কায় স্থগিত থাকে। হিজরতের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জুমুআর নামায আদায়ে হযরত (সাঃ) মদীনায় সাহাবাদের নিয়ে তা পালনে যথারীতি যত্নবান হন। সুতরাং ইহুদীদের সাবাথকে শুক্রবার হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মারগোলিয়াথের উক্তি কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করা যায়।

সোমবারের পবিত্রতার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে,

১। সোমবারেই হযরত (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

২। সোমবারেই হযরত (সাঃ) ওফাত লাভ করেন।

৩। সোমবারেই হযরত (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন।

৪। সোমবারেই হযরত (সাঃ) হাজারুল আসওয়াদ বা কালো পাথর দেয়ালে উঠিয়ে স্থাপন করেন।

৫। সোমবারেই হযরত (সাঃ) হিজরত করেন এবং ইত্যাদি।

www.pathagar.com

হিজরী সনের দিনগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক দিনের তাৎপর্য অপরিসীম। যেমনঃ ১। হযরত (সাঃ) বলেছেন, "জ্বিহলজ্জ মাসের দশদিনের মতো এমন কোন দিন নাই যাহার এবাদত আল্লার নিকট অধিক প্রিয়তর। উহার প্রত্যেক দিনের রোজা এক বৎসরের রোজার সমান এবং উহার প্রত্যেক রাত্রির নামায, কদরের রাত্রির নামাযের সমান।"

—তিরমিজী হাদিস—হযরত আবু হোরায়রা ইব্‌নে মাসাহ্।

www.pathagar.com

নয়ঃ আরবীয় সনে মুহররম মাসের তাৎপর্য

আগেই বলা হয়েছে যে, হযরত (সাঃ)-এর হিজরতের দিন থেকে নয়, হিজরতের দুই মাস আট দিন আগে থেকেই হিজরী সন গণনা পদ্ধতি গৃহীত, প্রচলিত ও প্রবর্তিত হয় এবং সেই অনুসারেই দেখা যায় যে ঃ

হিজরতেব দিন ঃ
সোমবার,
১২ই রবিউল-আউয়াল
মোতাবেক,
২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নয়,
তার, দু মাস আট দিন আগে থেকে,
অর্থাৎ
শুক্রবার,
১লা মুহররম,
মোতাবেক,
১৬ই জুলাই, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিজরী সনের গণনা শুরু হইয়াছে।

ইসলামের ইতিহাসে এবং মুসলমান সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে মুহররম মাস অত্যন্ত পবিত্র হিসেবে প্রাচীন কাল থেকেই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। মুহাম্মদ আবু তালিবের ভাষায় ঃ

"স্মরণাতীত কাল থেকে পৌত্তলিক আরবগণও এই মাসকে অত্যন্ত পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য করে আসছিলো। তাই এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহাদি নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হতো।"

—বাংলা সনের জন্ম কথা, মুহাম্মদ আবু তালিব।

খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের চতুর্থ বছরে, ১৭/১৮ হিজরী, ১০ই জমাদিউল আউয়াল, ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, হিজরী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে, তৃতীয় খলিফা হযরত আলী (রাঃ), হিজরত থেকে হিজরী গণনার প্রস্তাব

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। হযরত (দঃ)-এর জন্ম, নবুয়ত ইত্যাদি থেকে বর্ষ শুরুর প্রস্তাব উঠলে ও রসুলুল্লার নির্দেশেই এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রস্তাব অনুসারে হিজরত থেকেই হিজরী সন গণনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ বিন্ জাবীর আল্ তাবারী বলেন ঃ

ইন্না ন্নাবিয়্যা (সাঃ) কাদেমাল মাদীনাতা, ওয়াকাদ্দামাহা ফী শাহরে রাবীউল আউয়াল, আমারা বিত্তারিখে।

—তারিখ আল-উমাম ওয়া আল্ মুলুক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১০-১১৪।

অর্থাৎ, মদীনায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (হযরত) সেই দিন থেকে নূতন সন গণনার নির্দেশ দেন।

লক্ষ্যণীয় যে, হিজরতের দিনটি ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল, অথচ হযরত উসমান (রাঃ) হিজরী সনের গণনায় মুহররমকে প্রথম ও জিলহজ্জকে শেষ মাস হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় কার্যকরী হলো হিজরী সনের প্রবর্তনের ও প্রচলনের উদ্যোগ। হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রস্তাব অনুসারে হিজরত থেকে এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর প্রস্তাবানুক্রমে মুহররম মাস থেকে ইসলামী সন হিজরী গণনার রীতি, বিধি ও পদ্ধতি গৃহীত ও চালু হয়।

অনেকে ৬১ হিজরীর ১০ই মুহররম তারিখে ইরাকের রাজধানী কোফার ২৫ মাইল উত্তরে কারবালা প্রান্তরে যে মর্মান্তিক, হৃদয় বিদারক ও শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল তারই স্মারক হিসেবে হিজরী সনের মুহররম মাসের ঘটনাকে গণ্য করে থাকেন। হিজরী সনের মুহররম আর কারবালার মর্মন্তুদ মুহররমের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অথচ, এ নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই। মনে রাখতে হবে যে, হিজরী সন গণনা করা হচ্ছে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই হিজরী সনের প্রবর্তন কাল বলতে আমরা ৬৩৮ সালকেই পাই এবং কারবালার দুঃখবহ ঘটনাটি ঘটেছে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

হিজরী সন গণিত হচ্ছে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, যদিও ৬৩৮ সালে তা প্রবর্তিত হয়েছে। ৬৮০ সালের কারবালা যুদ্ধে হযরত ইমাম হোসেনের ১লা মুহররম তারিখে কোফায় আগমন ও দশম দিনে

www.pathagar.com

পিশাচ সীমারের হাতে কারবালায় শাহাদাৎ বরণ ঘটে। এই ঘটনা ঘটেছে ৬১ হিজরীর ১০ই মুহররম তারিখে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, আশুরা বলতে আমরা ১০ই মুহররমকে বুঝি, এবং এই আশুরা ৬১ হিজরীর কারবালার দুঃখজনক ঘটনার আগেও ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রাচীন আরবের সমাজ ও জনজীবনেও পবিত্রতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মেনে নিতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। অবশ্যই 'আশুরা' এবং 'মুহররম' এর তাৎপর্য জেনে নেবার পর এ প্রসঙ্গে আর কোন সংশয় বা দ্বিমতের প্রশ্ন থাকতে পারে না বলেই মনে করি। পর্যায়ক্রমেই প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হলো।

সুতরাং, ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের কারবালার ঘটনা অনুসারে মুহররম মাস এবং ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ও ৬২২ সালের হিজরতের বছর থেকে প্রচলিত ও গণিত হিজরী সনের মুহররম মাস কিভাবে গুরুত্ব লাভ করতে পারে? স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় যে, কারবালার স্মৃতিবাহী মাস হিসেবে হিজরী সনের প্রথম মাসের জন্য কারবালার ঘটনাবহুল মুহররম কিভাবে গুরুত্ব লাভ করবে? একটি ছকের মাধ্যমেই আলোচনার সমীচীনতা বিচার করা যাক ঃ

৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ	৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ	৬২২ খ্রীষ্টাব্দ
৬১ হিজরী কারবালার ঘটনা।	১৭ হিজরী মজলিশ-উশ-শুরায় হিজরী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	১ম হিজরী হিজরী সন গণনা শুরু (হিজরতের পটভূমিকায় দুই মাস আট দিন পিছিয়ে)।

এখানে, একই সঙ্গে আবার লক্ষ্যণীয় ঃ

১ম হিজরী	১৭/১৮ হিজরী	৬১ হিজরী
হিজরতের পটভূমিকায় ১লা মুহররম।	ওমর (রাঃ) কর্তৃক ১০ই জমাদিউল আউয়াল।	কারবালার ঘটনা ১০ই মুহররম।

আসলে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অন্ধকার যুগের আগেও আরবে মুহররমের পবিত্রতানুগ ঐতিহ্য ছিল এবং মুহররম মাসের একটি আদর্শভিত্তিক গুরুত্ব ছিল বলেই হিজরী সনের প্রথম মাস হিসেবে

www.pathagar.com

মুহররমের পক্ষে প্রস্তাবটি ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যানুগ আদর্শেই গ্রহণ করা হয়েছিল। মুহররমের পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, এটুকু বলা বাহুল্য-মাত্র বলেই বিবেচনা করি।

এখানে মুহররম মাসের হিজরী সনের প্রথম মাস হিসাবে বাছাই-করণ ও ঐতিহ্যানুগ আদর্শভিত্তিক গুরুত্বের স্বপক্ষে কিছু বলতে হচ্ছে। কেননা, স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন থেকে যায়, কেন বর্ষ-প্রথম মাস হিসেবে মুহররম মাসকে বেছে নেওয়া হলো? কিংবা মুহররমের বদলে অনায়াসেই তো রজব শাবান ইত্যাদি মাসকে হিজরী বর্ষারম্ভের মাস হিসেবে বাছাই করা যেতো! এটুকু হলো না কেন? এ প্রসঙ্গে আমরা হযরত উসমান (রাঃ)-এর প্রস্তাবের ব্যাপারে আলোচনা আগেই করেছি। তবে মুহররমের গুরুত্ব বিশিষ্টতা, উল্লেখ্য ঘটনাবলী ইত্যাদির আনুপাতিক আলোচনার অবতারণা না করলে বক্তব্যটির সমীচীনতা সম্পর্কে কৌতূহল সহ জিজ্ঞাসা জাগে বলেই সুধী ও বিজ্ঞ পাঠকদের অবগতির জন্যে একাদিক্রমে মুহররম মাসের তাৎপর্য সংক্ষেপ আলোচনা করা হচ্ছে। আশাকরি এই সংক্ষেপ অথচ তথ্য-বহুল আলোচনা প্রাসঙ্গিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক ও সঠিক ধারণা অনায়াসেই দিতে পারে।

মুহররমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনার আগে মুহররম মাসের 'আশুরা'' সম্পর্কে ও সম্যক ধারণা থাকা অবধারিত বলে মনে করি। কেননা অনেকের ধারণা ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মুহররমের কারবালার দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতিবাহী অনুষ্ঠানই হচ্ছে "আশুরা।" কিন্তু আসলে তা নয়। "আশুরা" ও "আশুরার রোজা" ইত্যাদির প্রচলন অনেক আগে থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। মুহররম মাসের রোজার দিন নির্ধারণে বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্যই ৯, ১০, ১১ই মুহররম তারিখে রোজা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্ভব হলে এই তিন দিন অথবা যে কোন দিন কিংবা একদিনও রোজা পালনের ব্যবস্থা দান করা হয়েছে।

বিভিন্ন হাদিসগুলোর মধ্যেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, আশুরার দিন শ্রেষ্ঠ হবার কারণ হচ্ছে এই যে, খোদা পাক ঐ দিন আনন্দ

www.pathagar.com

দান করেছিলেন, নিজের প্রিয়জন ও বন্ধুদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে মনুন করেছিলেন।

যাঁরা মুহররম মাস এবং আশুরাকে কারবালার যুদ্ধ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে মনে করেন, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, কারবালার যুদ্ধ কেবল ১০ই মুহররম তারিখে সংঘটিত হয়েছে, তার আগে বা পরে নয় এবং ৯ই, ১০ই ও ১১ই মুহররম তারিখে তো একাদিক্রমে নয়-ই। হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদাতের সাথে আশুরার কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কই নেই। ইমাম হোসেন (রাঃ) ঐদিন শহীদ হয়েছেন বলে তা আফজল নয়।

কারবালার ঘটনার অনেক আগে থেকেই প্রতিটি জাতি ও মানুষের কাছে ও ঐ দিনটি অর্থাৎ, আশুরার দিনটি আফজল ছিল। ইহুদীদের ঐদিন ঈদ উৎসবের দিন ছিল বলে হাদিসে বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ঐদিনটিকেই আফজল সাব্যস্ত করে নিজেও আসহাবগণসহ রোজা রাখতেন। হযরত (সাঃ)-এর ওফাত প্রাপ্তির ৫১ বছর পর ইমাম হোসেন (রাঃ) কারবালায় শাহাদাৎ প্রাপ্ত হন। ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদাৎ এই আফজল দিবসেই ঘটেছে—এইটুকুই বলা সমীচীন। সুতরাং তিনি ঐদিন শহীদ হয়েছেন বলে ঐদিনকে আফজল মনে করা ভুল এবং তা সমীচীনও নয় এই বক্তব্যটি কোনক্রমেই, অন্ততঃ আনুপূর্বিক ঐতিহাসিক সত্যতা বিচার ও বিশ্লেষণ করে।

অতএব, ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের কারবালা কাহিনী থেকেই আশুরা কিংবা মুহররমের প্রচলন অথবা গুরুত্ব লাভ—এই বক্তব্য ধোপে মোটেই টিকছে না। বরং, ইমাম হোসেন (রাঃ) এই পবিত্র দিনেই শাহাদাৎ বরণ করে দিনটির আদর্শ ও ঐতিহ্যকে বৃদ্ধি করেছেন, এইটুকুই বলা সঙ্গত এবং অধিকতর সমীচীন বলে ইতিহাস সম্পৃক্ত আলোচনা অনুসারে জানা ও বুঝা যায়।

"মুহররম" এর তাৎপর্য বর্ণনার আগে "আশুরার রোজা" সম্বন্ধে প্রাসংগিক আলোচনার অবতারণা অবধারিত এবং প্রয়োজনীয়। মুহররম মাসের গুরুত্ব, তাৎপর্য, ঐতিহ্য, আদর্শ এবং পবিত্রতা

www.pathagar.com

ইত্যাদি আলোচনা করতে গেলেই আশুরা, আশূরার রোজা ইত্যাদি রেওয়াত অনুসারে এবং প্রসঙ্গত আলোচনায় এসে পড়ে। সুতরাং অসম্পূর্ণ আলোচনা না করে অন্তত সংক্ষিপ্ত আলোচনাক্রমে তুলনা-মূলক বক্তব্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুহররম সম্পর্কে সম্যক ধারণার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হলো বলে আলোচনাটি হয়তো কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। তবও, প্রসঙ্গটির অবতারণার মাধ্যমে আমরা আলোচনাটি না করে পারছি না। কেননা, ইতিহাস যখন কথা কয়, তখন প্রবচন, বুলি, অপ্তবাক্য আর কিংবদন্তীসর্বস্য না হওয়াটাই উচিৎ।

আশুরার রোজা

(১) আশুরার রোজা রমজান শরীফের রোজা ফরয হবার আগেই ওয়াজেব ছিল, রমজানের রোজা তাহা মনসুখ করিয়াছে, কিন্তু নফল বাকী রহিয়াছে। যে রাখিবে, সে অনেক সওয়াব পাইবে, না রাখিলে পাপ হইবে না।

—মোয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ (রাঃ)।

(২) আশুরার দিন মদীনা শরীফের ইহুদীগণ রোজা রাখতেন। হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ পাক ঐদিন হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব, খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি আমার ভাই পয়গম্বর মূসা (আঃ -এর অনুসরণ স্বরূপ রোজা রাখা কর্তব্য বলে মনে করি। ঐ দিন মক্কা শরীফের মুশরিকগণও রোজা রাখিত বলিয়া বিবি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে হাদিসে বর্ণিত আছে।

—ফৎহুল বারী।

There is less uncertainity about the institution of a fast on the Jewish Day of atonement, the Fast of Ashura. Muhammad certainly commanded the Muslims to observe this fast when the 10th of the Jewish month of Tishri came round, though it is not certain in which of the Muslim months this fell. Parhaps some of the Medinan Muslims had already been in the habit of observing it, for, when the

www.pathagar.com

fast of Ramadan was instituted, that of the Ashura was not forbidden, though it ceased to be obligatory.

* Q. 2.183/179 ; Tab. 1281 ; cf. Wensinck, 122-5 ; Buhl, 214 ; Caetani, Ann. i. 431f. 470f.

—Muhammad At Medina ; W.M. Watt ; p. 199.

এবার মুহররমের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি এবং যথার্থ ভাবে তা অনুধাবনের জন্য আলোচনা শুরু করছি। মুহররম মাসের সাত্বিকতা বা পবিত্রতা এবং গুরুত্ব, তাৎপর্য, অবদান ও আদর্শ ইত্যাদির পটভূমিকায় আমরা উপরোক্ত বক্তব্যগুলোকে প্রসঙ্গক্রমে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারি। এবং এই প্রেক্ষিতেই মুহররম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যময় ধারক ও বাহক বলেই হযরত উসমান (রাঃ) মুহররম মাস থেকে বর্ষ গণনার সুপরামর্শ দান করেছিলেন।

আরবী শব্দ "আশির" বা "আশর" থেকেই এসেছে আশুরা শব্দটি। আশরের অর্থ হচ্ছে "দশমিক"। তা হলে নিদিধায় বলা চলে যে, আশুরা অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মুহররম মাসের ১০ তারিখ বা দশমী দিন। মুহরমের ১০ তারিখের এই মহাদিনটি হচ্ছে ঐতিহ্যমণ্ডিত আশুরা। কোন কোন রেওয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দশ জন পয়গম্বর সাহেবানকে খোদা পাক ঐ দিন সম্মান দান করেছেন। এই রেওয়াত ও বিভিন্ন হাদিসের বরাত দিয়েই, এবার কেন মুহররম মাস হিজরী সনের প্রথম মাস হিসেবে গৃহীত হলো, কেন রজব-শাবানের নাম বা অন্যান্য মাসের চেয়ে মুহররম মাসের মূল্যায়ন বেশী করা হয়েছে, কেন মুহররমের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অর্থবহ এবং সমধিক, ইত্যাদির জবাবে জিজ্ঞাসু পাঠকদের জন্যেই বিনীত বক্তব্য উদ্ধৃত হলো ঃ

---

(১) এই মাসেই হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁহার অনুচরগণকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে খোদা পাক মুক্তিদান করেন এবং ফেরাউনকে সদলে পানিতে ডুবিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) মুক্ত হয়ে শুকরানা রোজা রাখেন।

(২) এই মাসেই হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা জুদ্বীপ পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। এবং হযরত নূহ (আঃ) শুকরানা রোজা রাখেন।

www.pathagar.com

(৩) এ মাসেই হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে খলিল উপাধি দান করা হয়।

(৪) এই মাসেই হযরত দায়ুদ (আঃ)-এর কসুর মাফ করা হয়।

(৫) এই মাসেই হযরত সুলেমান (আঃ) রাজত্ব ফিরে পেয়েছেন।

(৬) এই মাসেই হযরত আইয়ুব (আঃ) কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য ও অব্যাহতি লাভ করেন।

(৭) এই মাসেই হযরত ইউনুস (আঃ) ৪০ দিন পরে মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন।

(৮) এই মাসেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) ৪০ বৎসরের জুদাইর পর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দর্শন লাভ করেছিলেন।

(৯) এই মাসেই হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

(১০) এই মাসেই হযরত ইদরিস (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে নেওয়া হয়েছিল।

(১১) এই মাসেই হযরত আদম (আঃ) সৃষ্ট হন।

(১২) এই মাসেই আকাশ, পৃথিবী, কলম সৃষ্টি হয়েছে।

(১৩) এই মাসেই হাসর বসবে।

(১৪) এই মাসেই কেয়ামত হবে।

(১৫) এই মাসেই কা'বা শরীফকে সাজানো হয়েছিল।

(১৬) এই মাসেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ)-কে শাদী করেন।

(১৭) এই মাসেই কুহেতুরে আল্লাহ-পাকের আলাপ হয় হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে।

(১৮) এই মাসেই রোজা ওয়াজেব হয়েছিল রমজানের রোজা ফরয হবার আগেই।

(১৯) এই মাসেই সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিপুল সৃষ্টিকে বিপদ থেকে রক্ষা করে মমনুন করেছিলেন।

(২০) এই মাসেই আশুরা পালিত হয়ে থাকে।

মুহররম মাসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে এহেন মূল্যবান তথ্যগুলো পাওয়া যাবে কুৎহুল বারী, খয়রুল মুফনিস, বোখারী ও তাহার

www.pathagar.com

হাশিয়া ইত্যাদি আলোচনা করলে। মুহররম তথা অবগতির পর অনায়াসেই হিজরী সনের বর্ষ শুরু ও বর্ষ প্রথম মাস হিসেবে মুহররমকে বেছে নেবার সাত্বিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য ছাড়াও আদর্শ ও ঐতিহ্যানুগ গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো আলোচনাক্রমেই এই অথ্যায় শেষ করছি। আশা করি, মুহররমের পক্ষে এই তথ্যাদি মোটেই অপ্রতুল নয় এবং বর্ষ প্রথম মাস হিসাবে মুহররমের আলোচিত তথ্যাদিই মুহররম মাসের সমীচীনতাকে সন্দেহাতীত ভাবেই সায় দেয়। হযরত উসমান (রাঃ) স্বার্থকতর প্রতিবেদনেই মুহররম মাসকে বছর শুরুর মাস হিসেবে গণনা করার প্রস্তাব দিয়ে তাঁর মননশীলতার পরিচিতিই দান করেছেন। বর্ষ শুরুর প্রথম মাস হিসেবে মুহররমকে বাছাই করার পিছনে যে যুক্তি ভিত্তিক আবেদন রয়েছিল, তার স্বপক্ষে সম্ভবতঃ এগুলো অকাট্য বলেই গ্রহণ করা বিধেয়।

www.pathagar.com

দশ ঃ বাংলাদেশে হিজরী সনের প্রচলন

"ব্রাহ্মণ শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত জাঠ ও অন্যান্য কৃষিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতায় মোহাম্মদ বিন্ কাসিম সিন্ধু জয় করলেন আর তারপরেই তিনি অনুসরণ করলেন প্রথম আরব বিজেতাদের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি। তিনি ব্রাহ্মণদের উপর করলেন বিশ্বাস স্থাপন আর দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার ভার দিলেন তাদেরই উপরে, তাদেরই দিলেন তাদের মীন্দরাদি মেরামতের অবাধস্বাধীনতা আর আগের মতোই আপনার ধর্ম-চর্চা করার পূর্ণ অধিকার, রাজস্ব সংগ্রহের ভার রইলো তাদেরই হাতে আর স্থানীয় শাসন-পদ্ধতি চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরই করলেন নিযুক্ত।"

—মানবেন্দ্রনাথ রায়/মুহম্মদ আব্দুল হাই।

বাংলাদেশে হিজরী সালের প্রবর্তন ও প্রচলন ঘটেছে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বংগ জয়ের পর থেকে। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ারের বংগ জয়ের সময় হিজরী সনের বয়স ছিল ৬০০। অর্থাৎ, ৬০০ হিজরীতে বখতিয়ার বাংলাদেশ জয় করেন। এবং তখন থেকেই হিজরাব্দ বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে। কেবল হিজরী সনই নয়। তখন থেকেই আরবী ভাষা ও পার্সী ভাষাও বাংলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। প্রাগৈতিহাসিক কালের ব্যবসা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে আরবের সাথে উপমহাদেশের যোগা-যোগ থাকলেও হিজরী সন বা ভাষা অনুশীলনের সুযোগ ছিল না। মুসলমান শক্তির বংগ বিজয় ও শাসক হিসাবে মুসলমানদের আত্ম-প্রকাশের পরবর্তীকাল থেকেই বাংলাদেশে হিজরী সনের প্রবর্তন, প্রচলন, প্রচার ও প্রসার ঘটে।

অবশ্য উপমহাদেশে মুসলমান শক্তির আগমন ঘটেছে বখতিয়ারের বংগ জয় কালের প্রায় পাঁচশত বছর আগে। মোহাম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু জয়ের মাধ্যমেই ভারতের মুসলিম শক্তির আগমন ঘটে। তখন থেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হিজরী সনের প্রচলন ভারতের বিভিন্ন স্থানে সীমিতভাবেই ঘটেছে। সীমিতভাবে হিজরী প্রচলনের মূল ধারা হিসেবে সমকালীন খণ্ডিত ভারতের রাজা, রাজ্য, ধর্ম,

www.pathagar.com

সমাজ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসহ ভারতে ক্ষমতার লড়াই ছিল সমাধিক। ৭১২ খ্রীস্টাব্দে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ বিন কাশেমের যুদ্ধ পরবর্তীকালেই হচ্ছে মুসলমান শক্তির অভ্যুত্থানের কাল এবং তখন থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শে ইসলামের প্রচার, প্রসার, মুসলিম শক্তির আগমন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুসলিম-জীবনধারার কৃষ্টির বিকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ ঘটতে থাকে।

সেন বংশের লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বখতিয়ারের বংগ বিজয় কাল থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। মুসলিম শক্তির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষণায় ভাষানুশীল ও ভাষার ব্যবহার অনায়াসেই বাংলাদেশে ব্যাপ্তি লাভ করে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশ সাধনে স্বাভাবতই তা শাসকদের আনুকূল্যে বিজিত রাজ্য ও এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। এতে সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না। বিশেষ করে বর্ণবাদী পীড়ন, অবমাননা, অত্যাচার আর বঞ্চনার ফলে হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের শ্রমজীবী মানুষের কাছে সাম্য ও মৈত্রীর বাণীসহ ইসলাম এলো নবতর জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে। বর্ণাশ্রমের কুফল ও অবিচার থেকে মুক্তি লাভের জন্যই নতুন ধর্ম ও সমাজ গঠনে তখন ইসলামের তৌহিদবাদ দিশারী হয়ে দাঁড়ালো। ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক দিক থেকে মুসলিম শক্তির সার্বিক বিকাশ লাভ করার দ্যোতনা লাভ করেছে। আমরা এই উপমহাদেশে আরবদের বিশেষ করে, ইসলামোত্তর কালে আরবদের অভিযানগুলোর সাথে তুলনামূলকভাবে প্রাচীন অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব-কালের অভিযানগুলোর প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করছি ঃ

অবশ্য এখানে বালাজরীর ফুতুহুল-বোলদান থেকে উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির আগমন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজনীয় বলেই মনে করি। আমরা মোহাম্মদ বিন কাশেম কর্তৃক অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের ভারত অভিযানের ইতিহাসটুকু জানি। আসলে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়েই উপমহাদেশে অভিযান শুরু হয়েছে এবং তার সমাপ্তি ঘটেছে ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের সময়।

www.pathagar.com

১৫ হিজরীতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে বাহারায়েন ও আম্মানে নিযুক্ত গভর্ণর ওসমান বিন্ আবুল আবি ছাকাফীকে আমরা পাই আম্মান থেকে ভারত সীমান্ত অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে এবং তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর ভাই মুগীরা কর্তৃক দেবল (বর্তমান করাচী) অভিযানে সফলতা লাভ করতে। তারপরই দেখা যায়, তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে ইরাকে নিযুক্ত গভর্ণর আবদুল্লা বিন্ আমরকে ভারত সীমান্তের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দান করতে। আব্দুল্লা এই নির্দেশ অনুসারে হাকিম বিন্ জবলাকে তথ্য সংগ্রহে পাঠালে তিনি খলিফার দরবারে এই তথ্য ও বিবরণ দিলেন যে, সেখানে পানি ও খাদ্য অপ্রচুর ও ডাকাতের দল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। যদি সৈন্য সংখ্যা কম হয় তাহলে তারা হালাক হবে এবং বেশী হলে খাদ্যাভাবে ধ্বংস হবে।

তারপর ৩৮ হিজরীর শেষ ও ৩৯ হিজরীর প্রথমাংশে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুমতি অনুসারে সিন্ধু সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন হারিছ বিন্ মুররা আবদী। অবশ্য ৪২ হিজরীতে কয়কান (বর্তমান সিন্ধুর একটি শহর) নামক স্থানে অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রান্ত হয়ে অনেক সৈন্যসহ তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। ৪৪ হিজরীতে আমীর মুআবিয়ার সময়ে মোহাল্লার বিন্ আবুছাফরা কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণ করে বিজয়ী হয়ে মুলতান ও কাবুলের নিকটবর্তী বান্না ও আহওয়াজে অবস্থান ও তথায় ইন্তেকালের পর মুআবিয়া কর্তৃক প্রেরিত আব্দুল্লাহ্ বিন্ ছওরার কর্তৃক অভিযান পরিচালনার পরও তুর্কী দুর্বৃত্ত কর্তৃক শহীদ হবার পর শেষে সংগ্রাম পরিচালনা করে কয়কন পুনর্দখল করেন আজদ্ গোত্রাবলম্বী রাশেদ বিন্ আমর জদীদী। কয়েকদিন পরই ময়দ—দেবল অভিযানে তিনি শহীদ হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ছেনান বিন্ ছলমাহ এবং পরে সীমান্ত অভিযানে সাফল্য লাভ করেন আব্বাস বিন্ জিয়াদ, মুনজির বিন্ জরুদ আবদী।

রাজা দাহির আর মোহাম্মদ বিন্ কাশেমের সিন্ধু জয়ের ইতিহাস হচ্ছে ৯৩ হিজরীর ঘটনা। ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ ছকফী সিন্ধু অভিযানের জন্য পর পর নিয়োজিত করেছেন

www.pathagar.com

মোহাম্মদ বিন্ হারূন নমরী, উবায়েদুল্লাহ বিন্ নবহান এবং বোদাযল বিন্ তোহফা বজলীকে : ৯৩ হিজরীতেই জল ও স্থল পথে সসৈন্যে সিন্ধুতে প্রেরিত হন মোহাম্মদ বিন্ কাশেম এবং তিনি প্রথম সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে উপমহাদেশে সার্থকভাবে মুসলিম আধিপত্য রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবী করীম (সাঃ)-ও তাঁর সাহাবাদের ভারত অভিযানে যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"রসূলুল্লাহ আমাদিগকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়াছেন।"

—নাছায়ী (২) পৃঃ ৬২।

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০১ সালেই প্রথম বাংলাদেশ রাজনৈতিক হিসাবে ইসলামের অধীনে আসে। ১২০১ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত কালকেই আমরা বাংলাদেশে মুসলমান আমল বলে মেনে নিতে পারি। এই কাল বিভাগ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। ১২০১ থেকে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত মোট ১৪০ বৎসর বাংলাদেশ শাসিত হতো দিল্লীর সম্রাটের ইচ্ছানুসারে।

২। ১৩৪০ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৩৬ বৎসর স্বাধীন মুসলমান সুলতানেরা বাংলাদেশ শাসন করেছেন।

৩। ১৫৭৬ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৯০ বৎসর আকবর কর্তৃক বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা থেকে তার উত্তরাধিকার বর্তৃক বাংলার দেওয়ানী বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার সময় পর্যন্ত।

এখানে উপমহাদেশে মুসলমাদের আগমন সম্পর্কে ডঃ ইশ্বরী প্রসাদের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হলো কৌতূহলী পাঠকদের জন্য ঃ

The earliest Muslims invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs, who issued out from their desert homes after the death of the great Prophet to spread their doctrine throughout the World, which was according to

www.pathagar.com

them, "the key of heaven and hell." Wherever they went, their intrapidity and vigour roused to the highest pitch by their proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith, enabled the Arabs to make themselves masrers of Syria, Palastine, Egypt, Persia within the short space of twenty years. The conquest of Persia made them think of their expansion eastward and when they learnt of the fabulous wealth and idolatory of India from the merchants who sailed from Shiraj and Hurmuz and landed on the Indian coast, they discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way, and determined to lead and expedition to India, which atonce received the sanction of religious enthusiasm and political ambition. The first recorded expedition was sent from Uman to pillage the coast of India in the year 636-37 A. D. during the Khilafat of Umar.

অর্থাৎ, ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতারা তুর্কী ছিলেন না, তারা ছিলেন আরবের অধিবাসী। মহানবীর ওফাৎ লাভের পর-পরই আরবরা ইসলামী মতবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্যে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাবলীগ্ পরিচালনায়ই রয়েছে পারলৌকিক ভাল-মন্দ, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। আরবরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই দুর্বার সাহসের পরিচিতি দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদের গৌরবময় প্রেরণাকে সম্বল করে সত্যানুসন্ধি আরবরা মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর ও পারস্যের অধিপতি হতে সমর্থ হয়েছেন। পারস্য দখলের পর এই বিজয়কে আরবরা আরও পূর্ব দিকে বাড়াতে প্রয়াসী হন। তেজারতী উপলক্ষে সিরাজ ও হরমুজের ব্যবসায়ীরা ভারতীয় উপকূলে যাতায়াত করতেন এবং আরবরা তাদের কাজেই ভারতের ঐশ্বর্য ও বুৎপরাস্থির তথ্য অবগত হয়ে প্রাকৃতিক বাধা উপেক্ষা করেই ভারতে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সমর্থন পুষ্ট ছিল এই অভিযান। ৬৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসন আমলেই ওমান থেকে ভারতের উপকূল ভাগে আরবদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় বলে তথ্যাদি রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত আলোচনার প্রেক্ষিতেই আমরা ভারতে আর্যসভ্যতা গ্রন্থের লেখক হেভেল-এর বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি ঃ

"সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তা হলেই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অসংযোগ ও বিচ্ছিন্নতার ধারা ইসলামের অভ্যুত্থানের পাশাপাশি চলেছে। একজন রাজার মৃত্যু তিনি যত বড়ই হন না কেন, তা অবশ্য ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে না; এই বিচ্ছিন্নতার কারণ ধূমায়িত হচ্ছিলো শত শত বছর ধরে। বৌদ্ধ বিপ্লবই একে রাখলো কিছু দিনের জন্যে থামিয়ে কিন্তু সে বিপ্লবের পরাজয়ে অবস্থা আরও ক্ষিপ্র, বেগবান এবং সুতীব্র হয়ে ওঠে। খ্রীষ্ট সন্ন্যাসশ্রম যেমন অন্যান্য জায়গায় করেছিল তেমনি বৌদ্ধ মঠের অধঃপতন আর সমগ্র ভারতীয় সমাজের উপর তার এক বিচ্ছিন্নকর প্রভাব ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করলো।"

উপমহাদেশে হিজরী প্রচলনের এই হচ্ছে প্রেক্ষিত, পটভূমি ও ইতিহাস। বিষয়মুখীন এই তথ্যবহ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই এতদঞ্চলে হিজরী সন প্রচলনের প্রাসংগিক আলোচনার অবতারণা করা সঙ্গত, সমীচীন ও বিধেয়। এই সঙ্গে স্মর্তব্য ঃ

When the Muslims conquired Bengal, Buddhuism disapeard from the land.

—Iswari Prasad.

এখানে মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত দি হিস্টরিকেল রোল অব ইসলাম গ্রন্থের অনুবাদ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো ঃ

"ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়াভিযান বাইরের কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে সমগ্র আর্যাবর্তে যে রাজনৈতিক অধঃপতন দেখা দেয় তা তার জন্যই সম্ভব হয়েছিলো। নবীর সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি আর তাই দিয়েছে তাকে জগৎশাসনের ভার। জগৎটাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হবার বিধান হিসাবে ইসলাম

www.pathagar.com

যথেষ্ট। বৌদ্ধদর্শন ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের গোড়ামির সংঘর্ষ যখন উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ববিক্ষোভকে সৃষ্টি করলো, সেই সংকট কালেই ইসলাম সঞ্চয় করেছে তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি।"

—ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, মুহম্মদ আবদুল হাই, পৃঃ ১১৬-১১৭।

সমকালীন চেতনায় আমরা দেখি যে, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরবী, পারসী ভাষার প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে তৎকালীন শাসক এবং শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অনেক তথ্যাদির প্রাচুর্য অনায়াসলভ্য ঃ

"জ্যৈষ্টাশ্লেষা মঘা মূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে।
বিশাখাশ্চোত্তরাগাঢ়া শতর্ভে পাপবাসরে ॥
লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রেচ পারসীমারবীং
ইতি গণপতি মহর্ত চিন্তামনি।

(শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ থেকে উদ্ধৃত)

অর্থাৎ, মঘা, মূলা, রেবতী, তরণী, উত্তরাষাঢ়া, শতভিষা নক্ষত্রে, শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সচন্দ্রস্থিরলগ্নে আরবী ও পারসী অধ্যয়ন করবে।

—মোছলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

হিজরী সনের প্রাচীন ব্যবহারের প্রামাণিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যন্তে হয়তো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অব্যাহত রাখলে অনেক প্রামাণ্য তথ্যাবলী ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাবে।

১। ঢাকা জেলায় বাবা আদমের সমাধির শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ এক খানি শিলালিপির লিখন অনুসারে জানা যায় যে, ৯১৩ হিজরায় জমাদিউস সানি মাসের সপ্তম দিবসে (১৫ই অক্টোবর, ১৫০৭ খ্রীঃ) উহা নির্মিত হয়েছিল।

—বিক্রমপুরের ইতিহাস, যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

২। হুসেন শাহ ঢাকাস্থ বল্লীপুরে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ প্রস্তুত করেন। এই মসজিদের খোদিত লিপির তারিখ হচ্ছে ৯০৭ হিঃ ২২ জুমুদা অর্থাৎ, ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। শাহ ফিরোজ তুগলকের আমলে মালিক নাসিরের আদেশে

www.pathagar.com

লোক গাঁথা ভিত্তি করে হিন্দী মসনবী "চান্দাইন" রচনা করেন কবি মোল্লা দাউদ। রচনা সন ৭৮১ হিজরী বা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

—সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, আহমদ শরীফ, পৃঃ ১৪৯।

৪। মনোহর বাগে প্রাপ্ত ৭টি কামানের একটিতে লিখা রয়েছে ঃ

"দর আহ্‌দে বাদসাহা আদেল শেরসাহ
খেলেদাল্লাহ মুলকুহু ও সুলতানুহু দর তারিখে
নাহছদ চেহেল সাহ আমল সৈয়দ আহম্মদ রুমী।" অর্থাৎ, ন্যায়পরায়ণ রাজা শেরসাহের রাজত্বকালে ৯৪৯ হিজরাব্দে সৈয়দ আহমদ রুমী কর্তৃক নির্মিত হয়।

—সৌরভ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬।

৫। লোর-চন্দ্রানী উপাখ্যানের পরে রচিত হয় অধ্যাত্মরূপক আশ্রিত আখ্যায়িকা 'মৃগাবতী'। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আশ্রিত জৈনপুরের শর্কি সুলতান শাহর সভা-কবি কুতবন ৯০৯ হিজরী বা ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে।

নউ সউ নব জব সংবত অহী
(জব) মোহররম চান্দ উজিয়ারী
য়হ কবি কহী পুরী সংয়ারী
গাহা দোহা অবলে অরজ
সোরঠা চৌপছ কই সরজ
সান্তর অখির বহুতই আয়ে
অউ দেশী চুনি চুনি কছলায়ে।

—ঐ, (সুকুমার সেনের পাঠ ঃ ইসলামী বাংলা সাহিত্য।)

৬। বিক্রমপুরস্থ রামপালের দুর্গাবাড়ীতে একটি মসজিদের গাত্রস্থিত প্রস্তর ফলক থেকে ব্লেকম্যান, হরিনাথ দে প্রমুখ মনীষীবৃন্দ পাঠোদ্ধার করেছেন এভাবে ঃ

"God Almighty says", The mosque belongs to God. Do not associate with God. The Prophet, May God bless Him says, He who builds a mosque will have a castle built for him by God in paradise. This Jami Masjid was built by the great Malik, Malik Kafur, in the time of the king Jalal Uddin

www.pathagar.com

Mauddin Fateh Shaha, the king son of Mahmud Shah, the king in the middle of the month of Rajab 888 Hijri, 1483.

—Arch. Survey of India, 1927-1928.

৭। ৯১৯ হিজরী সনের প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে পাওয়া যায় ঃ

This was built in reign of the Sultan of the age, the heir of the kingdom of Soloman, Alauddunya-Waddin Abil Muzaffar Hussain Shah by the great and noble Khan, namely Khawac Khan Governor of the land of Tripurah and Vazir of the district Muazzamabad,—may God preserve him in both worlds. Dated 2nd. Rabi. II, 919 (76-1513).

—J. A. B. XII, I ; p. 333-34.

ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের নৈমিত্তিক জীবনে হিজরী সনের বৈজ্ঞানিক ও সুষম গণনাপদ্ধতি বাস্তবিকই দ্বিতীয়রহিত এবং ঐতিহ্য এবং আদর্শভিত্তিক পটভূমি থেকে জাত এই হিজরাব্দ নিঃসন্দেহে দ্যোতনাময়। মুসলমানদের কাছে অনুরূপ দ্যোতনায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হিজরতের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ করে রাখার কল্যাণী ঐতিহ্য নিয়েই হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর অভিযাত্রা আজও অব্যাহত রয়েছে মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্তে, প্রাত্যহিক জীবনধারার অংগ হিসেবে।

"মুসলমানরা ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুক না কেন, এদেশে আসিয়া তাহারা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া পড়েন এবং হিন্দুদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল হয়। সেজন্য তাহারা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় নারায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদের প্রেরণা দান করেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাষার সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ।" ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের এই উদ্ধৃতিটির সাথে চার্লস লেম্বের সেই সুখ্যাত উক্তিটি দিয়েই 'হিজরী সনের ইতিকথা' গ্রন্থটির ইতি টানলাম ঃ

"প্রত্যেক মানুষের জীবনে দু'টি জন্মদিন আসে। একটি নিজের ধরার ধূলিতে আবির্ভাবের তারিখ, অন্যটি বর্ষ শুরুর তারিখ।"

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী নবতর চেতনায় বলিয়ান হউক, এই কামনাই করি।

www.pathagar.com

এগারো ঃ এক নজরে হিজরী সনের ঘটনাবলী

এক ঃ

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার—২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ।

দুই ঃ

ক ঃ খ্রীষ্টাব্দের সাথে সঙ্গি-পত্রের দিনটি হযরতের (সাঃ) নির্দেশে "হিজরতের পঞ্চম দিন" হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

খ ঃ "মদীনায় উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি (হযরত) সেই-দিন থেকে নতুন সন গণনার নির্দেশ দেন।"

তিন ঃ

১৭/১৮ হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল তারিখে হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের চতুর্থ বছরের মুসলমানদের জন্য পৃথক সন গণনার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় (৬৩৮ খ্রীঃ)।

চার ঃ

হযরত আলী (রাঃ) এর পরামর্শক্রমে হিজরত থেকে নতুন সন গণনারীতির সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাঁচ ঃ

মজলিশ-উশ-শুরায়ই প্রস্তাবিত নতুন ইসলামী সনের প্রথম মাস হিসেবে মুহর্‌রম মাসের নাম প্রস্তাব করেন হযরত উসমান (রাঃ)।

ছয় ঃ

প্রাচীন আরবীয় সনে প্রচলিত মলমাস হিজরী সনে রহিত হয় একাদশ হিজরী সন থেকে।

সাত ঃ

মুহাম্মাদীয় সন হিজরী শুরু হয় হিজরতের দিন ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে নয়, ১লা মুহর্‌রম থেকে।

www.pathagar.com

আট ঃ

ইসলামী সন হিজরীর শেষ বা দ্বাদশ মাসটি হচ্ছে জিলহজ্জ।

নয় ঃ

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর হিজরতের দুই মাস আট দিন আগে থেকে হিজরাব্দ গণনারীতি এবং পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রচলন হয়েছে।

দশ ঃ

হিজরতের দিনটি হচ্ছে সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ। হিজরী সন গণনা শুরুর দিন হচ্ছে শুক্রবার, ১৬ই জুলাই, ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ।

এগারো ঃ

হিজরী সন গণনার প্রস্তাব গৃহিত হয় ১০ই জমাদিউল আউয়াল মাসে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের ৪র্থ বছরে মজলিশ-উশ-শুরার অনুমোদনক্রমে।

www.pathagar.com

বারো ঃ পরিশিষ্ট

অ ঃ বাংলা গ্রন্থ-পঞ্জী

১। আদিম সমাজ = বুলবন ওসমান (অনুবাদ)
২। আলবেরুণী = এম. আকবর আলী।
৩। আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব = আবু মোহাম্মেদ হবিবুল্লাহ।
৪। আরবজাতির ইতিহাস = শেখ মুহম্মাদ লুৎফর রাহমান।
৫। আরবী সাহিত্যের কথা = আব্দুস সাত্তার।
৬। আরবী-বাংলা অভিধান = আলাউদ্দিন আল-আযহারী।
৭। ইসলাম ও জীবন = নূরুল করিম।
৮। ইসলামের ইতিহাস = বাংলাদেশ বুক করপোরেশন।
৯। ইসলামের ইতিহাস = ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
১০। ইসলামের ইতিহাস = কেরামত আলী।
১১। ইসলাম ও খিলাফত = ডঃ মফিজুল্লা কবীর।
১২। ইসলামের মর্ম্মবাণী = বদরুদ্দীন মুহাম্মদ উমর (অনুবাদ)।
১৩। ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান = মুহাম্মদ আব্দুল হাই (অনুবাদ)।
১৪। কামরূপ রাজাবলী = পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
১৫। গৌড়লেখমালা = অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
১৬। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস = শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।
১৭। নৃতত্ত্ব = ডঃ এবনে গোলাম সামাদ।
১৮। জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান = ডঃ রমজান আলী সরদার।
১৯। পাণ্ডুলিপি ও পাঠ সমালেচেনা = ডঃ এম. এ. কাইউম।
২০। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান = রায়-বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।
২১। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা = মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার।
২২। প্রাচীন মিশর = শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২৩। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার = জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

www.pathagar.com

২৪। প্রাচীন সভ্যতা = বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
২৫। বঙ্গদেশের ইতিহাস = ডঃ সুশীলা মণ্ডল।
২৬। বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা = মোহাম্মদ আজিজুল হক।
২৭। বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত = পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮। বাঙ্গালা সনের জন্ম কথা = মুহম্মদ আবু তালিব।
২৯। বাংলা সনের জন্ম কথা = মোহাম্মদ মোবারক আলী খান।
৩০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস = ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ।
৩১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত = ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩২। বাংলা সাহিত্যের কথা = ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
৩৩। বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত = ডঃ ওয়াকিল আহমদ।
৩৪। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা = গোপাল হালদার।
৩৫। বেদে পুরাণে হযরত মোহাম্মদ = ডঃ মোহাম্মদ কুদরতুল্লাহ।
৩৬। বিশ্বকোষ।
৩৭। বিশ্বনবী = গোলাম মোস্তফা।
৩৮। বিশ্বনবী মোস্তফা (সঃ) = খোন্দকার মাওলানা মোহাম্মদ বশিরউদ্দিন।
৩৯। বিক্রমপুরের ইতিহাস = যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪০। ভারতকোষ।
৪১। মাহবুবে খোদা = মাহ্‌মুদুর রহমান।
৪২। মুসলিম সংস্কারক ও সাধক = হুমায়ুন আব্দুল হাই।
৪৩। মুহম্মদ চরিত = কৃষ্ণকুমার মিত্র।
৪৪। মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস = মোহাম্মদ আকরম খাঁ।
৪৫। মোস্তফা চরিত = মৌলানা আকরম খান।
৪৬। মোহরম তত্ত্ব = মৌলানা মছদ্দর আলী।
৪৭। যশোহর খুলনার ইতিহাস = সতীশচন্দ্র মিত্র।
৪৮। হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত = গিরিশচন্দ্র সেন।
৪৯। সাহিত্য = রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

www.pathagar.com

৫০। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা = আহমদ শরীফ।
৫১। হযরত ওমর = আব্দুল মওদুদ (অনুবাদ)।
৫২। হযরত ওমর (রাঃ) = মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ।

আঃ বাংলা পত্র-পত্রিকা

১। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৮ই বৈশাখ, ১৩৫৮।
২। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬।
৩। দেশ, ২রা বৈশাখ, ১৩৭৯।
৪। গায়ত্রী, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৫৫।
৫। ভারতী ও বালক, শ্রাবণ, ১২৯৬।
৬। ঋতুপত্র, ১৩৮৩।
৭। আল-ইসলাহ, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৬৫।
৮। মদীনা, জুলাই, ১৯৭৪।
৯। মদীনা, জুলাই, ১৯৭৯।
১০। বেতার বাংলা, ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৭৬।
১১। বেতার বাংলা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৭৯।
১২। দীপাবলী, ১৯৭৯।
১৩। সৌরভ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
১৪। মহানবী স্মরণিকা, ১৩৯৮ হিজরী।
১৫। দৈনিক বাংলার বাণী, ১লা বৈশাখ, ১৩৮১।
১৬। দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা বৈশাখ, ১৩৮২।
১৭। দৈনিক সংবাদ, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৮৪।
১৮। দৈনিক আজাদ, ২৪শে মাঘ, ১৩৮৪।
১৯। দৈনিক বাংলা, ২রা বৈশাখ, ১৩৮৫।
২০। দৈনিক পূর্বদেশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৮১।
২১। দৈনিক বাংলা, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৩।
২২। দেশবার্তা, ২রা, ৯ই, ১৬ই ও ২৩শে বৈশাখ, ১৩৮২।
২৩। যুগভেরী, ৭ই আশ্বিন, ১৩৮৩।
২৪। সিলেট সমাচার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

২৫। পৃথিবী, মে, ১৯৭০।
২৬। ঝঙ্কার, জুলাই, ১৯৭১।
২৭। বৈশাখী, ১৩৭৬।
২৮। বিচিত্রা, ঈদসংখ্যা, ১৯৭৯।
২৯। মাহেনও, পৌষ, ১৩৭৪।
৩০। মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৬৯।
৩১। মাহেও, চৈত্র, ১৩৬৯।
৩২। পূবালী, কার্তিক, ১৩৭১।
৩৩। সওগাত, মাঘ, ১৩৭০।
৩৪। মদীনা, অক্টোবর, ১৩৬৬।
৩৫। মনজিল, জুলাই, ১৯৭০।
৩৬। কচি ও কাঁচা, শ্রাবণ, ৭৪ বাং।

ই ঃ ইংরেজী গ্রন্থ-পঞ্জী

1. A brief Survey of Muslim Rule in India = Md. Mohar Ali.
2. A Dictionary of Indian History = Sachchidananda Bhattacharya.
3. A Short History of Muslim Rule in India = Dr. Iswari Prasad.
4. A Short History of Islam = Dr. A. Rahim.
5. A Short History of Islam = Sayyid Fayyaz Mahmud.
6. An Advance History of India = R. C. Mazumder, H. C. Roy Choudhury and K. K. Dutra.
7. An Interpretation of Islamic History = Sir, Hamilton A. R. Gibb.
8. Ancient India = V. D. Mahajan.
9. Ancient India = J. W. Mccrindle.
10. Caliphate — W. Muir.
11. Early Caliphate = Maulana Muhammad Ali,
12. Encyclopaedia of Islam.

www.pathagar.com

13. Funk & Wagnalls New Dictionary = Issac K. Funk.
14. History of Bengal = Sir Jadunath Sarkar.
15. History of India = K. P. Joyswal.
16. History of the Arabs = Philip K. Hitti.
17. History of the Saracens = Ameer Ali Syed.
18. History of Muslim Civilisation in India and Pakistan = S. M. Ikram, M. A.
19. Islam = Dr. F. R. J. Verhoeven.
20. Islam (Belief and Practies) = A. S. Tritton.
21. Islamic Culture = Muhammad Marmaduke Pickthal.
22. Islam : India's Transition to Modernity = K. A. Karandikar.
23. Khulafa-al Rashidun = Abdul Wahab Najiar.
24. Life of Muhammad = Sir William Muir.
25. Modern Trends In Islam = H. A. R. Gibb.
26. Muhammad (Prophet and Statesman) = W. Montgomery Watt.
27. Muhammad at Mecca = W. Montgomery Watt.
28. Muhammad at Medina = W. Montgomery Watt.
29. Muhammad, The Educator = Robert L. Gulick Jr.
30. Omar The Great = Muhammad Saleem (Translated from Umar Farooq of Shamsul Ulema Shibly Numani).
31. Origins of the Islamic State = P. K. Hitti.
32. Outline of Islamic Culture = A. M. A. Shushtery.
33 Political History of Ancient India = Dr. H. C. Roy Choudhury.
34. The Arabs = Philip K. Hitti.
35. The Arab Civilization = Joseph Hell.
36. The Arabs in History = Bernard Lewis.
37. The Caliphat = Sir Thomas W. Arnold.
38. The Creed of Islam Or The Revolutionary Character of Kalima = Abul Hashim.
39. The Early History of India = Vincent A. Smith.

www.pathagar.com

40. The Foundation of Muslim Rule in India = Dr. A.B.M. Habibullah.
41. The Life of Muhammad = A. Guillaume.
42. The Oxford History of India = V. A. Smith.
43. The Prophet and Islam = Stanley Lane-Poole.
44. The Prophet of the Desert = K. L. Gauba.
45. The Preaching of Islam = T. W. Arnold.
46. The Rule of Islam = Manabendranath Roy.
47. The Spirit of Islam = Syed Ameer Ali.
48. The Study of Islamic History = K. Ali.
49. What is Islam = W. Montgomery Watt.

www.pathagar.com